বাংলা একাডেমী

ফোকলোর সংগ্রহমালা

৪৫

লোকসংগীত

বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্ব থেকেই গোটা দেশের বহুবিচিত্র লোকউপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অবকাঠামো নির্মাণে ব্রতী হয়। গত শতকের ষাট দশকের প্রথম থেকে একাডেমী নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের মাধ্যমে ফোকলোর উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। জেলাভিত্তিক এসব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে গীতিকা, লোকনাটক, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, লোকসংগীত, পুথি, কিস্‌সা-কাহিনী, লোকগল্প, লোকশিল্পের উপাদান, লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও সিলেটের মনিপুরী অঞ্চলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসীদের নানা সাংস্কৃতিক উপাদান-উপকরণ। বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত মৌখিক সাহিত্যের বিপুল উপাদান ভাণ্ডারের এক-পঞ্চমাংশ এখনপর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ সকল সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অনেক। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষে নতুন করে সুবিন্যস্ত আকারে সংগৃহীত উপাদানগুলো বহুখণ্ডে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' নামে প্রকাশ করা হলো।

গ্রামবাংলার মানুষেরা তাদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহ, প্রেম-ভালোবাসা, মান-অভিমান ইত্যাদি মানবিক অনুভূতিকে যে-সব গানের সুরে-কথায় প্রকাশ করে থাকে তা-ই বাংলাদেশের লোকসংগীত। এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূখণ্ডগত অবস্থানের ভিন্নতা যেমন এখানকার মানুষের কথার ভাষায়, আচার-আচরণে, পোশাক-আশাকে, এমনকি রীতি-নীতিতে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে, তেমনি এতদঞ্চলের লোকসংগীতের কথা-সুরে এবং বৈশিষ্ট্যে পরিলক্ষিত হয়েছে সীমাহীন বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের লোকসংগীতের রয়েছে বহু ধারা-উপধারা। যেমন—বাউল, মুর্শিদি, ভাসান, ভজন, কুশান, গাজীর গান, মানিকপীরের গান ইত্যাদি। এসব গানের ধারা-উপধারাকে কেউ কেউ পালাগান, লোকনাটক এসব পরিচয়েও পরিচিত করে থাকেন। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের লোকসংগীতের বহু ঘরানা বিপন্নতার মুখে এবং কিছু কিছু সংগীতঘরানা মুছে গেছে। মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের লোকসংগীত প্রথাগতভাবে আজো বেঁচে আছে। বাংলা একাডেমী উনিশশ' খ্রিষ্টাব্দের ষাটের দশকে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান তথা লোককথা, উপকথা, লোকবিশ্বাস, প্রবাদ, লোকছড়া, লোকনাটক, কিস্‌সা, পালা ইত্যাদি সংগ্রহের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক লোকসংগীত সংগ্রহ করে। ফোকলোর সংগ্রহমালার বর্তমান খণ্ডে বৃহত্তর যশোর, ফরিদপুর, রংপুর ও সিলেট থেকে সংগৃহীত 'বাউল গান', 'সারিগান', 'সায়ার গান', 'দেহতত্ত্ব গান', 'ভাব গান', 'মুর্শিদি গান' ও 'মারফতি গান' গ্রন্থভুক্ত করা হলো।

শামসুজ্জামান খান ॥ বিশিষ্ট গবেষক, প্রাবন্ধিক, ফোকলোরবিদ। বাংলা একাডেমীর ফেলো ও প্রাক্তন পরিচালক। প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। ফোকলোরচর্চায় স্বদেশে নিবিড় সমীক্ষণ, বিদেশে প্রশিক্ষণ, সংস্কৃতি-ইতিহাসমনস্কতা এবং জাদুঘর-বিদ্যায় বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষিকতা তাঁর সংস্কৃতিচিন্তাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ 'একুশে পদক' ও 'বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার'সহ বহু পদক ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা সত্তরটি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *নানাপ্রসঙ্গ, মাটি থেকে মহীরুহ, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা, বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য* (১ম ও ২য় খণ্ড), ড. *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ, Folklore of Bangladesh (Vol. I & II), ফোকলোর চর্চা, আধুনিক ফোকলোর চিন্তা, কালের ধুলোয় স্বর্ণরেণু, মুক্তবুদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমকাল, নির্বাচিত প্রবন্ধ* ইত্যাদি। পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তাঁর রচিত অসংখ্য মননশীল প্রবন্ধ। ফোকলোরচর্চায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এক গুণী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে *Folklore in Context : Essays in Honor of Shamsuzzaman Khan*। এতে অমর্ত্য সেন, নবনীতা দেব সেন, রিচার্ড কেনেডি, হেনরি গ্ল্যাসি, ক্লিনটন বি সিলি এবং দেশ-বিদেশের আরো অনেক পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী ও ফোকলোরবিদেরা লিখেছেন। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক।

শাহিদা খাতুন ॥ প্রাবন্ধিক, ফোকলোর গবেষক। আগ্রহের বিষয় ও গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র বাংলার লোকঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব। আশির দশকে আয়োজিত বাংলা একাডেমীর আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ নেন। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত *বাংলা একাডেমী ফোকলোর আর্কাইভস্ : মৌখিক সাহিত্যের তালিকা ও সূচি* গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজটি নব্বইয়ের দশকে ফোকলোরে আধুনিক তত্ত্ব-পদ্ধতি ব্যবহারকারী গবেষক আবদুল হাফিজের সঙ্গে করেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর অনেকগুলো গবেষণাধর্মী নিবন্ধ/প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চৌদ্দটি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে *বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন মেয়েলীগীত, লোককাহিনী: লোকউৎসবে ঐতিহ্যচেতনা, একুশের প্রবন্ধ : ফোকলোর, লোকশিল্প এ্যালবাম* (যৌথ), *বাংলা একাডেমী গ্রন্থপঞ্জি* ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে কর্মরত।

সাইমন জাকারিয়া ॥ নাট্যকার, কবি, কথাসাহিত্যিক ও নিষ্ঠাবান ফোকলোর গবেষক। নিজের চেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে তিনি ফিল্ডওয়ার্কে প্রাপ্ত নতুন উপাদানকে উপস্থাপন করছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনারে বাংলাদেশের ফোকলোরচর্চা, নিজের সৃষ্টিশীল নাট্য রচনা ও গবেষণাকর্ম সম্পর্কে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশটি। উল্লেখযোগ্য নাট্যগ্রন্থ : *শুরু করি ভূমির নামে, কবি, নাটকসংগ্রহ-১* (৮টি মৌলিক নাটকের সংকলন); গবেষণাগ্রন্থ : *প্রণমহি বঙ্গমাতা* (৪টি খণ্ড), *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক, বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য, বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস (যৌথ)*; কাব্যগ্রন্থ : *সদানন্দের সংসারে, আনন্দময়ীর আগমনে, অবণাগবণ*; উপন্যাস : *কে তাহারে চিনতে পারে*। দেশের প্রথম সারির বিভিন্ন নাট্যসংগঠনে এবং বিদেশে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। তাঁর রচিত ও মঞ্চস্থ নাটক : *শুরু করি ভূমির নামে, ন নৈরাম্যণি, বিনোদিনী, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, এ নিউ টেস্ট্যামেন্ট অব রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, ঋতুঅভিযান* ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলা একাডেমীর সহপরিচালক পদে কর্মরত।

বাংলা একাডেমী

ফোকলোর সংগ্রহমালা-৪৫

বিষয় : লোকসংগীত-২

[বাউল ॥ মুর্শিদি ॥ সারি]

উপদেষ্টা সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

সম্পাদক

শাহিদা খাতুন

সহকারী সম্পাদক

সাইমন জাকারিয়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাংলা একাডেমী
ফোকলোর সংগ্রহমালা-৪৫
বিষয় : লোকসংগীত-২
[বাউল॥মুর্শিদি॥সারি]

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৮ / জুন ২০১১

বাএ ৫০৯০

মুদ্রণ সংখ্যা
৫০০ কপি

পাণ্ডুলিপি
ফোকলোর উপবিভাগ

প্রকাশক
অপরেশ কুমার ব্যানার্জী
পরিচালক
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

BANGLA ACADEMY FOLKLORE SANGRAHAMALA, VOLUME-45 : LOKOSANGEET-2 [Compilation of Collected Folksongs : Baul/Murshidi/Sari]. Adviser Editor : Shamsuzzaman Khan, Editor : Shahida Khatun, Assistant Editor : Saymon Zakaria. Published by Aparesh Kumar Banerjee, Director, Research, Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2011. Print : March 2013, Price : Taka 150.00 only.

ISBN 984-07-5109-3

মুখবন্ধ

সাবেক পূর্ববাংলা ও পরবর্তীকালের বাংলাদেশ সমৃদ্ধ লোকজ-সাংস্কৃতিক অঞ্চল হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। এই সংস্কৃতির ভাবসম্পদ ও আঙ্গিকগত বিপুল বৈচিত্র্য এবং মানবিক উপাদানের গভীরতা যে-কোনো সংস্কৃতি-ভাবুক এবং ঐতিহ্য-গবেষককে সহজেই আকৃষ্ট করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—ড. দীনেশচন্দ্র সেন যখন চন্দ্রকুমার দে এবং অন্যান্য সংগ্রাহকদের সংগৃহীত গীতিকাসমূহ ১৯২০-এর দশক থেকে প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন, তখন তা বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। রোমারঁলা, হেন্স মোডে, সিঁলভা লেভী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত এবং সংস্কৃতি-চিন্তক এই রচনাসমূহের অসাধারণ মানবিয় গুণাবলি এবং নারী চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাধীন চিত্ততার প্রশংসা করে লেখালেখি করেন। ফলে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের সঙ্গে বাংলাদেশের মৌল-সংস্কৃতির (basic culture) একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ ঘটে। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-ভাবুকদের সঙ্গে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকজ-সংস্কৃতির এই পরোক্ষ সংযোগ ১৯৬০-এর দশকে প্রত্যক্ষ সংযোগের স্তরে উত্তীর্ণ হয় চেকপণ্ডিত দুশান জ্যাভিতেলের বাংলা একাডেমীতে এসে ময়মনসিংহ গীতিকার উপর তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কাজের সুবাদে, তখন বাংলাদেশের বাঙালি জাতিসত্তারও উদ্ভবকাল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও চলে শেকড় সন্ধানের মধ্যদিয়ে বাঙালিত্বের নবনির্মাণের প্রয়াস। এই ধারার সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলনে তরুণ প্রাণের জীবনদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাঙালির জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমী সূচনাপর্ব থেকেন গোটা দেশের বহুবিচিত্র লোকউপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অবকাঠামো নির্মাণে ব্রতী হয়। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই একাডেমী সারাদেশ থেকে নিয়োজিত ও অনিয়োজিত সংগ্রাহকদের মাধ্যমে ফোকলোরের উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। জেলাভিত্তিক এসব সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে গীতিকা, লোকনাটক, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, লোকসংগীত, পুথি, কিসসা-কাহিনী, লোকগল্প, লোকশিল্পের উপাদান, লোকবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কার, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও সিলেটের মনিপুরী অঞ্চলসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসীদের নানা সাংস্কৃতিক উপাদান-উপকরণ। বিগত শতকের ষাটের দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশ আমলের আশি'র দশক পর্যন্ত এসব উপাদান-উপকরণ জেলাভিত্তিকভাবে

বিন্যস্ত করে প্রায় হাজার খণ্ডে সংরক্ষণ করা হয়। একাডেমীর সংগ্রহে এর বাইরেও অবিন্যস্তভাবে কিছু উপকরণ রয়েছে।

বাংলা একাডেমী সংগৃহীত এসব উপাদান প্রথমে 'লোকসাহিত্য সংকলন' নামে এবং পরে 'ফোকলোর সংকলন' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। বাংলা ১৩৭০ সন থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রকাশিত সংকলনের একাত্তরটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং তা দেশি-বিদেশি ঐতিহ্যপ্রেমীক, ফোকলোরবিদ, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান গবেষণা-উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে শুধু ফোকলোর চর্চার জন্য নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্যও এই সংকলনসমূহের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। বাংলা একাডেমী কর্তৃক বিগত পাঁচ দশক ধরে সংগৃহীত বিপুল উপাদান ভাণ্ডারের এক-পঞ্চমাংশ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। আমরা মনে করি, সংগৃহীত এসব সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অনেক। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষে নতুন করে সুবিন্যস্ত আকারে এগুলো প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষে সংগৃহীত উপাদানগুলো বহুখণ্ডে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' নামে প্রকাশ করা হলো। বাংলা একাডেমীতে পুরোনো সাংস্কৃতিক উপাদান সংরক্ষণের উপযুক্ত আর্কাইভস্ না থাকায় উপরন্তু বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় সংগৃহীত বিপুল উপাদান বিনষ্ট হওয়ার মুখে পড়ায় সম্প্রতি কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে এগুলো সংরক্ষণ ও প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। খণ্ডাকারে 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' প্রকাশিত হলে মূল উপাদানসমূহ গবেষণা কাজে নিয়মিত ব্যবহার না করে নতুন প্রকাশিত উপাদানগুলোই সাধারণ অনুরাগী এবং গবেষকেরা ব্যবহার করতে পারবেন। মূল উপাদান বাংলা একাডেমীর প্রস্তাবিত আর্কাইভসে্ সংরক্ষণ করা হবে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলা একাডেমী আয়োজিত আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালায় ফিনল্যান্ডের প্রখ্যাত ফোকলোর পণ্ডিত লাউরি হংকো বাংলা একাডেমীর ফোকলোর উপাদান-ভাণ্ডার এভাবেই সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। ফোকলোর ভাষারীতি, বর্ণনাভঙ্গি এবং উপস্থাপনারীতিতে আঞ্চলিক হলেও ব্যাখ্যা-বিশেষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তত্ত্বপদ্ধতির অন্তর্গত। তবে তত্ত্ব প্রয়োগের বেলায় কোনো দেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসূচক (culture specific elements) উপাদানের ক্ষেত্রে দেশীয় গবেষণাতাত্ত্বিক স্বকীয় মডেল উদ্ভাবন করে তাত্ত্বিকভাবে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। আমরা আশা করি 'ফোকলোর সংগ্রহমালা' সিরিজ প্রকাশের এই উদ্যোগ আমাদের মূল্যবান ঐতিহ্যিক-সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশিষ্ট সকলের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা	[তেরো-চৌদ্দ]
বাউল গান	১-৩২
১. ভাবের বিলের জিয়াল ধরা	৩
২. ওগো রসিক গাছি তুমি রসের	৪
৩. মনা ভাইবা দ্যাখ্ তোর সাধন পথে	৫
৪. যাস্ না কেউ ঢাকারি শহরে	৬
৫. প্রেমবইসি পেইতাছি আজ জলে	৬
৬. গুরু ডুব্‌ল আমার মানব তরি	৭
৭. সব নোকে কয় লালন কি জাত্ সংসারে	৭
৮. আমি একদিনও না দেখ্‌লাম তারে	৮
৯. গুরু জগত উদ্ধারো	৯
১০. শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধু রে	৯
১১. রাধার প্রেমপাথারে সাঁতার দিয়ে	১০
১২. কতোদিনে আরে শ্যাম	১১
১৩. বলো বন্ধু তুমি নি আমার	১২
১৪. রাই গো আসবে শ্যাম কালিয়া	১২
১৫. সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে	১৩
১৬. শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না	১৪
১৭. নাগর প্রবেশিও না	১৫
১৮. ও রাই কিসের অভিমান গো	১৬
১৯. অভাগিনীর বন্ধু রে	১৬
২০. কালরূপ হেরিলাম গো সই	১৭
২১. কোন বনে বাজিলো শ্যামের বাঁশি	১৮
২২. আমার মরণকালে	১৯
২৩. মনচোরা তুই হরি	২০
২৪. সখি শুনগো ললিতে	২১
২৫. সখি উপায় কি করি	২২
২৬. সজনি সই বল গো তোরা	২৩
২৭. শ্যাম বন্ধুয়া ও	২৩
২৮. দয়াল শ্যাম রে আমার	২৪
২৯. পিরিতে করিলো কলঙ্কিনী	২৬
৩০. ও শ্যাম কালিয়া	২৭
৩১. উপায় কি করি গো সই	২৯
৩২. খাইয়া গরল বিষ	২৯
৩৩. সন্ধ্যাকালে বাজাও বাঁশি	৩০
৩৪. ওবা রসিক কালাচান	৩১

সারিগান	৩৩-৩৪
১. বসন্তের কুকিল রে তুই	৩৫
২. সখিরে প্রাণো সখিরে	৩৫
৩. নিশি পেরভাত কালে শচী কেইন্দে বলে	৩৬
৪. ও জীবন কানাই রে	৩৬
৫. ও বিন্দে বল বিন্দে বল	৩৭
৬. বিন্দে গো শাম তো কুঞ্জে এলো না	৩৮
৭. ওরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে	৩৮
৮. ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না	৪১
সায়ার গান	৪৫-৫৮
১. হারে দয়াল শোন্ রে	৪৭
২. ও তোর প্রেমের বাতাস	৪৯
৩. ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে	৫২
৪. তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে	৫৪
৫. এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচাঁদ	৫৬
৬. দয়াল তোমার চরণো দু'খানি	৫৮
দেহতত্ত্ব গান	৫৯-৭৪
১. মন সুষুম্না দ্বার খুলে দিয়ে বয়	৬১
২. যদি রেচক পূরক কুম্ভক করবি	৬১
৩. প্রাণায়াম তুই করবি কেমন করে	৬২
৪. ত্রিবেণী পার যাবি আয় বেলা যায়	৬৩
৫. দম দিগে ব্রহ্মরন্ধ্রে	৬৪
৬. মাগো বলে দে আমারে	৬৪
৭. দেখলাম ত্রিবেণীর শ্মশান ঘাটেতে	৬৫
৮. দেখলাম ত্রিবেণীর শ্মশান খানায়	৬৫
৯. তোর জন্যি বেড়াই ঘুরে	৬৬
১০. সুষুম্না দ্বার দেমা খুলে	৬৭
১১. মন যদি তুই যুগী হবি	৬৭
১২. ঘুম ভেঙ্গে মা চল যাই দেশে	৬৮
১৩. শ্মশানে স্বয়ম্ভুশীরে	৬৯
১৪. কুণ্ডলী জাগায়ে এবার সাধন কর	৬৯
১৫. শ্মশানে হংস ডাকিলে	৭০
১৬. রেচক পূরক বিনে কেবল	৭১
১৭. সুক্ষ বিচার করে তরে কর্ম কর	৭১
১৮. আয় মন তোরে আজব খেলা	৭২
১৯. হংসকে ধরিলে সোহং প্রকাশ হয়	৭৩
২০. সহজ নয় মার পূজা করা	৭৪
ভাবগান	৭৫-৯৮
১. কার কাছে মুরিদ বিধাতা	৭৭
২. হর দোমেতে আসা যাওয়া	৭৭

৩. মুর্শিদের আইন কড়া ৭৮
৪. নেগা করে দ্যাখনা নিশুম ঘরে ৭৯
৫. পার হবি ত্রিবেণীর দ্বারে ৮০
৬. মুলুকে জাহেলি কারবার ৮০
৭. জেকের করিলে কলব ৮১
৮. আয় কে যাবি শিক্ষা নিতে ৮১
৯. হইলাম দেওয়ানা ৮২
১০. ব ব্যাধি সারবি তো সৎ বৈদ্য ধর ৮৩
১১. মুর্শিদ নালিস তোর দরবারে ৮৪
১২. যদি গুরুর ধামে যাবি ৮৪
১৩. গুরুর শরণ করলে ভবের ৮৫
১৪. এস্কের দেওয়ানা হয় যেজন ৮৬
১৫. আমায় দেওয়ানা বানাইল ৮৭
১৬. শুভদিন জেনে করিস ৮৭
১৭. সেদিন গুরু হবে কাণ্ডারি ৮৮
১৮. যদি হাউস থাকে দেখতে মানুষ ৮৯
১৯. বাইর দরজা বেবাক বন্ধ কর ৯০
২০. দেখবি যদি মনের মানুষ ৯১
২১. বাইর দরজা মেরে বেবাক ৯১
২২. মন পাষণ্ড জ্বলে মলাম ৯২
২৩. পরম ধরবিরে কূন বলে ৯৩
২৪. মানুষ মনের দোষে মরে ৯৪
২৫. ফুস ফুস ফুস সকল ফাঁকি জুঁকি ৯৪
২৬. তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বলো ৯৫
২৭. মন মাঝি সুযোগ পেইয়ে ৯৬
২৮. ভাবুক ভাবতে কাম সারে ৯৬
২৯. যদি পরম ধাম যাবি ৯৭
৩০. পরম মানুষ বাঁশি বাজার ৯৮

আধ্যাত্মিক গান ৯৯-১১২
১. মন করিসনে মেথরগিরি ১০১
২. খাস মহলে যাবি যদি মন ১০২
৩. মন সাপুড়ে বলি তোরে ১০৩
৪. জ্বালা তোর দেহ ঘরে ১০৪
৫. তুই শোন অবোদ মন সাধন ভজন ১০৫
৬. মন আমার তুই গুরু মন্ত্র দে ফেলে ১০৬
৭. মন কেনে তুই গুরু বলে ডাকিসনে ১০৭
৮. মন আমার তুই সাঁই দরজি ১০৭
৯. ও মন ঘুমে র'লি ঘোর আন্দারে ১০৮
১০. মনের দুয়ার ফুলে আগে ১০৯
১১. এ দুনিয়ার ঘরবাড়ি ১১০
১২. আমায় একায় যাইতে ১১০
১৩ আমি আগে যদি ১১১

ধুয়াগান	১১৩-১২৮
১. মনকে বলি ডাইনে যাতি	১১৫
২. শিষ্য পদে থাকি আমি	১১৬
৩. নিশি প্রভাত কালে কুকিল বলে	১১৭
৪. ওরে কলির মেইয়ে উঠল ধেইয়ে	১১৮
৫. লা-ইলাহা ইল্লালাহু	১১৯
৬. দেহ পিঞ্জিরায় থেকে মনপাখি	১২০
৭. ভবে যাত্রাকালে পাখি কেন্দে	১২১
৮. আমি জারির ভাবে হলেম কুটীলে	১২২
৯. এক বিক্ষের গাছে ফুল ফুটাছে	১২৩
১০. ফুল ফোটে সরোবর নদী	১২৩
১১. অদোম দচিমউদ্দি কয়	১২৪
১২. এবার ফুটিল কলি	১২৫
১৩. অঙ্কের এক ধুয়া কই	১২৭
১৪. মোমিন চাঁদ মুকোতে	১২৭
১৫. অদোম দচিমউদ্দি	১২৮
মুর্শিদি গান	১২৯-১৪৪
১. দেও দেও দেখা রে মুরশিদ	১৩১
২. আগে না জানি পাছে না	১৩২
৩. ও মন আল্লা বল নৌকা রে	১৩২
৪. সাধন ভজন না হইলে	১৩৪
৫. মন তোর নিজেরে রতন	১৩৪
৬. আমি কারে ও ডাকবো রে	১৩৫
৭. নাও আমার চলে	১৩৫
৮. উত্তরে মেঘ চুলুমুলু রে	১৩৬
৯. আয়রে সবাই ও মোমিন	১৩৭
১০. মুরশিদ ভজি পিরিতি মজি	১৩৮
১১. দাঁড়াও দাঁড়াও ও দয়াল চাঁদ	১৩৮
১২. আমার দয়াল চাঁদরে আয়না	১৩৮
১৩. কালারে ধন তুমি মায়া রসে	১৩৯
১৪. ওরে কালা তুই আমারে	১৪০
১৫. এমন অবুঝ কালার সাতেরে	১৪১
১৬. আমার বন্ধু বান্ধব নাইও রে	১৪১
১৭. হারে মুরশিদ মুরশিদ বল হারে	১৪২
১৮. সোনার পিঞ্জিরায় থাকো না পাখি	১৪২
১৯. সানাল চাঁন্দের চরণের গুণ	১৪৩
২০. ও গুরু গুরুরে গুরু উত্তরে	১৪৩
২১. জানু বান্দার জনম কথা	১৪৪
মারফতি গান	১৪৫-১৮৮
১. দেও দরশন রে বন্ধু	১৪৭
২. তুই বন্ধের পিরিতি	১৪৮

৩. আমায় পরানে বধিলে রে ১৪৯
৪. আনিয়া দে মোর প্রাণবন্ধু ১৫০
৫. ওরে কূল পাবে না অকূলে ১৫১
৬. আমি কান্দিতে কান্দিতে ১৫২
৭. অনেক দিবসে ১৫৩
৮. শ্যামের পিরিতে আমায় ১৫৪
৯. শ্যামের চরণ ছায়া পাইবার ১৫৫
১০. ছাদিক যারা যায় না মারা ১৫৭
১১. লাগাইয়া পিরিতের ছাট ১৫৮
১২. আমারে জ্বালাইলায় বন্ধু ১৫৯
১৩. পিরিতে কি রসনা রব্বানা ১৬১
১৪. প্রেমে ধইলো যারে ১৬২
১৫. ওহে আমার মনমোহিনী ১৬৩
১৬. ওরে তুমি নি অতো তা ১৬৪
১৭. তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি ১৬৫
১৮. চরণ ধইলে কি আর ছাড়ে ১৬৭
১৯. মুর্শিদ আইসো আমার বাড়ি ১৬৮
২০. মুর্শিদ করো মোরে পার ১৬৯
২১. মুর্শিদ ডাকি তোমারে ১৭০
২২. ও নবিজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে ১৭১
২৩. তুমি আমার মাই জননী ১৭৩
২৪. দেওয়ানা বানাইয়া রে বন্ধু ১৭৫
২৫. মনের মানুষ সোনার চাঁন্দ ১৭৬
২৬. গাড়ি কেমনে বানাইলো রে ১৭৭
২৭. বন্ধু রে আমায় কি তোর ১৭৮
২৮. দয়া সকলে পাইলা ১৮১
২৯. দুনিয়াখানা বেঠিকানা ১৮২
৩০. নবিজি তোমার চরণ ১৮৩
৩১. এখন পাইছি তোরে ১৮৪
৩২. ওরে ঐ নি প্রেমের রীতি ১৮৬

পরিশিষ্ট : সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য ১৮৯

ভূমিকা

গ্রামবাংলার মানুষেরা তাদের জীবনের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-বিরহ, প্রেম-ভালোবাসা, মান-অভিমান ইত্যাদি মানবিক অনুভূতিকে যে সব গানের সুরে-কথায় প্রকাশ করে থাকে তা-ই বাংলাদেশের লোকসংগীত। এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূখণ্ডগত অবস্থানের ভিন্নতা যেমন এখানকার মানুষের কথার ভাষায়, আচার-আচরণে, পোশাক-আশাকে, এমনকি রীতি-নীতিতে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে, তেমনি এতদঞ্চলের লোকসংগীতের কথা-সুরে এবং বৈশিষ্ট্যে পরিলক্ষিত হয়েছে সীমাহীন বৈচিত্র্য।

হাওড় অঞ্চলের মানুষের জলময় জীবন আর কর্ম-ব্যাকুলতার মাঝে প্রাণের মানুষের সঙ্গে মিলনের যে আকুল আকাঙ্ক্ষা ওই অঞ্চলের সারল্যময় কথা-সুরে, তাতেই সিদ্ধ হয়ে জন্ম নিয়েছে ভাটিয়ালি গান। এ গানের উর্বর এলাকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

বাংলাদেশের লোকসংগীতের মধ্যে ভাটিয়ালি গানের পাশাপাশি উচ্চারিত আরেকটি সংগীতধারার নাম ভাওয়াইয়া। ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া গানপ্রসঙ্গ পাশাপাশি উচ্চারিত হয়ে থাকলেও এ দুটি সংগীত ঘরানার বিস্তর পার্থক্য শুধু এলাকাগত নয়, সুর-কথা উভয়ক্ষেত্রেই ভাওয়াইয়া গান ভাটিয়ালি থেকে যোজন যোজন দূরে। যেমন— ভাওয়াইয়া গানের এলাকা রংপুর-দিনাজপুর শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত উঁচু আর ভাটিয়ালি এলাকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ-সুনামগঞ্জের জলময় এলাকা। সুরের ক্ষেত্রে ভাওয়াইয়া গলার কাঁপুনিকে মেনে নিয়ে চলে আর ভাটিয়ালি হাওড়ের বদ্ধজলের শান্ত ঢেউকে অনুসরণ করে চলে; অপরদিকে গানের কথায় ভাটিয়ালি গানে যেখানে নৌকা, বাদাম, ঢেউ, পানি, মাঝি ইত্যাদি প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসে; সেখানে ভাওয়াইয়া গানের কথায় মইষাল, গাড়িয়াল ইত্যাদি অনুষঙ্গ খুঁজে ফিরে।

এবার সারি গানের কথা। বাংলাদেশে সাধারণত তালযুক্ত গানকে সারিগান বলে। এই গান আসলে গোষ্ঠীসংগীত এবং কোনো না কোনো শারীরিক শ্রম কিংবা তালযুক্ত নৃত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। সেই অর্থে সারিগান বাংলাদেশের সক্রিয় সংগীতধারা। ভাটিয়ালি গানের গতি যেখানে শিথিল এবং তার মধ্যে তেমন কোনো শারীরিক ক্রিয়াও চোখে পড়ে না, সেখানে সারিগানের সুরের চলন অত্যন্ত দ্রুত তালের। নৌকাবাইচের সময় বৈঠাধারী মাঝিরা নৌকার ধার বৈঠার আঘাতে তাল রেখে একসঙ্গে এ গান গায়। এজন্য অনেকে নৌকাবাইচকে সারিগানের শ্রেষ্ঠ নির্দশন বলে থাকেন। ভাটিয়ালি গান যেখানে মাঝির একক সংগীত সারিগান সেখানে সমবেত সংগীত। বাংলাদেশের গ্রামপর্যায়ের সংগীতের মধ্যে সারিগানের মতো ধামাইল গানও আনুষ্ঠানিক লোকসংগীত। এই গান মূলত বিবাহ সংগীত। ধামাইল রচয়িতাদের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছেন রাধারমন। সাধারণত বিবাহের কন্যাকে বধূ সাজিয়ে পাড়াপ্রতিবেশী নারীরা নেচে নেচে যে গান গেয়ে থাকে তাকে ধামাইল গান বলে। ধামাইল গান পরিবেশনার সময়ে বধূকে কেন্দ্রে রেখে নারীরা বৃত্তাকারে হাতে তালি দিয়ে দিয়ে নেচে থাকে। এই গানের মাঝে বধূকে গোসল করানোর জন্য পঞ্চসখি পিতলের কলসি কাঁখে জল আনতে যায়। তারা জল এনে বধূর চারপাশে রেখে ধামাইল গান গাইতে থাকে। এরপর বধূর মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে আর্শিবাদ করে গোসল দিয়ে ধামাইল গানের অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। একটি ধামাইল গানের উদাহরণ দেওয়া যাক— 'তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ, আমার প্রাণনাথ আসিবে গো। এগো মনোরঙ্গে সাজাও কুঞ্জ সব সখিগণ মেইল্যা...॥' রাধা-কৃষ্ণের লীলার প্রসঙ্গই ধামাইল গানের প্রধান আশ্রয়। ধামাইল গানের ঐতিহ্যবাহী এলাকা হচ্ছে– মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।

মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের লোকসংগীতের মধ্যে জারিগানের রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। কারবালা প্রান্তরে হজরত এমাম হোসেন ও তাঁর পরিবারের সবাই শহীদ হন। কারবালার ঘটনা, হানিফার কাহিনি, জয়নাল আবেদীন, এজিদের কাহিনি ইত্যাদি নিয়ে জারিগান গাওয়া হয়। বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলা জারিগানের প্রধানতম এলাকা হলেও এই জেলার বাইরে বিশেষত কিশোরগঞ্জ জেলা জারিগানের জন্য প্রসিদ্ধ। এছাড়া, সাতক্ষীরা, যশোর, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ ইত্যাদি জেলাতেও জারিগানের প্রচলন আছে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে এক হৃদয়গ্রাহী সংগীতধারার নাম বিচ্ছেদী। এ গানের নামের সঙ্গে নড়াইলের কবিয়াল বিজয় সরকারের নামটিই অধিক জড়িত। বলা হয়ে থাকে বিচ্ছেদী সংগীত ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ বিজয় সরকার। বিচ্ছেদের সুরে ও কথায় সাধারণত বিরহের যন্ত্রণা থেকে মিলনের আকুতিই প্রকাশ পায়। এ মিলনের আকুতি মানবিক হলেও কখনো কখনো তা ঐশ্বরিক মিলন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাঁধা থাকে। বাংলাদেশের অপরাপর লোকসংগীতের চেয়ে বিচ্ছেদের মানবিক আবেদন বেশি থাকে বলে এই গানের জনপ্রিয়তাও বেশি। একটি বিচ্ছেদী গানের উদাহরণ– 'অজানা কোনো নদীর স্রোতে আমি হারাইয়াছি সাথী রে। মালা কার লাগিয়া গাঁথি রে, মালা কার লাগিয়া গাঁথি...॥' অন্যদিকে বিজয় সরকার গেয়েছেন—'আর কি ফিরে পাবো তারে। যারে হারাইয়াছি আমি, সে কি আবার আসবে ফিরে...॥'

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের লোকসংগীতের রয়েছে বহু ধারা, উপধারা। যেমন—বাউল, মুর্শিদি, ভাসান, ভজন, কুশান, গাজীর গান, মানিকপীরের গান ইত্যাদি। এসব গানের ধারা, উপধারাকে কেউ কেউ পালাগান, লোকনাটক এসব পরিচয়েও পরিচিত করে থাকেন। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের সংগীত ঘরানা হিসেবে এসব ঘরানা বিপন্নতার মুখে এবং কিছু কিছু সংগীত ঘরানা মুছে গেছে। মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের লোকসংগীত প্রথাগতভাবে আজো বেঁচে আছে।

বাংলা একাডেমী উনিশ শ' খ্রিষ্টাব্দের ষাটের দশকে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান তথা লোককথা, উপকথা, লোকবিশ্বাস, প্রবাদ, লোকছড়া, লোকনাটক, কিস্‌সা, পালা ইত্যাদি সংগ্রহের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক লোকসংগীত সংগ্রহ করে। ফোকলোর সংগ্রহমালার বর্তমান খণ্ডে বৃহত্তর যশোর, ফরিদপুর, রংপুর ও সিলেট থেকে সংগৃহীত 'বাউল গান', 'সারি গান', 'সায়ার গান', 'দেহতত্ত্ব গান', 'ভাব গান', 'মুর্শিদি গান' ও 'মারফতি গান' অন্তর্ভুক্ত হলো।

সংকলনভুক্ত উপাদানের বহু জায়গায় আঞ্চলিক ভাষার পাশাপাশি উর্দু, ইংরেজি, ফার্সি, সংস্কৃত, আদিবাসী ইত্যাদি ভাষার শব্দ, এমনকি বাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি—একই বাক্য, পদ, পদবাচ্য, চরিত্রের নাম ইত্যাদি অঞ্চলবিশেষে সংগ্রাহকগণ বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিছুক্ষেত্রে আমরা তার মধ্যে একটি সমতা নির্মাণের চেষ্টা করেছি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার বিশেষত্ব রক্ষার্থে সংগ্রাহক প্রদত্ত বানানরীতি, বাক্যের কাঠামো, বাক্যের গঠন, শব্দচয়ন ইত্যাদি অবিকৃত রাখা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪
২. দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪
৩. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪
৪. সাইমন জাকারিয়া, *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, তৃতীয় পর্ব, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯

বাংলাদেশ

জেলার অবস্থান

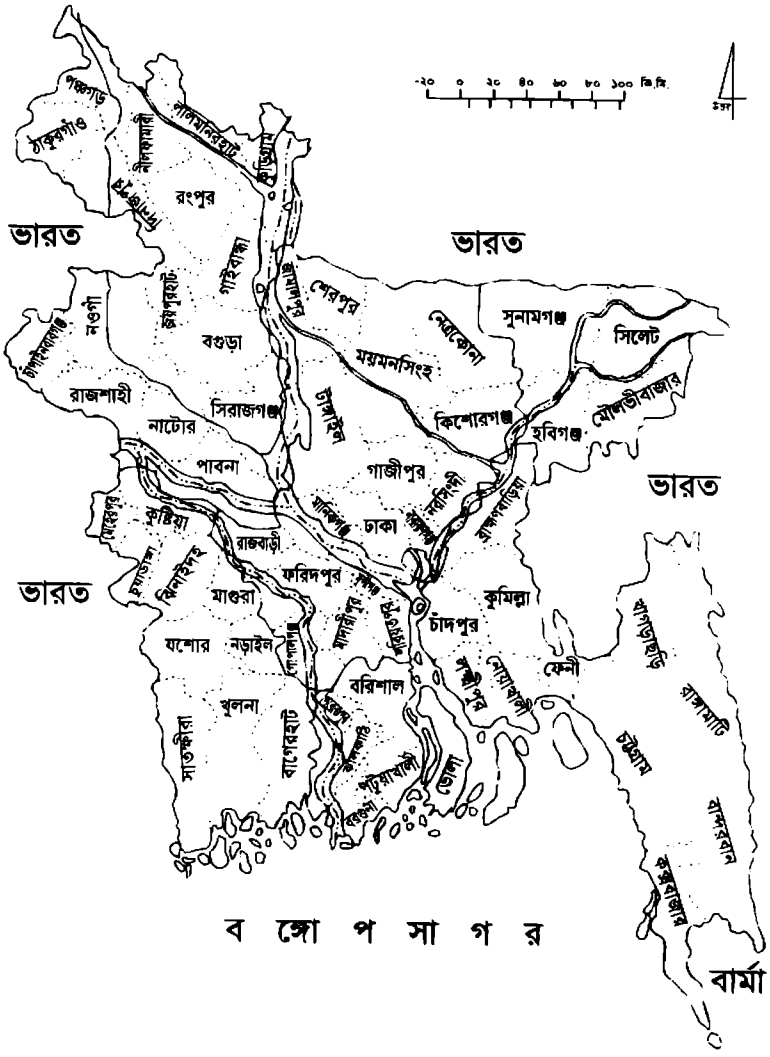

বাংলাদেশ

লোকসংগীত সংগ্রহ এলাকা

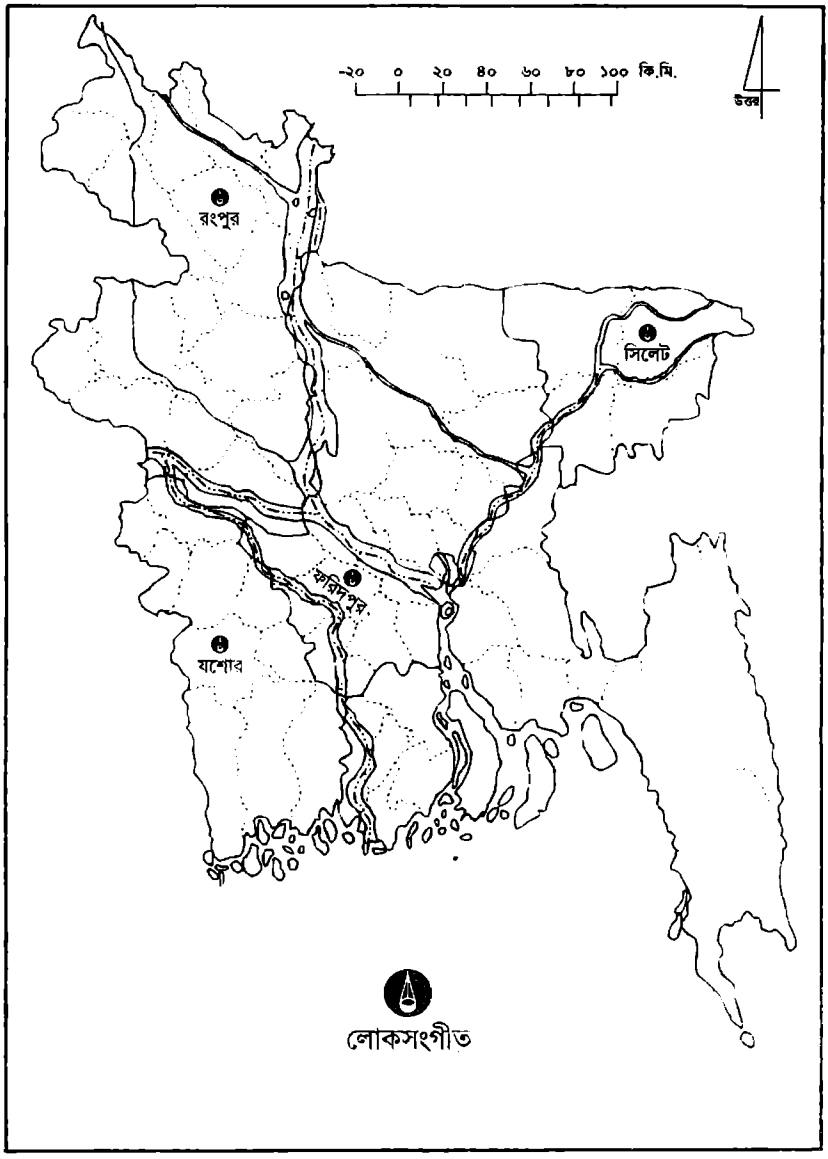

মানচিত্র-২

বাউল গান

বাউল গান

১

ভাবের বিলের জিয়াল[১] ধরা
সকলে কি দিশা পায়।
সগুলি[২] মাচ ধর্‌তি পার্‌লি
তালি[৩] কি মাচ বিলি রয়॥

যেজন ব্যস্ত খুপ ভারি
দেইখে মাচের ভুর্‌ভুরি[৪]
লাফ দিয়ে সে জলে পইরে
বাধাইছে পেরি[৫]॥

ওর মাচ ধরা থাক্‌ যেমন তেমন
শুধু কাদা নাগায় গায়
ভাবের বিলের জিয়াল ধরা
সকলে কি দিশা পায়॥

যেজন বাইছে খ্যারলা জাল
ও সে বাধাইবে জিয়াল
জোর করিয়ে ঘ্যারলা বাইয়ে
কেউনায়[৬] উডায় ছাল॥

শেষে মাজা বিষ আর কেউ না ব্যথায়
শুধু মাজা কটকটায়
ভাবের বিলের জিয়াল ধরা
সকলে কি দিশা পায়॥

অ-রসিক জাইলারা এইল
তারা পোলো বাহিল
পোলের মদ্যি শামুক পইরে ঘর্‌ঘরি[৭] দিল
তারা হাবার মত হাবা হইয়ে
গ্যান গ্যানিয়ার[৮] ক্যাতা খায়
ভাবের বিলের জিয়াল ধরা
সকলে কি দিশা পায়॥

গোঁসাই রামচন্দ্র তাই কয়
রসিক কাত্তিক জিয়ানী[৯] হয়
শুক্‌নার উপর কুটা কাইটে
বিষ্টির জল বাধায়॥

ও সে ঝর্ণা দিয়ে বাইনা[১০] পেইতে
কৌশলে জিয়াল বাধায়
ভাবের ঘরের জিয়াল ধরা
সকলে কি দিশা পায়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. শিঙ্গমাছ, ২. সবই, ৩. তাহলে, ৪. মাছের নিঃশ্বাস ছাড়বার সময় যে বুদ্‌বুদ্‌ বের হয়, ৫. পচা কাদামাটি, ৬. কনুইয়ের, ৭. শব্দবিশেষ, ৮. এক জাতীয় মাছ, ৯. যারা পুকুর সেঁচে মাছ ধরে বিক্রয় করে, ১০. মাছ ধরার যন্ত্রবিশেষ, বাঁশ দ্বারা নির্মিত।

২
ওগো রসিক গাছি তুমি
রসের জন্যি ঝোলোরে
গাছ কাটোরে।
আগে কর দরার[১] আয়াজন
ব্রহ্মা বিষ্ণু এই তিন জন
তিন জনে হইয়া মিলন দরা ভাঙ্গাইল রে॥
গাছ কাটোরে।
ওগো রসিক গাছি
তুমি রসের জন্যি ঝোলোরে
গাছ কাটোরে।
আগে দাও গে ছ্যানে[২] বালি
মুইচা যাবে মনের কালি
রস কাইটা ধর্‌বে নালি হবে মিশ্রি খনি রে॥
গাছ কাটোরে।
ওগো রসিক গাছি তুমি
রসের জন্যি ঝোলোরে
গাছ কাটোরে।
যখন গাছের মধ্যম বয়াস
তখন গাছে নাগাওরে ছাচ্‌
কপালি পুরা রাখিয়া ঠিলা[৩] বাইন্ধা দাও রে॥
গাছ কাটোরে।
ওগো রসিক গাছি তুমি
রসের জন্যি ঝোলোরে
গাছ কাটোরে।
ত্রিমহলায় বিষম খোলা
সেইখানে দাও বাইনার কোলা[৪]
রাগের অগ্নি হিংসার কয়লা জ্বালাইছে এক নজরে॥
গাছ কাটোরে।
ওগো রসিক গাছি তুমি

রসের জন্যি ঝোলোরে
গাছ কাটোরে ।
হামেদ ফকির কর্‌ছে মানা
নরম গাছে ছাচ দিও না
শেষে পরিবে না বরিবে ফ্যানা
মুছে কূল পাবা না রে
গাছ কাটোরে ।
ওগো রসিক গাছি তুমি
রসের জন্যি ঝোলোরে
গাছ কাটোরে ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দড়ির, ২. খেজুর গাছ কাটার দা, ৩. ভাঁড়, ৪. গুড় রাখার পাত্রবিশেষ ।

৩

মনা ভাইবা দ্যাখ্
তোর সাধন পথে আছে কাটা
ভালো হইলে হবে ভালোর ভালো
না হইলে বাধ্‌বে বিষুম ন্যাঠা[১] ॥
রাজদণ্ড নইয়ে হাতে
নারী দারায় রাজোফতে
প্রতিবাদে প্রলয় হয় তাতে
ঘরের আট কুঠারি নয় দরজা
মদ্যি সুরধনি গঙ্গা
তার উপরে মণিকোঠা ॥
গুণীন যারা আত্ম সেইরে
বনের সর্‌পো ন্যায় গো ধইরে
কাম্‌রারে থাক হাপ্‌নি যায় মইরে
ও তার বিষেতে অমৃত আছে রে
রসিক হংস ন্যায় গো বেইছে
অনুরাগের বাতি জ্বেইলে
প্রকাশ পায় তার রূপিত ছটা ॥
দ্বীজ চণ্ডীদাসে বলে
চাবি চালান কলে বলে
সকলার কি ভাগ্যে তাই মেলে ॥
তালার মুক[২] রইয়াছে নিম্নদিকে
সে যে চিন্তামনির ধন
কর রে যতন, অযতনে পাবে কেটা ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সাংঘাতিক জঞ্জাল, ২. মুখ ।

৪

যাস্ না কেউ ঢাকারি শহরে
যাস্ না কেউ ঢাকারি শহরে ।
গেইলে ঢাকার জেলা ঘইট্‌বে[১] জ্বালা
যাক্ মানুষ ব্রহ্মাদির মন যায়রে ঘুরে॥
যাস্ না কেউ ঢাকারি শহরে
যাস্ না কেউ ঢাকারি শহরে ।
ঢাকায় মা ঢাকেশ্বরি
অসি হাতে দিগম্বরি
নিতিছে নর বলি প্রতি মাসে মাসে॥
আর রুধিরো[২] ধারাতে মা তোর
মুন্দির[৩] যায় গো ভেইসে
ও তার উপরে কিলার টালারে
ভিজা রুধি যায় বাহিরে॥
যাস্ না কেউ ঢাকারি শহরে
যাস্ না কেউ ঢাকারি শহরে ।
মুন্দিরির চূড়ার পরে
পরম হংস বিরাজ করে
আছে দুইটি তালা তার একটি তালা ঘোরে॥
ও তার দুটো দুর্ম্মুজ বসাইছে তার
মাঝ খানের উপরে
ও গোঁসাই চণ্ডী বুলে তাই হেরিলে
ছোয়া মাত্র ওডায় যায় ঘুরে॥
যাস্ না কেউ ঢাকারি শহরে
যাস্ না কেউ ঢাকারি শহরে ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ঘটবে, ২. রোথ করা, ৩. মন্দির, উপাসনালয় ।

৫

প্রেমবইসি[১] পেইতাছি আজ জলে
তল্লা বাঁশের আগা কেইটে ফেলাইছি নীরে ।
ছয় গুণ সুতা নয় গুণ করি
পাকাইলাম বড়শির দরি (মরি হায় রে)
তাতে রাধা নামের সাধা সুতারে
বড়শি দমে দমে বলে॥
প্রেমবইসি পেইতাছি আজ জলে ।
সবের বড়শি ধলা কালা

আমার বড়শির মুইলে কালা[২] (মরি হায় রে)
তাতে কৃষ্ণ সুধা আধার গেইথা রে
ঠোক দিবে কি আমি মোলে॥
দ্বীজ চণ্ডীদাসে বলে
বড়শি বাওয়া কল কৌশলে (মরি হায় রে)
বশি[৩] খাও বা না-খাও ঠোক দিয়া যাও রে
আমি ছিপ লইয়ে যাই কূলে
প্রেমবইসি পেইতাছি আজ জলে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. প্রেমবড়শি, ২. মূলে কাঁটা, ৩. বড়শি।

৬
গুরু ডুব্‌ল আমার মানস তরি ভাব সাগরে
আমার ব্যথার ব্যথিত আর কেহ নাই
আমায় কে তুলিবে কেশ ধরে॥
ডুব্‌ল আমার মানব তরি ভাব সাগরে।
ভাব সাগরের কুলির কিনার নাই
ভাব সাগরের মাঝে মাঝে ঘুরিয়া বেড়াই
কে আছে মোর ব্যথার ব্যথিত
আমায় কে তুলিবে কেশ ধরে॥
ডুব্‌ল আমার মানব তরি ভাব সাগরে।
ভাব সাগরের তরঙ্গ ভারি
আমার মাল্লা ছয়জন করে পলায়ন
নাই কাছি দরি
তারা ছয়জনে ছয় দিকে টানেরে
আমার তরির দফা দিচ্ছে সেরে॥
ডুব্‌ল আমার মানব তরি ভাব সাগরে।
শোন গুরু তোমাকে বলি
মাল্লা ছয়জন করে পলায়ন
নাই কাছি দরি
গুরু সিরাজ এইসে হও কাণ্ডারি
ফকির লালনকে ন্যাও উদ্ধার করে॥

৭
সব নোকে কয় লালন কি জাত্ সংসারে
শুইনেছি[১] জাতের কিরূপ দেখ্‌লাম না নয়নে
কেউ মালা তছ্‌মি জপি

তাইতেরে জাত্ ভিন্ন বলি
আমার যাওয়া কিংবা আসার কালে
জাতের চিহ্ন রয় কারে॥
সব নোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
ছুন্নৎ[২] দিলি হয় মুছলমান
নারীর জাতে কি হয় বিধান গো
বামুন চেনে পৈতা প্রমাণ
বাম্নি চেনা যায় কিসে॥
সব নোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
জগৎ বের জাতের কথা
ঝগ্ড়া করি যথা তথা রে
লালন বলে জাতের খ্যাতা ডুবাইছি সাত সাগরে॥
সব নোকে[৩] কয় লালন কি জাত সংসারে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. শুনেছি, ২. খৎনা, মুসলমানী, ৩. মানুষ, লোক।

৮
আমি একদিনও না দেখ্লাম তারে
বাড়ির কাছে আর্শি নগর
এক ঘর পড়শি বসত করে॥
আমি একদিনও না দেখ্লাম তারে।
গেরাম বেরিয়া অঘাৎ (অগাধ) পানি
নাই কিনারা নাই তরণি গো
আমার পারে যাবার আশায় ছিল
সে গাঁয় যাই কেমন করে॥
আমি একদিনও না দেখ্লাম তারে।
কি বল্ব ভাই পড়শির কথা
হারে তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাইরে
সে যে কখন থাকে শূন্যি ভারে
কখন ভাসে নীরে॥
আমি একদিনও না দেখ্লাম তারে।
পড়শি যদি আমায় ছুতো[১]
যম যাতনা সকল যাতো[২] গো
সে আর লালন এক জাগায় রয়
শুধু লক্ষ যোজন দূরে॥
আমি একদিনও না দেখ্লাম তারে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. স্পর্শ করা, ২. দূর হতো।

৯
গুরু জগত উদ্ধারো
গুরু কাঙ্গাল জানিয়া পার করো। *ধুয়া*

গুরু ও–
আকাশেতে থাকো গুরু
পাতালেতে খেলো
আমি বুঝিতে না পারি তোমার
মহিমা অপারো
আমায় কাঙ্গাল জানিয়া পার করো।

গুরু ও–
সর্প হইয়া দংশো গুরু
উঝা হইয়া ঝারো
পুরুষ অইয়া তুমি
রমণীর মন হরো রে
জগত উদ্ধারো।

গুরু ও–
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
অসারো সংসারো
সকলডে তরাইলায় গুরু
আমারে পার করো
জগত উদ্ধারো।

১০
শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধু রে
বন্ধু আদরেরো ধন
আমি তোমার তুমি আমার
জানে সর্বজন রে
শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধু রে॥

বন্ধু রে–
বহু আরাধনে বন্ধু রে
বন্ধু রে পাইয়াছি এখন
ওরে আইসো আমার হৃদমন্দি রে

করো প্রেমজ্বালা বারণ রে
শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধু রে॥

বন্ধুরে–
ভাবিয়া রাধারমণ বলে রে
বন্ধু পাইয়াছি এখোন
ওরে তোমারে লইয়া কোলে রে
ও বন্ধু হয় যেনো আমার মরণ রে
শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধু রে॥

১১
রাধার প্রেম পাথারে সাঁতার দিয়ে
কুলটা হলেন গৌরাঙ্গ
রাধার ভাবকান্তি অঙ্গ মেখে
দুই অঙ্গে হলেন এক অঙ্গ। *ধুয়া*

হায় হায়–
প্রেমময়ীর প্রেমের আশ্রয়
রসিক নাগর শ্যাম রসময়
কালিয়া জীবের ভাগ্যে হলেন উদয়
ব্রজলীলা করে সাঙ্গো
রাধার প্রেম পাথারে সাঁতার দিয়ে
কুলটা হলেন গৌরাঙ্গ।

হায় হায়–
রাধার প্রেমে হয়ে দাসী
কালাচান নবীন সন্ন্যাসী
ত্যাজ্য করে চূড়া বাঁশি
ধরেছেন কৌপিন কুরঙ্গ
রাধার প্রেম পাথারে সাঁতার দিয়ে
কুলটা হলেন গৌরাঙ্গ।

হায় হায় –
যে জন সুজন হয়
সাধু সঙ্গো সেই লয়
সঙ্গো গুণে পুণ্য সঞ্চয়
কর রে মন সাধু সঙ্গো

রাধার প্রেম পাথারে সাঁতার দিয়ে
কুলটা হলেন গৌরাঙ্গ ।

হায় হায়–
প্রেম বাজারে বিকিকিনি
হাটের রাজা রাধারানী
রঘুনাথ প্রেমধনে ধনি
রাধারমণের নাই প্রেম প্রসঙ্গা
রাধার প্রেম পাথারে সাঁতার দিয়ে
কুলটা হলেন গৌরাঙ্গ ।

১২
কতো দিনে আরে শ্যাম
আর কতো দিনে
কতো দিনে হইবে দেখা
বংশি বাঁকা ঐ বনে । *ধুয়া*

শ্যাম রে–
বংশি দেও, নয় সঙ্গে নেও
যাও নিজস্থানে
দূরে গেলে এ দাসী রে
রাখ্‌বে কি তোর মনে রে
শ্যাম আর কতো দিনে ।

শ্যাম রে–
শুইলে স্বপনে দেখি
রাত্রি নিশাকালে
নিদাগেতে দাগ লাগাইলে
কোন্ ঘোর কারণে রে
শ্যাম আর কতো দিনে ।

শ্যাম রে–
রাধারমণ বাউল বলে
শ্যাম চাঁন্দ বিহনে
ছাড়িয়া গেলায় ঐ দাসী রে
কিসের কারণে রে
শ্যাম আর কতো দিনে ।

১৩
বলো বন্ধু তুমি নি আমার
ওহে রে হৃদয় রতন
শ্রীচরণে হইতাম দাসী
মুই কামিনী অভিলাষী ।
অন্তিম কালে মনোবাঞ্ছা
করিও পূরণ রে
বন্ধু হৃদয় রতন । *ধুয়া*

বন্ধু রে–
মনের মানুষ পাইবার আশে
ডুব দিয়েছি প্রেম সায়রে
সুধা ভাবি গরল খাইছি
আমার আশা পুরলো না রে
কেবল কানু কলঙ্কিনী নাম
জগতে হইলো প্রচারণ
রে বন্ধু হৃদয় রতন ।

বন্ধু রে–
ঘরে বাদী কাল ননদি
গঞ্জনা দেয় নিরবধি
মনের মানুষ কেমনে পাশরি
ও তার গঞ্জনাতে ভয় রাখি না
নামটি লইলে ভয় নিবারণ
রে বন্ধু হৃদয় রতন ।

বন্ধু রে–
যেগি না পায় ধ্যানে
আমি সে পাবো কোন সন্ধানে
কেবল মাত্র ভরসা মনে
পতিত পাবন নাম শুনিয়াছি
কহে ভক্তিশূন্য রাধার মন
রে বন্ধু হৃদয় রতন ।

১৪
রাই গো আসবে শ্যাম কালিয়া
কুঞ্জবন সাজাও গিয়া

কেনো গো রাই কান্দিতেছো
পাগলিনী হইয়া গো রাই
আসবে শ্যাম কালিয়া। *ধুয়া*

রাই গো–
লবঙ্গো মালতি ফুল
আনো গো তুলিয়া
মনো সাধে সাজাও কুঞ্জ
সখিগণও লইয়া গো রাই
আসবে শ্যাম কালিয়া।

রাই গো–
আতর গোলাপ চুয়া চন্দন
কটরায় ভরিয়া
বন্ধু আসিলে দিবায়
ছিটাইয়া ছিটাইয়া গো রাই
আসবে শ্যাম কালিয়া।
রাই গো–
ভাইবে রাধারমণ বলে
মনেতে ভাবিয়া
নিশাকালে আসবে শ্যাম
বাঁশিটি বাজায়া গো রাই
আসবে শ্যাম কালিয়া।

১৫
সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে
বন্ধু নিবেদন করি
সোহাগে সোহাগে তোমায়
নিবেদন করি রে
সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে।

বন্ধুয়া রে–
তোমার সোহাগে বন্ধু রে
সোহাগিনী বলে
শ্যামসোহাগী নামটি আমার
গোকুলো নগরে
সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে।

বন্ধুয়া রে–
তোমার সোহাগে বন্ধু
সোহাগ মিশায়
সোহাগের অনুরাগে রে বন্ধু
একই অঙ্গ হয় ওরে
সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে।

বন্ধুয়া রে–
তোমার সোহাগে বন্ধু
সোহাগিনী হইয়া
শাশুড়ি ননদি দিলো
কুলটা বানাইয়া রে
সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে।

বন্ধুয়া রে–
ভাইবে রাধারমণ বলে
সেদিন কি আর পাবো
বনফুলে নয়ন জলে
চরণো পূজিবো রে
সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে।

১৬
শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না
মইলো গো রাই কাঞ্চাসোনা। *ধুয়া*

সই গো সই
আমি রাইয়ের বৃন্দা দূতি
তোমায় নিতে আসিয়াছি
যাবে কি না যাবে বলো না
রাধার দেইখে আইলাম দশম দশা
দেহাতে প্রাণ আছে কি না
শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না।

সই গো সই
নন্দরানি কেন্দে অন্ধ
হারাইয়ে প্রাণ গোবিন্দ
নন্দরাজা নয়ন মেলে না

ব্রজের গাভীগুলি তৃণ খায় না
ফুলেতে ভ্রমর বসে না
শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না।

সই গো সই
মথুরাতে হয়ে রাজা
কুব্জার সনে ভালবাসা
রাধার কথা কিছুই মনে নাই
রাধার মন বলে বৃন্দাবনে
কিছুই তো স্মরণ হয় না
শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না।

১৭
নাগর প্রবেশিও না
রাধার মন্দিরে
নাগর প্রবেশিও না।

নাগর হে–
সারা নিশি জাগর করি
মান করি ঘুমাইছে পিয়ারি
রাধারে জাগাইতে নাগর
আর বলিও না
নাগর প্রাণ বাঁচে না।

নাগর হে–
আমরা হইলাম পরার নারী
আমরা দুয়ার রক্ষাকারী
শ্রীরাধিকার উখুম বিনে
কবাট খুলিও না
নাগর প্রবেশিও না।

নাগর হে –
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
শ্যাম আসিয়াছে কুঞ্জের ধারে
শ্রীরাধিকা বিনে শ্যামের
প্রাণ বাঁচে না
নাগর প্রবেশিও না।

১৮
ও রাই কিসের অভিমান গো
শ্যাম আসিয়াছে কুঞ্জবনে। *ধুয়া*

রাই গো রাই –
বিরসো বদনে শ্যাম
দাঁড়ায় কুঞ্জবনে
নয়ন তুলি চাও পিয়ারি
বন্ধুয়ার পানে গো
শ্যাম প্রবেশিও না।

রাই গো রাই –
গাঁথিয়া মালতি মালা
অতিশয় যতনে
শ্যাম চাঁন্দের গলে দেও
আনন্দিতো মনে গো
শ্যাম প্রবেশিও না।

রাই গো রাই–
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
মিনতি বচনে
শ্যাম চাঁন্দে বিনয় করেন
ধরিয়া চরণে গো
শ্যাম প্রবেশিও না।

১৯
অভাগিনীর বন্ধু রে
আন্ধারী দিকেতে তুমি
যাইও না রে
বন্ধু রে–
তুমি আনধারে গেলে পরে
আমি থাকি ঘরে বারে রে
মুষল বাইয়া পড়ে জলধারা রে
অভাগিনীর বন্ধু রে।

বন্ধু রে–
যাইতে গোয়াল পাড়া
পথে যাইতে আছে কাঁটা রে

চরণে ফুটিলে পাইবা ব্যথা রে
অভাগিনীর বন্ধু রে।

বন্ধু রে—
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
বন্ধু যাউগা বেরা পাথারে
রাজপন্থে গেলে খাইবা ধরা রে
অভাগিনীর বন্ধু রে।

২০
কালো রূপ হেরিলাম গো সই
কদম্বের মূলে
ঐ রূপ বিজলি খলে
ঐ রূপ জলেরই ছলে
কালো রূপ হেরিলাম গো সই
কদম্বের মূলে। *ধুয়া*

সই গো সই
আমরা তো যাব না সই
ফিরিয়া গোকুলে
কালো মেঘে দেখি মেঘের নাথ
নামিয়াছেন গো ঐ জলে
কালো রূপ হেরিলাম গো সই।
সই গো সই
ঐ রূপ জলেরই ছলে
ঐ রূপ গহিনে খেলে
শ্যামের মাথায় মোহনচূড়া
বামে গো হিলে।

যেদিকে ফিরাই গো আঁখি
সেদিকে নয়ন ভুলে
কালো রূপ হেরিলাম গো সই।

সই গো সই
তোরা চলো সকলে
সখি যাই যমুনার জলে
দাঁড়াইয়ে রইয়াছে শ্যাম

ত্রিভঙ্গ হইয়ে
শ্যামের লাগি মুই অভাগী
প্রাণ তেজিমু ঐ জলে
কালো রূপ হেরিলাম গো সই ।

সই গো সই
বাইলো রাধারমণ বলে
ঐ রূপ লাগলো নয়নে
কেমোনে রহিমু ঘরে
শ্যাম চাঁন্দ বিনে
মনে লয় রূপ মালা গাঁথি
রাখি আপন গলে
কালো রূপ হেরিলাম গো সই ।

২১
কোন বনে বাজিলো শ্যামের বাঁশি গো
উদাসিনী কৈলো গো মোরে
শ্যাম নিরূপম বংশি ভূজঙ্গ
অবলা বধিবার তরে । *ধুয়া*

সখি গো–
যারে দংশে কালো ফণী
নাই মানে উঝা গুণী গো
এগো অবলার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে
কোন বনে বাজিলো শ্যামের বাঁশি গো ।

সখি গো–
অগাধ সমুদ্রে মীন
নাহি দুক্ষ বেদন
আনন্দে বিহার করে
কালিয়া চিত্ত রে
বংশি বেড়াজালে
ডাঙ্গায় তুলিয়া মারে
কোন বনে বাজিলো শ্যামের বাঁশি গো ।

সখি গো–
বাঁশি জানে কি মোহিনী

হরিয়া নেয় গো প্রাণি
মন প্রাণি আজি কি করে
চলো চলো সব সখি
বনে যাইয়া শ্যাম দেখি
কহে রাধারমণ কাতরে
কোন বনে বাজিলো শ্যামের বাঁশি গো।

২২
আমার মরণকালে
কর্ণ শুনাইত কৃষ্ণ নাম
ললিতে গো
কর্ণ শুনাইও কৃষ্ণ নাম। ধুয়া

ললিতে গো–
হাতে বাঁশি মোহন চূড়া
কটিতটে পীতো ধরা
মনো চোরা হয় শ্যামরায়
গো ললিতে
কর্ণ শুনাইত কৃষ্ণ নাম।

ললিতে গো–
হায় কৃষ্ণ হায় কৃষ্ণ বলে
প্রাণ যায় আমার দেহ ছেড়ে
আমার মরণকালে দেখাইও শ্যাম
গো ললিতে
কর্ণ শুনাইত কৃষ্ণ নাম।

ললিতে গো–
যমুনার কিনারে নিয়ে
গঙ্গাজল মৃত্তিকা দিয়ে
আমার অঙ্গে লিখিও কৃষ্ণ নাম
গো লগিতে
কর্ণ শুনাইত কৃষ্ণ নাম।

ললিতে গো–
ভাইবে রাধারমণ বলে
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে

আমি পরকালে পাই যেনো কৃষ্ণ নাম
গো ললিতে
কর্ণ শুনাইত কৃষ্ণ নাম ।

২৩
মনচোরা তুই হরি
আছো সদায় আমার সনে
দিশা পাই না কেম্‌নে ধরি
মনচোরা তুই হরি । *ধুয়া*

হরি হে–
তোমার চিন্তায় বিয়াকুল আমি
সদাই তোমায় চিন্তি
তবু দেখা পাই না তোমার
উপায় কি করি
মনচোরা তুই হরি ।

হরি হে–
বেভুল হয়ে তোমায় দেখি
মনে খুশি হইয়া
বেভুলে হাতদি ধরি
হুঁশে দেখি খালি
মনচোরা তুই হরি ।

হরি হে–
নিশিযোগে পড়ি যবে
কালো ঘুমের ঘোরে
তখন দেখি কাছে আমার
করো তুমি ঘুরাঘুরি
মনচোরা তুই হরি ।

হরি হে–
এমনি ভাবে দিন রজনি
করো লুকোচুরি
ধরতে গেলে দেও না ধরা
দূরেতে যাও সরি
মনচোরা তুই হরি ।

হরি হে–
কাছে আসো দূরে সরো
কতো ভংগি ধরি
আমি তোমার প্রেমের মরা
প্রেমাগুনে জ্বলিয়া মরি
মনচোরা তুই হরি ।

হরি হে–
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
উপায় সখি কি করি
দিন রজনি ঝুরিয়া ঝুরিয়া
না পাইলাম দয়াল হরি
মনচোরা তুই হরি ।

২৪
সখি শুন গো ললিতে
পরান আমার উচাটন গো
কালার বাঁশির সুরেতে । *ধুয়া*

সখি গো
গহিন বনে বাজায় বাঁশি
আমি তখন ঘরেতে
ঘরের কামে মন বসে না
কালার বাঁশির সুরেতে
গো ললিতে পরান আমার উচাটন ।

সখি গো
এমন সুরে বাজায় বাঁশি
আঙ্গুল দিয়া বিন্দেতে
রাধা বলি আকূল করে
কালার বাঁশির সুরেতে
গো ললিতে পরান আমার উচাটন ।

সখি গো
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
তরি সখি কোন কলে
ঘরের মন বাইরে গেছে

কালা বাঁশির সুরেতে
গো ললিতে পরান আমার উচাটন ।

২৫
সখি উপায় কি করি
প্রেম বিরহে অঙ্গ জ্বলে
আর কতো বা ধৈর্য ধরি । *ধুয়া*

সখি গো–
হাসিমুখে প্রেম সুধা
খাইলাম গেলাস ভরি
না জানিতাম এত জ্বালা
সুধার মাঝে আছে করি
সখি উপায় কি করি ।

সখি গো–
সুধায় যে গরলের কার্য
আগে কেমনে আন্দাজ করি
হাসিমুখে খাইয়া এখন
যন্ত্রণা হইয়াছে ভারী
সখি উপায় কি করি ।

সখি গো–
কি হইয়াছে ওগো বধূ
জিগায় ননদ শাশুড়ি
কি কই আর কই না কেম্‌নে
যন্ত্রণা অসহ্য ভারী
সখি উপায় কি করি ।

সখি গো–
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
না বাঁচি না মরি
সুখোর লাগি দুখ বাড়াইলাম
এখন উপায় কি করি
সখি উপায় কি করি ।

২৬
সজনি সই বল গো তোরা
কই গেলে কোথায় পাই
প্রাণবন্ধু মনোচোরা
সজনি সই বল্ গো তোরা। *ধুয়া*

সই গো সই–
না জানি সে লোকটি কেমন
কেমন তার স্বভাব ধারা
প্রেম শিখাইয়া কুলবধূ
ঘর হইতে বাহির করা
সজনি সই বল গো তোরা।

সই গো সই–
বাঁশিটি বাজাইয়া বন্ধে
করি পাগলপারা
মজাইয়া কুলবধূ
সরিয়া যাওয়া কেমন ধারা
সজনি সই বল্ গো তোরা।

সই গো সই–
নিয়ায় বিচারে অইবা দোষি
কুল মজালি কেমন ধারা
আংখি ঠারে ভুলাইয়া
ঘরের বধূ বাইরে আনা
সজনি সই বল্ গো তোরা।

সই গো সই–
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
উপায় গো সই কি করা
কই গেলে বন্ধু রে পাই
অসহ্য নন্দের 'লারা ঝারা'
সজনি সই বল্ গো তোরা।

২৭
শ্যাম বন্ধুয়া ও
দেখা দেও অধম জানিয়া

আমি খাপ ধরি বসিয়া আছি
পন্থপানে চাইয়া। *ধুয়া*

বন্ধুয়া ও–
সাধন ভজন জানি না আমি
আছি বোকা হইয়া
তুমি আসি করবায় দয়া
এই ভরসা লইয়া
শ্যাম বন্ধু ও।

বন্ধুয়া ও–
আইজ আইবায় কাইল আইবায়
মনেতে করিয়া
দঢ়োভাবে আছি আমি
ভরসা করিয়া
শ্যাম বন্ধু ও।

বন্ধুয়া ও–
তুমি যদি নাই আসো
অপার দয়া করিয়া
আমার মত ঘোর পাপীরে
কে নিবো তরাইয়া
শ্যাম বন্ধু ও।

বন্ধুয়া ও–
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
বন্ধু বিনোদিয়া
দয়া ধরি আইসো বন্ধু
অধম জানিয়া
শ্যাম বন্ধু ও।

২৮
দয়াল শ্যাম রে আমার
তুমি দয়া না করিলে
আর ভরসা কার॥ *ধুয়া*

দয়াল রে–
পাপীতাপী জনে শ্যাম

তুমি দয়া করো
রে শ্যাম তুমি দয়া করো
তোমার দয়ার ভরসা করে
সয়াল সংসার রে
দয়াল শ্যাম রে আমার ।

দয়াল রে–
তারে কিবা দয়ার আছে
পুণ্যির ভরা যার
রে শ্যাম পুণ্যির ভরা যার
পাপী জনে চায় না দয়া
পাইতে উদ্ধার রে
দয়াল শ্যাম রে আমার ।

দয়াল রে–
পাপীরে করিলে দয়া
দয়াল নামটি সার রে
দয়াল নামটি সার
তা না হইলে দয়াল বলে
কে বলিবে আর রে
দয়াল শ্যাম রে আমার ।

দয়াল রে–
দয়াল রে দয়াল বলে
সয়াল সংসার রে বন্ধু
সয়াল সংসার
দয়ালের না থাকলে দয়া
দয়াল নাম অসার রে
দয়াল শ্যাম রে আমার ।

দয়াল রে–
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
দয়াল শ্যাম রে আমার
রে দয়াল শ্যাম রে আমার
তুমি চাও না মোরে
আর ভরসা করে রে
দয়াল শ্যাম রে আমার ।

২৯
পিরিতে করিলো কলঙ্কিনী
গো সজনি সই
পিরিতে করিল কলঙ্কিনী
আমি ঘরের বধূ বারে আইলাম
সারমর্ম না জানি । *ধুয়া*

সজনি সই
ঘরে বধূ যারে আনলো
দিয়া প্রলোভনি
পিরিতে এমন কলঙ্ক গো
সজনি সই
আগে তো না জানি
গো সই পিরিতে করিল কলঙ্কিনী ।

সজনি সই
ঘরের বাইর করিয়া মোরে
ঠগায় গুণমণি
ঘরে ছাড়াইয়া যারে আনি গো
সজনি সই
কইলো বিভাগিনী
গো সই পিরিতে করিল কলঙ্কিনী ।

সজনি সই
কুল ছাড়িলু আংখি ঠারে
প্রেম বিলাইবো জানি
প্রেম দিল না কুল ছাড়াইলো গো
সজনি সই
কইলো কলঙ্কিনী
গো সই পিরিতে করিল কলঙ্কিনী ।

সজনি সই
এমন করিবো মোরে
আগে তো না জানি
মান ছাড়াইয়া পলাই গেলো গো
সজনি সই

আমায় করিয়া অপমানি
গো সই পিরিতে করিল কলঙ্কিনী ।

সজনি সই
এখন আমি কোথায় যাই
নিলয়ও না জানি
আগে না জানিলাম অতো গো
সজনি সই
করবো বিনোবানী
গো সই পিরিতে করিল কলঙ্কিনী ।

সজনি সই
আগে যদি জানিতাম
ঘঠাইবো লাব্‌জানি
আমি তো না বাইরে আইতাম গো
সজনি সই
দেখিয়া ঠাওরানী
গো সই পিরিতে করিল কলঙ্কিনী ।

সজনি সই
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
অইলাম কলঙ্কিনী
ঘরে বাইরে ঠাঁই নাই গো
সজনি সই
গঞ্জে ননোদিনী
গো সই পিরিতে করিল কলঙ্কিনী ।

৩০
ও শ্যাম কালিয়া
আর আমারে জ্বালাইও না
বাঁশিটি বাজাইয়া । *ধুয়া*

শ্যাম রে–
তুমি যখন বাজাও বাঁশি
কদমতলে বইয়া
প্রাণ আমার উচাটন করে
কর্ণে সুর প্রবেশিয়া
ও শ্যাম কালিয়া আর আমারে জ্বালাইও না ।

শ্যাম রে–
হাতের কাম ঝরিয়া পড়ে
বাঁশির সুর শুনিয়া
নিকামা দেখি নন্দে কয়
কি শুনো দাঁড়াইয়া
ও শ্যাম কালিয়া আর আমারে জ্বালাইও না।

শ্যাম রে–
কি বলি তখন আমি
না পাই তুকাইয়া
তখন নন্দে গালি দেয়
মা বাপ তুলিয়া
ও শ্যাম কালিয়া আর আমারে জ্বালাইও না।

শ্যাম রে–
নন্দের গালি শুনিয়া না শুনি
থাকি নীরব হইয়া
বাঁশির সুরে নন্দের গালি
যায়গি তলাইয়া
ও শ্যাম কালিয়া আর আমারে জ্বালাইও না।

শ্যাম রে–
ভাবে বুঝে নন্দে আমার
কয় কথা ঘুরাইয়া
'লাঙ্গের টান' টানো বুঝি
'হাইর' ভাত খাইয়া
ও শ্যাম কালিয়া আর আমারে জ্বালাইও না।

শ্যাম রে–
তে কেনে যাওনা চলি
লাঙ্গো লগ ধারিয়া
ডাটা অইয়া উবাই কি লাভ
হাইর কাম পালাইয়া
ও শ্যাম কালিয়া আর আমারে জ্বালাইও না।

শ্যাম রে–
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
শ্যাম রে কালিয়া

আর দিও না জ্বালা মোরে
'রাধা' সুর বাজাইয়া
ও শ্যাম কালিয়া আর আমারে জ্বালাইও না ।

৩১
উপায় কি করি গো সই
উপায় কি করি
শ্যাম বন্ধুর বাঁশির জ্বালায়
জীবন থাকিতে মরি গো
সই উপায় কি করি । *ধুয়া*

সই গো সই
কদম তলে দাঁড়াই বন্ধে
বাজায় গো মুরালি
ঘরে আমি কুলবধূ
মন প্রাণ নেয় হরি গো সই
উপায় কি করি গো সই ।

সই গো সই
মন প্রাণ হরি নিতে
হাতের কাম যায় ঝরি
এরে দেখি গালি দেয়
ননদি শাশুড়ি গো সই
উপায় কি করি গো সই ।

সই গো সই
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
উপায় কি করি
ঘরে বাদী ননোন হড়ি
বাইরে মুরারি গো সই
উপায় কি করি গো সই ।

৩২
খাইয়া গরল বিষ
তেজিমু পরান রে বন্ধু
কইলে অপমান
খাইয়া গরলো বিষ
তেজিমু পরান । *ধুয়া*

বন্ধু রে–
যার যির মতে বন্ধু
থাকে এক এক মান
ঘরের বাইর করি তুই
কইলে অপমান রে বন্ধু
কইলে অপমান
খাইয়া গরল বিষ তেজিমু পরান।

বন্ধু রে–
পরান আকুলি সুরে
বাঁশির দিলে শান
সেই সুর কর্ণে প্রবেশি
আকুল কইলো প্রাণ রে বন্ধু
কইলে অপমান
খাইয়া গরল বিষ তেজিমু পরান।

বন্ধু রে–
পরান আকুল করতে
ছাড়িয়া শান মান
রাধারমণ কুল ছাড়িয়া
অইলা অপমান রে বন্ধু
কইলে অপমান
খাইয়া গরল বিষ তেজিমু পরান।

৩৩
সন্ধ্যা কালে বাজাও বাঁশি
আর কি সময় নাই রে
কালিয়ার সোনা
গৃহকর্ম রাখি বাঁশি
শুনতে পারি না। *ধুয়া*

ওবা কালিয়ার সোনা
অসময়ে বাজাও বাঁশি
দিনের শেষের কার্য্যের ফাঁকে
শুনতে পারি না রে বন্ধু
কালিয়ার সোনা
সন্ধ্যা কালে বাজাও বাঁশি
আর কি সময় নাই রে।

ওবা কালিয়ার সোনা
শুনতে না পারি বাঁশি
কাজেতে মন বসে না।
শাশুড়ি ননদি ঘুরায়
দেখিয়া আনমনা রে বন্ধু
কালিয়ার সোনা
সন্ধ্যা কালে বাজাও বাঁশি
আর কি সময় নাই রে।

ওবা কালিয়ার সোনা
বাউল রাধারমণ বলে
করি রে বন্ধু মানা
অসময়ে বাঁশি বাজাই
দ্বিগুণ জ্বালা জ্বালিও না রে বন্ধু
কালিয়ার সোনা অসময়ে।

৩৪
ওবা রসিক কালা চাঁন
কি জন্যেতে 'রাধা' বলি
বাঁশিতে দেও শান। *ধুয়া*

রসিক ও–
বাঁশির সুরে কুলবধূর
আকুল অয় পরান
কাজ ফেলিয়া বাঁশি শুনতে
পাতিয়া থাকি কান বা বন্ধু
রসিক কালাচাঁন কি জন্যেতে রাধা বলি
বাঁশিতে দেও শান।

রসিক ও–
কান পাতিয়া থাকিতে বন্ধু
সময়ে পড়ে টান
কাজ সারিতে দেরি হইলে
শাশুড়ির বাক্যবাণ রে বন্ধু
রসিক কালা চাঁন কি জন্যেতে রাধা বলি
বাঁশিতে দেও শান।

রসিক ও—
সেজন্য করিরে মানা
বন্ধু কালাচাঁন
'রাধা' বলি তান ধরিয়া
করিও না অপমান রে বন্ধু
রসিক কালা চাঁন কি জন্যেতে রাধা বলি
বাঁশিতে দেও শান।

রসিক ও—
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
রসিক কালাচাঁন
'রাধা' বলি বাঁশির মাঝে
আর দিও না শান রে বন্ধু
রসিক কালা চাঁন কি জন্যেতে রাধা বলি
বাঁশিতে দেও শান।

সারিগান

সারিগান

১

বসন্তের কুকিল রে তুই আর ডাকিস না
তমাল বনে।
আমি অধবা[১] অবলা নারী
ধৈর্য ধরি ক্যামনে॥
জাতি যৈবন দিলাম যারে
সে না একবার ভাবে মোরে
ও আমি কি যাতনা সহি প্রাণে প্রহরে প্রহরে॥
বসন্তের কুকিল রে তুই আর ডাকিস না।
তমাল বনে।
ভিজা কাষ্ঠ দিয়ানলে[২]
ও কান্দি বইসা ধুয়ার ছলে
ও আমি হারাইলাম কমলাখি
কমলাখির বিহনে॥
বসন্তের কুকিল রে তুই আর ডাকিস না
তমাল বনে।
আনিয়ে টগর মালতি
ও মল্লিকা চম্পক যুতি[৩]
আমি সাজাইব প্রাণ বন্ধু রে
চাইয়া থাকি পথোপানে॥
বসন্তের কুকিল রে তুই আর ডাকিস না
তমাল বনে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. অধম, ২. আগুনে দিয়ে, ৩. যূথিকা ফুল।

২

সখিরে প্রাণো সখিরে
ওরে সখি আমার বসন্তকালে দুর্গতি
ও কান্দে সতী দেবারাতি
গেইলে প্রাণপতি
বইলে[১] প্রাণোপতি
হৃদয় জলে বিচ্ছাদ বাতি
আমার সুখের সোমা[২] সুখ না হল

ও কমল ভরা মধু রইল
সোনার অঙ্গ আমার দগ্ধ হইল
পতি বিহনে॥
সখিরে প্রাণো সখিরে
ওরে সখী ও প্রেম কইরাছ রে ছেরো নারে[৩]
ও না করছ প্রেম কইরো নারে
প্রেমের বরো[৪] জ্বালা
সোনার অঙ্গ হইল কালা ।
আমার কালা চান্দের প্রেমো চিন্তে
তাতে নারে গেলো চিত্তে
মনো চিন্তে হইল চিন্তা জ্বরা
হায় কি হইল রে ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বলে, ২. সময়, ৩. ছেড়ো না রে, ৪. বড় ।

৩
নিশি পেরভাত[১] কালে সখী কেইন্দে বলে
প্রাণের নিমাই আয়রে কোলে ।
তোমরা জাগরে সব নইদে বাসী
দুখের নিশি পেরভাতো সকালে ।
নিশি পেরভাত কালে
ও হইল কন্টকপুরির এক আওতি
ও ডাকাতি করলেন ভাইতি
ও আমার নিমাই হইল ব্রজের পথিক
এই কি লেখা[২] ছিলরে কপালে॥
নিশি পেরভাত কালে সখী কেইন্দে বলে
প্রাণের নিমাই আয়রে কোলে ।
ও আমার নিমাই চান্দ নদীয়ার সখী
ও গ্রাসিল রাহুতি আসি
ও তোমরা জাগরে সব নইদে বাসী
আমি মরিলাম অকালে॥
নিশি পেরভাত কালে সখী কেইন্দে বলে
প্রাণের নিমাই আয়রে কোলে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. প্রভাত, ২. লেখা ।

৪
ও জীবন কানাই রে
ও তোর গোষ্টের বেলা হইল রে

তোরে না দেখিলে পরানো বেদোরে[১] ।
ও ভাই কানাই তুই যাবি গহন বনে
কান্ধে কইরে নিবো তোরে
তোরে বসাইব নিকুঞ্জ বনে॥
ও ভাই কানাই রে
ও জীবন কানাই রে ।
ও তোর গোষ্টের বেলা হইল রে
তোরে না দেখিলে পরানো বেদোরে ।
কানাই তুই না যাবি গহন বনে
ও কেবা চাবে রাধার পানে ।
ও রইলি ঘুমাইয়ে মায়ের কোলে॥
ও ভাই কানাই রে
ও জীবন কানাই রে ।
ও তোর গোষ্টের বেলা হইল রে
তোরে না দেখিলে পরানো বেদোরে ।
ও ভাই কানাই ডাক্‌তাছে রাখালগণে
চল যাই সবে গোচারণে
তোরে বলাই দাদা ডাকে সিঙ্গার স্বরে॥
ও ভাই কানাই রে
ও জীবন কানাই রে ।
ও তোর গোষ্টের বেলা হইল রে
তোরে না দেখিলে পরানো বেদোরে ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বিদীর্ণ হয়ে যায় ।

৫

ও বিন্দে বল্, বিন্দে বল্, বল্ বিচ্ছাদের জ্বালা
ও আমি এবার মইলে মেইয়ে হব
ও মান করিয়ে বইসে রব
ও আমি গুমানে না কথা কব
ও পায়ে ধরাব কালা॥
ও বিন্দে বল্, বিন্দে বল্, বল্ বিচ্ছাদের জ্বালা ।
ও সইরে তোমরা সখি রসে ভরা
ও প্রেমো রসে গিল্‌টি[১] করা
ও ঐ রূপ ধর্‌তে গ্যালে যায় না ধরা
যেমন নয়নের তারা॥
ও বিন্দে বল্, বিন্দে বল্, বল্ বিচ্ছাদের জ্বালা ।

ও কালার রূপি নয়ন দিয়ে
ও আমার ফেইটা যায় রে[২] পোরাইয়ে
ও আমি ঘরে থাকি কিবা নিয়ে
পাগল করল বাঁশিয়ালা॥
ও বিন্দে বল্, বিন্দে বল্, বল্ বিচ্ছাদের জ্বালা।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. প্রলেপ দেয়া, ২. ফেটে যায় বা বিদীর্ণ হয়।

৬
বিন্দে গো শাম তো কুঞ্জে এলো না
বিন্দে গো।
ও আমি সারা নিশি রইলাম বইসে
শামের বাঁশি শুন্‌লেম না॥
বিন্দে গো শাম তো কুঞ্জে এলো না
বিন্দে গো।
ও ফুল তুলিলাম নানান জাতি
ও গন্ধরাজ ফুল আর মালতি
ও শামের গলে দিব ফুলের মালা
ছিল মনের বাসনা॥
বিন্দে গো শাম তো কুঞ্জে এলো না
বিন্দে গো।
ও তারে কুন্ যুবতী পেইয়ে পথে
ও ধইরে নিল আমার প্রাণোনাথে
ও কৃষ্ণ এলো না নিশি থাক্‌তে
প্রাণে ধৈর্য মানে না॥
বিন্দে গো শাম তো কুঞ্জে এলো না
বিন্দে গো।

৭
সারি গানের ধুয়া

ওরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে[১]
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে[২]।
হে হে।
হে কুটলা উঠিয়া বলে যশোদারি ঠাঁই
(আরো) তোরো ছেইলা জন্মিয়াছে দুরন্ত কানাই।

ওগো, ও হো–
তরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
একটু শাসন করিস ধইরা মারিস
বেইন্দে রাইখিস বারি[৩]
ধর্‌তে পার্‌লে রক্ষা নাই হাড় করিব গুরিগো[৪]
ও হো–
তরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
হে ছেইলেকি[৫] ভারি খারাপ বাপ্‌রে বাপ্
ক্যাম্‌নে ঘরে যায়
ছিকার উপর ননীর হারি[৬] সে
চাপ্ চুপোইয়া খায় গো
ও হো-
তরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
(হে) ভাবে যে কেউ জানে না কি যন্ত্রণা
উড়ে[৭] বেহান বেলা
স্বর্ণ বর্ণ দেখায় বো'র[৮] মুকখান বরো কালা গো
ও হো–
তরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
দুঃখে আর প্রাণ বাঁচে না কি যন্ত্রণা
কবো কারো কাছে
তোরো ছেইলের মত ছেইলে
হ্যামোন[৯] কোথায় আছে গো
ও হো–
তরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো

তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
আমাগে[১০] বারির ধারে গায়েন করে
রাধা রাধা কয়
শুইনে রান্নাঘরে সোনা বৌ কান্না জুরে নয়[১১] গো
ও হো–
তরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
কলসি কাঁহে[১২] বউ যহনে[১৩]
জল আনিতে যায়
তোরে ছেইলের হ্যাতো[১৪] ফন্দি
বোঝা বিষুম[১৫] দায় গো
ও হো–
তরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
রাস্তার ফাশে[১৬] কাচ্‌লা ঘাসে
গিরা দিয়া রাইহে[১৭]
ভরা কলস নোইয়ে বৌ
পরে আছার খাইয়ে গো
ও হো–
তরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
তোর ছেইলে হেঁইসে মরে কবো কারে
নিত্যি কলস ভাঙ্গে
কত গুরি গুরি কয় কথা[১৮]
সোনা বোর সনে গো
ও হো–
তরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।

আমরা কত শুনি কুল কামিনী
যাই যমুনার জলে
বসন চুরি কইরা রাহে
কদম্বেরি ডালে গো ও হো।
ওরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
ছি ছি নজ্জায় মরি ব্রজপুরি
কত ছেইলে আছে
তোর ছেইলের মত ছেইলে
কার কবে জন্মেছে গো।
ও হো—
ওরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে।
হে হে।
চালাকের গুরু গোঁসাই তোর কানাই
কুন্‌বা দেশে ছিল
ঐ ছেইলেডি ধর্‌ব বইলে হ্যালেফ্যালে[১৯]
কত জনম গেলো গো
ও হো—
ওরে কালা নন্দ ঘোষের বোম্বাটে
গুপীগণের মন ভুলালো
তল্লা বাঁশের পাক কেইটে
হে হে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দুষ্টু, ২. গিঁট কেটে, ৩. বাড়ি, ৪ গুঁড়ো, ৫. ছেলে, ৬. হাঁড়ি, ৭. উঠে, ৮. বৌয়ের, ৯. এমন, ১০. আমাদের, ১১. কান্নাকাটি করে, ১২. কাঁখে, কোমরে, ১৩. যখন, ১৪. এত, ১৫. সাংঘাতিক, ১৬. পাশে, ১৭. রাখে, ১৮. চুপি চুপি কথা বলে, ১৯. অবহেলায়।

৮

সারি গানের ধুয়া

ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপোসী গো
ও-হো—
নিয়ে দধির পাসর যমুনা পার
এলো ব্রজাঙ্গনা।
মনে ভাবি কেমন করি

পার হব যমুনা গো
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপোসী গো
ও-হো—
ঘাটেতে খ্যাওয়া নাই[১] ক্যাম্‌নে যাই
যমুনার বাজারে।
আরো দধি মাখন বেইছে[২] কখন
ফিরে আসব ঘরে গো ও-হো।
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপোসী গো।
ও-হো—
উপায় কি করি নন্দের হরি
জানিলেন অন্তরে
ভাঙ্গা একখান তরি নোইয়ে
এলো যমুনার ভিতরে গো।
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপসী গো।
ও-হো—
ডেইকে কয় গোপের ঝি ওহে মাঝি
পার করিয়ে দাও
আর জন্ পা'চ্ছয় পার হইব
পয়সা কত চাও গো।
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপসী গো।
ও-হো—
তোমার নামটি বল বেলা গেলো
বিলম্ব না সয়
গুপীগণের কথা শুইনে কষ্ট মনে
নন্দের হরি কয় গো
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে

কান্দে রাই রূপসী গো।
ও-হো—
নামটি আমার কানাই মাঝি পার হও যদি
লইব শোল আনা
এক পয়সা কম থাক্‌তে পার
করব না যমুনা গো।
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপসী গো
ও-হো ও-হো—
গুপীগণ বলে হায় ভাঙ্গা নায়
হ্যাতো পয়সা চায়
ওপার যাতি পার্‌লি হয়
উডাও[৩] দেহি নায় গো।
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপোসী গো
ও-হো—
গুপীগণ নায় ওঠে ধরে বইঠে
করিল গমন
আর মাচ্‌খানেতে[৪] যাইয়া হরি
ভাবে মনে মনে গো।
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপসী গো
ও-হো—
এট্টু[৫] আনন্দ করি নন্দের হরি
নাও করিল আর্‌[৬]
তুফানের জল উঠ্‌তি নাগ্‌ল
ছেইরে দিল দার্‌ গো ও-হো
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপসী গো।
ও-হো—
গুপীগণ বলে মাঝি দিয়ে ফাঁকি
উঠানে কানে নায়

মাঝিগিরি কর্‌তি জান না
এতো বিষুম দায় গো ।
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাই ও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপসী গো ।
ও-হো—
মাঝি কয় আছে জানা পারিত না
আমার ভাঙ্গা তরি
তোদের যৌবনে যমুনা নদীর
বেগ হইয়াছে ভারি গো ।
ও-হো—
দেইখে তোর রূপের কানাল[৭] একি জঞ্জাল
পারি না ত্বরিতে
আশার মেগ্ ছেইরে দিয়ে
নেশার মেঘ ধরিছে গো ।
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাইও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপসী গো ।
ও-হো—
তরি আর বাচে কিনা কি যন্ত্রণা
করি কি উপায়
তোদের মাল গুরুতে মাস্তল দিয়ে
বাদাম টান্‌তে হয় গো
ও হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাই ও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপসী গো ।
ও-হো—
নইলে এ ফারি[৮] তারাতারি
উঠিবে না আর
রসিক কয় দয়াল হরি আমি ভারি
পাতকী সংসার গো ।
ও-হো—
ওরে কালা আর বাঁশি বাজাই ও না
রান্নাঘরে ধূমার স্বরে
কান্দে রাই রূপসী গো ।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. খেয়া নেই, ২. বিক্রি করে, ৩. উঠাও, ৪. মধ্যখানে, ৫. একটু, ৬. আড়াআড়ি, ৭. নদী ।

সায়ার গান

সায়ার গান

১

হারে দয়াল শোন্ রে
তুই ছাড়া আর বন্ধু নাই ভবে
বন্ধু নাই বান্ধপো[১] নাই ওরে
দয়াল শোন্—
আমি আর ডাকিব কারে রে॥
দয়াল শোন্ রে—
হারে তুই ছাড়া আর বন্ধু নাই ভবে।

তোর অধম বালকে ডাকে রে
দয়াল শোন্—
তুই একবার চাও ফিরিয়া রে॥
দয়াল শোন্ রে—
হারে তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

যেখানে সেখানে থাকো রে
দয়াল শোন—
এই কাঙাল পানে চাও রে॥
দয়াল শোন্ রে—
হারে তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

আমি অতি মূঢ়মতি রে
দয়াল শোন্—
তোমায় ডাকিতে না জানি রে॥
দয়াল শোন্—
তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

সাধনও না জানি আমি রে
দয়াল শোন্—
তোমার ভজনও না জানি রে॥
দয়াল শোন্ রে—
হারে তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

আমার অপরাধো ক্ষমা কর রে
দয়াল শোন্–
তোমার সন্তানো বুলিয়া রে[২]॥
দয়াল শোন্–
হারে তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

তোমার অধম জলে ভাসে রে
দয়াল শোন্–
আমায় কুল দাও নিজো গুণে রে॥
দয়াল শোন্–
তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

তুমি হে নিদানের[৩] বন্ধু রে
দয়াল শোন্–
আমি নিদানে পড়িয়া ডাকি রে
দয়াল শোন্–
তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

তুমি অধম তারণ পতিত পাবন রে
দয়াল শোন্–
ভবে আমি পতিত ভারি রে॥
দয়াল শোন্–
হারে তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

হারে পতিতো তরাতে পারো রে
দয়াল শোন্–
তাই পতিতের বন্ধু তুমি রে॥
দয়াল শোন্–
তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

তোমার নামের গুণে গহন বনে রে[৪]
দয়াল শোন্–
যোগে জঁপে যুগী ঋষি রে
দয়াল শোন্–
হারে তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

যেজন তোমার নামে মজে রে
দয়াল শোন্–
তুমি থাকো তার সাথে রে॥

দয়াল শোন্–
তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।
আমার নাই সেই ভক্তি বলো রে
দয়াল শোন্–
আমি কোন্ গুণে তোমায় পাব রে॥
দয়াল শোন্–
তুই বিনে আর বন্ধু নাই ভবে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বান্ধবও, ২. বলে, ৩. বিপদের, ৪. গভীর জঙ্গলে।

২

ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।
প্রেমের বাতাস দাও রে মোরে
আমার দেহ শীতল করি রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

তোমার প্রেমের বাতাস রে লেগে
কত ভক্তজনা তরে রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

দয়াল আমার কোথায় রইলে
আমার এই নিদানের কালে রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

তুমি তো প্রেমীকের বন্ধু
কিঞ্চিৎ প্রেম কর হে দান রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

আমি অতি মূঢ় রে মতি
না জানি প্রেমের সন্ধানে রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

তোমার সুশীতল রে প্রেমে
ক্যাবল মুগ্ধ চরাচর রে॥

ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

যার লেগেছে প্রেমের হাওয়া
ও তার অঙ্গ হয় শীতল রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

গায় দাও আমার সাধন শক্তি
দয়াল হৃদে দাও আমার বলো রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

তাপিত অঙ্গ জ্বলেয়ে গেলো
না পেয়ে প্রেমের বারি রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

তোমার প্রেমের বাতাস রে ভবে
ঐ যে পেলো রসিকজনা রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

জুড়ালো তার তাপিত রে জীবন
ক্যাবল আমি জ্বলে মরি রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

কোথা রইলে প্রেমিক বন্ধু
তুমি এসে ত্বরা করি রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

তোমার প্রেমের হাওয়ায় রে আমি
আমার এ অঙ্গ জুড়াব রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

বহুদিনের আশা রে আমার
দয়াল পুরণ কর তুমি রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

তোমার প্রেমের প্রেমিক রে হইয়ে
তোমার প্রেমের সারি গাব রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

প্রেমের সারি গেয়ে রে গেয়ে
ও তোর প্রেম বাজারে যাব রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

কত দিনে প্রেমিক হইয়ে রে
তোমার প্রেম বাজারে যাব রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

কবে এ তরি ডুবাবো আমি
তোমার প্রেমেরো সায়ারে[১] রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

শয়নে স্বপনে য্যানো
তোমার প্রেমের সারি গাইও রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

প্রেমের সারি গাইতে রে গাইতে
যেনো দেহ পতন হয়ও রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

জীয়নে মরণে রে যেনো
আমি না ভুলি তোমারে রে॥

ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

ও তোর প্রেমের হাওয়া গায় লাগায়ে
আমি যেনো মরি রে॥
ও তোর প্রেমের বাতাস
দে আমার অন্তরে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : সাগরে।

৩
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।
যেখানে সেখানে থাক রে
তুমি ডাকলে দেখা দিও রে॥
তুমি ডাক দিলে কইও রে কথা
আমার সাথে।

হাওয়ায় থাকো বাদায় রে[১] থাকো
আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

অন্তরের অন্তরযামি
হারে কি আরো বলিব আমি॥
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

মম হৃদয় থাক রে তুমি
সবার হৃদয়ও স্বামী
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

তুমি মাতা তুমি পিতা
তুমি ভগ্নি তুমি ভ্রাতা॥
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

যে তোমার ভাবনা করে
তার ভরা কি ডুবতে পারে॥
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

তুমি তো নিদানের বন্ধু
আমায় পার কর হে ভবসিন্ধু॥
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

অধম তারণ পতিত পাবন
আমায় দয়া করে দাও হে চরণ॥
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

চরণ তরি দিয়া মোরে
আমায় ত্বরাও এই দুখ্ সাগরে॥
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

যে হয় তোমার সাথের সাথী
তুমি তাইরি[২] কান্দাও দিবারাতি॥
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

যে হয় তোমার অনুগত
তুমি তাইরি কান্দাও মনের মত॥
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

যে হয় তোমার দাসের দাসো
তাইরি তুমি কর নৈরাশো[৩]॥
ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

যে হয় তোমার দাসের দাসী
তুমি তাইরি কান্দাও দিবানিশি॥

ও দীনবন্ধু রে তুমি ডাক দিলে
কইও রে কথা আমার সাথে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বনে-জঙ্গলে, ২. তাকে, ৩. হতাশ।

৪

তুই আমার নয়নের পুত্তলি[১] রে
তোরে দেখতে সাধ করে[২]
ও দেখা দিয়ে প্রাণো রাখ রে
তোরে না দেখিলে মরি রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে।

তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে
তোরো ভক্তে তোরে ডাকে রে দয়াল
দেখে যাও নয়নে রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

মইলাম মইলাম প্রাণে মইলাম রে দয়াল
তুমি দেখে যাও নয়নে রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

নয়ন কোণে দাঁড়াও এসে রে
দেখি দু'নয়ন ভরিয়া রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

ও দেখা দিয়ে প্রাণো রাখ রে দয়াল
আমার অন্তরের কালিয়া রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে।
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

দেখব তোমার রূপের ছবি রে দয়াল
আমার এই বাসনা মনে রে॥

তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।
ভুবন মোহন রূপো ধরি রে দয়াল
আসো আমার হৃদ্‌কমলে রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে।

দেখে জনম সাফল[৩] করি রে
দেখে জনম সাফল হবে রে
না দেখিলে মরি রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

তোমার মতন বান্ধপো নাইও রে
তুই বিনে বান্ধপো নাইও রে
আমি আর ডাকিব কারে রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

কোন ভক্তে রেখাছে[৪] তোমায় রে দয়াল
রাখল প্রেমডোরে বান্ধিয়া রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

দয়া কর সন্তান বইলা রে দয়াল
তোমায় ডাকি হে কাতরে রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

সাধনো না জানি আমি রে দয়াল
ভজনো না জানি রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

দয়া কর নিজ গুণে রে দয়াল
অধম সন্তানো বুলিয়া রে॥

তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

যেখানে সেখানে থাকো রে দয়াল
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

জন্মের মত আমায় করো রে দয়াল
তোর চরণের দাস রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

আমার নাইকো মাতা নাইকো পিতা দয়াল
নাই সহোদর ভাইও রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে।
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

তুই ছাড়া আর বান্ধপো আমার দয়াল
নাই ভব সংসারে রে॥
তোরে দেখতে সাধ করে
তুই আমার নয়নের পুত্তলি রে
তোরে দেখতে সাধ করে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চোখের মণি, ২. ইচ্ছা কর, ৩. সফল, ৪. রেখেছে।

৫

এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব রে এ দেশে
তুই বিনে আর বন্ধু নাইও রে দয়ালচান্দ
এ দেশে আর নাইও রে॥
এ দেশে।
এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব রে এ দেশে।

ছায়া নোতি[১] গ্যালাম আমি রে দয়ালচান্দ
বটো বৃক্ষের তলে রে
স্যাও[২] বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া গেলো রে দয়ালচান্দ
এই কপালের দোষে রে॥
এই দেশে।

এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব রে এই দেশে॥
অতিথ হইতে গ্যালাম আমি রে হরিচান্দ
ব্যথিত জনার বাড়ি রে।
স্যাও ব্যথিতে দেয় না জাগারে[৩] হরিচান্দ
পাতক দেখে ভারি রে এই দেশে।

এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব এই দেশে॥
দুঃখের সোমা[৪] যে ডাল ধরিরে হরিচান্দ
ভাঙ্গে সেইও ডালো রে এই দেশে।
এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব রে এই দেশে।

আমার মতন জনম দুইখ্যারে[৫] হরিচান্দ
নাই তোমার বাজারে রে এই দেশে।
এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব রে এই দেশে।

যেমন ডাল ছাড়িয়া পাখি ওড়ে রে হরিচান্দ
সেই রকম ছাড়িলা রে এই দেশে
এ দেশে বান্ধপো নাইও রে দয়ালচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব রে এই দেশে।
নাইকো মাতা নাইকো পিতা রে দয়ালচান্দ
নাই সহোদর ভাইও রে এই দেশে
এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব রে এই দেশে।

কে বুঝিবে মনের ব্যথা রে হরিচান্দ
এমন বান্ধপ নাইও রে এই দেশে।
এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব রে এই দেশে।
আমার মুখ দেখে দুখ্ শুধাবে রে হরিচান্দ

এমন বান্ধপ নাইও রে এই দেশে।
এ দেশে বান্ধপো নাইও রে হরিচান্দ
কার ছায়ায় দাঁড়াব রে এই দেশে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ছায়া নিতে, ২. সেটাও, ৩. জায়গা, ৪. সময়, ৫. দুঃখী।

৬

দয়াল তোমার চরণো দুখা'নি
দাঁড়াও দেখে নেই[১]।
আমি দেখে জনম সাফল করি রে
অনাথের বন্ধু রে–
দয়াল তোমার চরণো দু'খানি
দাঁড়াও দেখে নেই।

যেমন পদ্ম না পত্রের জল
দয়াল সদায় করে টলোমলো রে
আমি এরূপে ভাসিব কত কাল রে
অনাথের বন্ধু রে–
দয়াল তোমার চরণো দু'খানি
দাঁড়াও দেখে নেই।

যেমন আন্ধারিয়া পুষ্করিনির মীনো
দয়াল না চিনিলাম রাত্র-দিনো রে
আমি আর এরূপে থাকিব কতকাল রে
অনাথের বন্ধু রে–
দয়াল তোমার চরণো দু'খানি
দাঁড়াও দেখে নেই।

যেমন চাতক পক্ষী জলের আশে
উর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকে রে
আমি আর কতকাল এমনিভাবে রব রে।
অনাথের বন্ধু রে–
দয়াল তোমার চরণো দু'খানি
দাঁড়াও দেখে নেই।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দেখেনি।

দেহতত্ত্ব গান

দেহতত্ত্ব গান

১

মন সুষুম্না দ্বার খুলে দিয়ে বয়
হবে সত্ত্বগুণে শক্তির উদয়
ষটচক্র ভেদতত্ত্ব লয়॥

ষটচক্রে ষট রিপু দমন
ত্রি নাড়িতি ত্রিগুণের সাধন
এই বেল[১] তার করগে করণ
করবি যদি শমন জয়॥

গুণের জন্ম যার উদরে
সে নিদ্রিত মূলাধারে
গুণে যদি জাগায় তারে
তবে কি মা নিদ্রা যায়॥

রজঃগুণে পূরক করে
সত্ত্বগুণে কুম্ভক ধরে
তমোগুণে রেচক করে
মানুষ ধর উপর তালায়॥

চিত্ত বৃত্তি নিরোদ হলে
সুষুম্নার দ্বার যায় রে খুলে
গোঁসাই পুলিন বলে দে না খুলে
পাড়বি নে পতন বেলায়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. এই বেলা।

২

যদি রেচক পূরক কুম্ভক করবি ভাই
তবে নাড়ির কপাট খুলা মারা
শিখে নেগে আগে তাই॥

ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাতে
রেচক পূরক কুম্ভক তাতে
দেখিস যেনো এক নাড়িতে
ভাবিস নে তিন সেরে যাই॥

সূর্যের পথে চন্দ্র চলে
চন্দ্রের পথে সূর্য খ্যালে
দেখিস যেনো চন্দ্র বলে
সূর্য ধরে হোস্ না ছাই॥

সুষুম্নার উদয় অস্ত
না জানিয়ে হোস্ না ব্যস্ত
ব্যস্ত হলে ঘুচবে স্বাস্থ্য
অস্ত যাবে প্রাণ কানাই॥

সুষুম্নাকে না চিনিলে
কুম্ভক হয় না কোনো কালে
চণ্ডী বলে চিনতে হলে
চেতন গুরু ধরা চাই॥

৩
প্রাণায়াম তুই করবি কেমন করে রে
করিস মিছেমিছি রেচক পূরক
কুম্ভক হয় না রে॥

কুম্ভকের দ্বার আছে বন্ধ
মায়াতে জ্ঞানচক্ষু অন্ধ
দেখবি কি মনেতে সন্দ
মজেছিস সংসারে॥

তোর সুষুম্নায় তিন উল্টো তালা
খুলবি কেমন করে
আছে চেতন গুরুর কাছে চাবি
চিনলিনে মন তারে॥

সার করে গুরু বাক্য
প্রাণাপানে করে ওক্য[১]
পরমাত্মায় করে লক্ষ্য
প্রাণায়াম কর ধীরে॥

কুলকুণ্ডলিনী আধার ছেড়ে
উঠবে সহস্রারে।
নৈলে নাক টিপে চোক উল্টে
পড়ে কি ভেল ধরে॥

যাস্‌নে কামিনীর সনে
মরিসনে ধনে প্রাণে
প্রাণায়াম কর্‌গে নির্জনে
অজপাকে ধরে॥

গোঁসাই চণ্ডী চলে অজপাকে
ছাড়িস নে এবারে
হুঁশ রাখিস তুই নবদ্বারে
বেহুঁশে[২] জীব মরে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ঐক্য, ২. অজ্ঞান।

৪

ত্রিবেণী পার হবি আয় বেলা যায়
ওমন শুকনা নদী ত্রিবেণী
সেই ঘাটে মা কুণ্ডলিনী
নিদ্রা যায় দিন-যামিনী
ডাকলে জেগে পারে দেয়॥

শুকনা গাঙের তরঙ্গ
দেখলে জীবের হয় আতঙ্ক
দেখবি যদি সে সব রঙ্গ
হংস খেয়ায় উঠে বয়॥

নদীতি জোয়ার এলে
পার করে দেয় বাদাম তুলে
মানা লোভী কামী গেলে
পার করে না সার ভাটায়॥

ফুটেছে দ্যাখ শুকনা গাঙে
পদ্মফুল নানা রঙে
দেখতি পায় সাধু জনে
গোঁসাই পুলিন ডেকে কয়॥

৫

দম দিগে ব্রহ্মরন্ধ্র রে
যাবি যদি তুই সহস্রারে রে
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মদ্বারে অহিরূপ মহীচক্রে
নিদ্রা যায় রুদ্র উপরে॥

তুই যদি তারে জাগাস হুঙ্কারে
উঠে মা ডাকবেন তোরে রে।
ঊর্দ্ধ দিকে নিরিক করে
প্রাণ দিগে আপনের ঘরে।
যেনো না যায় বাহিরে
শেষে রেচক পূরক কুম্ভক করে
হংস ধরে রাখ ঘরে॥

আর এক কাণ্ড বলি তোরে
দোমের ঘরে তিনটি গিরে
ত্রিতারের হয় মধ্যের তারে।
যে গিরে খুলতে পারে যায় সে পারে
যমকে সে জয় করে রে॥

ত্রিবেণীতে হংস চরে
চরে যেনো উঠে না চরে
যতন করে রাখো তাহারে
গোঁসাই পুলিন বলে সাবধান রে মন
হংস কেনো যায় না সরে রে॥

৬

মাগো বলে দে আমারে
ষটচক্র ভেদ করে মা
তোর কুন[১] শক্তিকে ধরে নরে॥

আর কুন পদ্মে তোর কুন তত্ত্ব মা
কুন শক্তি বিহারে
কুন তত্ত্ব কুন গুণে ফেরে
কুন পদ্মের উপরে ফেরে
আর চন্দ্র সূর্য অগ্নি
নাড়ির মুখ আছে কুন দ্বারে॥

কুন নাড়িতে পদ্মের মালা
কুন স্থানে তার আছে গিরে

ব্রহ্মরন্ধ্র আছে মাগো।
কুন নাড়ির ভিতরে।
অনাহত শব্দের কিসের অজপা জপ কেবা করে॥

আর ভুজঙ্গি রূপ হ'লি মাগো
কেনে মূলাধারে
গোঁসাই পুলিন বলে কুন রূপে মা
থাকিস বসে সহস্রারে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কোন্, এই শব্দটি যশোরের আঞ্চলিক উচ্চারণে 'কুন' বলা হয়।

৭
দেখলাম ত্রিবেণীর শ্মশান ঘাটেতে
এক বুড়োকে জড়ায়ে ধরে
বুড়ি নিদ্রা যায় সুখেতে॥
বুড়ো থাকে অধোমুখে
বুড়ি থাকে উর্দ্ধমুখে
হা করে খায় সুধা সুখে
বুড়ি মহানন্দে মেতে॥

বুড়ি জানে যাদু বিদ্যে
দেহে দেখায় পরারাধ্যে
অন্ধ আমি হ্যামোন বিদ্যে
জন্মে দেখি নাই জগতে॥

আর দেখলাম শ্মশান ক্ষেত্রে
পীত বর্ণ চতুষ্কোণ যন্ত্রে
এক চ'শিশু আর বালিকা পোড়ে
অষ্ট শূলে বেষ্টনেতে॥

সেই চতুষ্কোণ যন্ত্রের উপরে
ত্রিকোণ আসন শোভা করে
কন্দর্প সেই আসনের পরে
জীবাত্মা লয় কোলেতে॥

৮
দেখলাম ত্রিবেণীর শ্মশান খানায়
সাড়ে তিন প্যাচ কুণ্ডলী করে
এক সাপিনী রয়েছে নিদ্রায়॥

সাপিনী হয় ত্রিনয়নী
ঊর্দ্ধমুখী করালো বদনী
সুধা খায় সে দিন যামিনী
হ্যামোন সাপ দেখিনি ধরায়॥

ধন্বন্তরী ওঝা যারা
বিষ ধরে সাপ জাগায় তারা॥
দেখলে যমের দফা সারা
শুনলে নোকে[১] অমনি ডরায়॥

ওঝার গুরু যে মহাশয়
দেখলাম তারে সাপিনীর খানায়।
কাল শমনে যারে ডরায়
সে রয়েছে বন্ধন দশায়॥

পুলিন বলে খানার মধ্যে
অগ্নি জ্বলে সোহং শব্দে
ঝলম দিচ্ছে পরারাধ্যে
সাপিনীর অঙ্গেতে সদায়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. লোক।

৯

তোর জন্যি বেড়াই ঘুরে
পাইনে ষটচক্রে প্রাণায়াম করে।
পদ্মে পদ্মে দলে দলে
মৃণালে ব্রহ্মরন্ধ্র রে।
ত্রিগুণেতে পঞ্চতত্ত্বে
পাইনে স্বরতত্ত্বে তোরে॥

ইড়া পিঙ্গলা রূদ্ধ করে
যখন যাই সুষুম্নার ঘরে।
ভাবি ধরি ধরি, ধরতে নারি
ঝলক দিয়ে পড়িস সরে॥

বিদ্যুৎ খেলিস ঊর্দ্ধে থেকে
আলো পড়ে মূলা ধারে।
তাই দেখে মা থাকি চেয়ে
খুঁজতে গেলে পাই না তোরে॥

গোর পুর বলে আসল মুদ্রা
ধ্যান ধারণা দেখালাম করে
এখন পতন বেলায় আর পারিনে
আশায় দিয়ে যাসনে সরে॥

১০
সুষুম্না দ্বার দে মা খুলে
আমি দেখি তোরে চতুর্দিলে।
তম রজঃ ইড়া পিঙ্গলায়
আর কতকাল রাখবি ফেলে।
তোর সত্ত্বগুণ সুষুম্না পথে
জ্ঞানচক্ষু দে যাই মা চলে॥

রেচক পূরক কুম্ভক বলে
গুণের কর্ম নিরোদ হলে।
দেখা দিস মা কপাট খুলে
তাই কি আমার ঘটবে ভালে॥

অনেক দিনের ইচ্ছা আছে
তোর সঙ্গে মা যাব চলে।
অধো উর্দ্ধ ভ্রমণ করে
থাকব যেথায় মনে বলে॥

গুণের বান্ধন দে মা কেটে
থাকব না আর মায়ায় ভুলে।
রসিক বলে দে মা আমার
ভূ-ভূ স্বর উর্দ্ধে তুলে॥

১১
মন যদি তুই যুগী হবি
তবে বিষ লয়ে চতুর্গুণ করে
দ্বিগুণেতে ফেলে দিবি।
ষট কর্ম করিয়ে দেহ
সদায় তুই শোধন রাখিবি।
আছে অনেক যোগের করণ
অষ্টাঙ্গ তুই সেধে নিবি॥

ব্রহ্মচর্য ঠিক রাখিয়ে
ঠিকেতে ঠিক হয়ে রবি।
করে দিনে নিশি, নিশিতে দিন
মহানন্দে কাল কাটাবি॥

চতুর্দিলে স্বয়ম্ভু পরে
যোগেশ্বরী জাগায়ে নিবি।
শেষে সুষুম্নাতে টঙ্কার দিয়ে
গিরে তিনটে খুলে দিবি॥

ব্রহ্মেতে চরিবি তখন
মহানন্দে মগ্ন হবি
অধীন বাউল বলে সে ভাব হলে
যমকে ফাঁকি দিয়ে যাবি॥

১২
ঘুম ভেঙ্গে মা চল যাই দেশে
ঘুমাস না আর বিদেশে এসে॥

পথে যেতে ভূতের ভয় মা
বেলা পোলে ঠেকব শেষে
বেলা থাকতে ওঠ মা জেগে
চল যাই চলে নিজ দেশে॥
ঘুমের ঘোরে কি বলিস মাগো
বুঝতে নারি ভাবি বসে
আবার ঊর্দ্ধমুখে কি খাস দেখি
ডাকলে ঘুম তোর এঁটে আসে॥

আঁধারে থাকিয়ে মাগো
কাল কাটালি ঘুমের বশে
ডুবলে বেলা ঘটবে জ্বালা
আধারে পাব না দিশে॥

ডাকাত বেশে আসবে শেষে
রবির নন্দন যাদবে কোশে
চণ্ডী বলে চল মা সুখে
হঙ্গের পিঠে উঠে বসে॥

১৩
শ্মশানে স্বয়ম্ভুশীরে
কেনে নিদ্রিত মা কুণ্ডলিনী
জাগ জাগ মা যোগেশ্বরী
যোগ সিদ্ধি প্রদায়িনী॥

তুমি মা হ্লাদিনী চিন্ময়ী মহারূপিনী
শ্বাসোচ্ছাসে পালে জীব ব্রহ্মরন্ধ্র বাসিনী॥

হুঁ আদি মন্ত্রে জাগো মা
শমনাগমন বারিণী।
হংস পিঠে উঠে ব্যোমে
হতো মা উর্দ্ধগামিনী॥

সাড়ে তিন প্যাচ খুলে দাঁড়াও
ও মা ব্রহ্মরূপিনী।
তত্ত্বাতীত সহস্রারে
তুমি মহাকুণ্ডলিনী॥

সহস্রারে চলো উঠে
অজপা জপকারিনী
জীবে শিবে করাও ওক্য
কৃপা কটাক্ষ দায়িনী॥

পুলিন বলে ব্রহ্মময়ী
ভর্গো জ্যোতি আকারে
গায়ত্রী রূপেতে ফের
সদা ব্রহ্মরন্ধ্র রে॥

তুমি সাকার নিরাকার
সর্বরূপ সমষ্টি সার
যার চিন্তে যে প্রকার
তারে সে রূপ দর্শিনী॥

১৪
কুণ্ডলী জাগায়ে এবার সাধন কর
করবি সাধন পাবি সে ধন
দেহ হবে দীপ্তকার॥

তোর দেহে আছে পরম রতন
খুঁজে তার করলিনে সাধন
শেষের দিন তোর আসবে যখন
তখন তুই কি করবি আর॥

দেহের মাপ তোর চারি হস্তি
চৌদ্দ পোয়ায় করলি ন্যস্ত
যে ধরেছে চারি হস্ত
শমন ভয় থাকে না তার॥

দেহের মাপ তোর দেখগে ধরে
উদয় অস্ত হয় যে ঘরে
বারো আঙ্গুল বাহিরে ফেরে
তাই ধরে দেহ মাপ কর॥

হংসের ঘরে দিলে তালা
চৌদ্দ পোয়া হয় সেই ভেলা
কানাই বলে মনরে ভোলা
হুঙ্কারে দেহ বিস্তার॥

১৫
শ্মশানে হংস ডাকিলে
ব্রহ্মরন্ধ্রে অগ্নিজ্বলে ঘুম ভেঙ্গে মা কুণ্ডলিনী
ব্যোমের পথে ঊর্দ্ধে চলে॥

সাহস করে বিষ খেয়ে মন
প্রাণ ধরে শ্মশানে গেলে
ত্রিগুণের যায় গ্রন্থি খুলে
রবি শশী পড়ে ঢোলে॥

অনাদি জ্যোতি হয় উদয়
জীবাত্মায় শিবত্ব পায়
রবি সুত ভয়ে পলায়
মায়ার বন্ধন যায় রে খুলে॥

কানাই বলে মনরে ভোলা
এ দেহে সব হংসের খেলা
হংস ধরে ভূ-ভূর্বস্ব
ভেদ করে যা সপ্ত তালা॥

কুণ্ডলী ভেদ বলিলাম তোরে
সাধন কয়গে গোপন করে
বলিস নে তুই যারে তারে
স্থান পাবি সহস্র দলে॥

১৬
রেচক পূরক বিনে কেবল কুম্ভক কয়
ত্রি ভুবনে এ জীবনে অসাধ্য থাকবে না আর॥

শ্মশানে আনন্দে যেয়ে
অজপা গায়ত্রী লয়ে
অশীতিপর জপ করিয়ে
ঈশ্বরি জাগ্রত কর
শেষে শ্মশানেতে বাজবে ঘণ্টা
আনন্দ হবে অপার॥

কুন কুন যুগী বরে
কেবল কুম্ভক ত্যাগ করে
আবার কেহ কেহ করে
যেমন ইচ্ছা হয় যাহায়
পাগোল বলে মন পাতকি
প্রহরে প্রহরে কর॥

১৭
সুক্ষ বিচার করে তবে কর্ম কর
জ্ঞান মিশ্র করিলে কর্ম
ঘুঁচবে মনের অন্ধকার॥

অজ্ঞানে লোক কুম্ভক করে
নাক টিপে চোক উল্টে পড়ে
সুদুই টিপাটিপি করে
কাজের মর্ম পায় না তার॥

ব্রহ্মরন্ধ্র রূদ্ধ আছে
নাক টিপে কি হবে সার।
টেনে বাতাস নিলি কুথায়
করলিনে তার পরিচয়।

শেষে করবি হায় হায়
এই বেলা তার বিচার কর।
আমি কি মন বলিব তোরে
চিনে শুনে গুরু ধর॥

বর্তমান কলি কালে
চতুর গুরু অনেক মেলে
এক পয়সার মাল হলে
গুরুর অভাব হয় না আর।
এই জন্যি বলিছে জ্ঞানী
বিচার পূর্বক কর্ম কর॥

আসল মুদ্রা ধোতি যত
আছে কত শত শত
নাড়ি তত্ত্বের উদয় অস্ত
বিচার করে তবে কর।
পুলিন বলে ও বোকা মন
কর্ম সর্বের মূলাধার॥

১৮
আয় মন তোরে আজব খেলা
শিখোই আয়
যে খেলা করিয়ে সবে
ভবসিন্ধু পারে যায়॥

খেলার আগে ব্রহ্মচার্য
তারপরে মন ধর ধৈর্য
তবে হবে এই অটল বীর্য
এই নিয়মে খেলতে হয়॥
রেচক পূরক কুম্ভক ধরে
পদ্মাসব বদ্ধ করে
অধর চান্দকে নেহার করে
নির্নিমেষে খেলতে বয়॥

দেখতি পাবি মূলাধারে
স্বয়ম্ভু লিঙ্গের উপরে
জ্যোতির্ময়ী বিরাজ করে
ভূজঙ্গী রূপে তথায়॥

নিদ্রিতা সে ব্রহ্মময়ী
জাগেন যদি ব্রহ্মময়ী
তবে হবি খেলায় জয়ী
থাকপে না শমনের ভয়॥

ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মদ্বারে
চতুর্দল কমলের পরে
অনলে অনিল যোগ করে
হুঙ্কার দিলে দর্শন হয়।
শক্তিরূপা কুণ্ডলিনী
ত্রিগুণ রজ্জু রূপিনী
খেলা দেখে কাল বারিণী
জাগিয়ে হবে সহায়॥

অজপা জপ বন্ধ করে
সোহং মন্ত্র স্মরণ করে
ব্রহ্মরন্ধ্রের পথ ধরে
ব্যোম জানেতে উঠে বয়॥

মহাশক্তির সঙ্গে মিশে
মহাব্যোমে খেলগে বসে
চণ্ডী বলে রঙ্গরসে
থাকিস নে দ্যাখ বেলা যায়॥

১৯

হংসকে ধরিলে সোহং প্রকাশ হয়
তুই ধরবি হংস পাবি
সোহং দেহ হবে সোহংময়॥

মহামায়া কুণ্ডলিনী
অভয়া বরদা পানি
আন্ধারে নিদ্রিতা তানি
জাগলে হংস ধরা যায়॥

গঙ্গা যমুনায় যাবি
হংস ধরে টেনে নিবি
সরস্বতীর মধ্যে দিবি
হংস যেনো না পলায়॥

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র আদি
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বিধি
শিবাদি সুর প্রভৃতি
হংস ধরে সিদ্ধ হয়॥

পুলিন বলে ও মন ভোলা
হয়েছে দেখ পতন বেলা
খেলিস নে আর ধূলি খেলা
হংস ধরে ঘরে আয়॥

২০
সহজ নয় মা'র পূজা করা
ব্রহ্মময় মা আছে নিদ্রায়
চণ্ডী মণ্ডপ কপাট মারা॥

ব্রহ্মময় না জাগিলে
কে দিবে সে কপাট খুলে
পূজার সময় বোয়ে গ্যালে
জাগবে না পরাৎপরা॥

সরস্বতী নদীর চরে
চণ্ডীমণ্ডপ তাহার পরে
গঙ্গা যমুনা দুই ধারে
এক হংস তাতে করে চরা॥

সেই হংসকে যেজন ধরে
মা বলে যে হুঙ্কার ছাড়ো
দ্বার খুলে মা ডাকেন তারে
হংস ছাড়লে যায় সে মারা॥

ব্রহ্মচারী যোগী যারা
মায়ের পূজা জানে তারা
পুলিন বলে বোকা যারা
শুধুই মন্ত্র পড়ে তারা॥

ভাবগান

ভাবগান

১

কার কাছে মুরিদ বিধাতা
অচিন মানুষের কথা॥

নৈরাকারে[১] সাঁই ভাসিল
কোন মানুষ তার সঙ্গে ছিল
কোন মানুষের আশ্রয় করে
কেনেরা[২] পাইল কুথা॥

সেই সে মানুষ গাছের গোড়া
করণ তার ব্যাধ ব্যাধি[৩] ছাড়া
করিস মা মন নড়াচড়া
সে বিনে দাঁড়াবি কুথা॥

যেমন স্ত্রী পুরুষে করে রমণ রতিহারা
হায় রে যখন তারা দুজনে কয়
এ আর কেমন, কোন পুরুষ হবে ক্ষমতা॥

কেউ বলে জানি খবর
খোদা জেরে নবি জবর
সেরাজ বলে ওরে জহুর
না জেনে মুড়াস-নে মাথা॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নিরাকারে, ২. কিনারা, ৩. নিয়মকানুন।

২

হর দোমেতে আসা যাওয়া
মুর্শিদ ধরে সন্ধান কর
দমের খবর জানরে মন আমার॥

যে দমেতে আদি দম
পয়দা করে তির ভুবন[১]
ত্রিকলেতে হল বন্ধন
হারে করলিনে তার অন্বেষণ॥

সে আর যমরাজার নাই জমিদারি রে
পরম আত্মা পরমেশ্বর॥

এক দমে আসে মনিপুরে
এক দমে সে ফণী ধরে
আর দমে মানুষ মরে
নীর হইতে নিরাঞ্জন
আগুন, পানি, মাটি, বাতাস
চারিজনে হয় একাকার॥

মুর্শিদ যার আছে কাণ্ডারি
হয়েছে তার ছিনা জারি
দশ দারে[২] দশ জন দারী[৩]
বাধ্য আছে সদায় তার
ফকির পাচুর নাই জাতির বিচার
তাইতি নদীর কূলে বাঁধে ঘর॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ত্রিভুবন, ২. দশজন ধারক, দাড়, ৩. দাড়ি।

৩
মুর্শিদের আইন কড়া
বুঝে দ্যাখ রে মন ভোলা
আইন করছে যেমন মাসাল্লা।

শোনে না ক্যান তোমার মানা
এই করেছ আনা গোনা
আইন মতে বো দেনা
ভেবে বুজে দেখ না
দেখ আইন কড়া মারবে কোঁড়া
সামরিক আইন গুলি গোল্লা॥

আইন হয়েছে কড়া
কেউ যদি ফের ভাঙ্গে বেড়া
আইন মতো লোহার কোড়া
মারবে তাহার গায়।
করলে আইন নষ্ট পাবি কষ্ট
এ দেশে নাই জংলা॥

সত্য সরল স্বভাব নিবা
সত্য সরল কথা কবা
যে আইনে চলো বাবা
গুতার চোটে পরান যায়।
করো মানুষ ভজন পাক নিরাঞ্জন
করিসনে অবহেলা॥

দিতে হবে খাজনার কড়ি
থাকবে না মাতুব্বরি
থাকবে না ডাকুগিরি
সকল আইনের বেলায়।
ফকির পাচা শা তাই কয় নূরাদ্দি
গলে দে চান্দের মেলা॥

৪
নেগা করে দ্যাখ না নিগুম ঘরে
অচিন মানুষ ঘুরচে কেবল
সরল নদীর তীরে॥

কাম গুরু হয় প্রেম প্রতিমা[১]
তারে মাতৃজ্ঞানে কর ভজনা
হবে দুই আত্মায় এক উপসনা
দুই রূপেতে মিলবে এক রূপ তারে॥

কাম গুরু যদি ক্ষীরদ সাগর হয়
ভক্তি যোগে শক্তি জাগায়
পার ঘাটে মুক্তি সে পায়।
পলকে মুদলে[২] আঁখি দিয়ে ফাঁকি
যাবে শূন্য কারে॥

পুরুষ প্রকৃতি দুই দরিয়া
নারী ভজিবে ক্ষীরদ দরিয়া
ক্ষীরদ নদীর শাখা বাঁকা
অচিন মানুষ[৩] ঘোরে ফেরে॥

যদি হবি নতুন নারী
পুরুষকে জানা পাটের সরি
ও মা দেখাবে তার দেহ তরী

ফকির পাচু শা কয় মন
মানুষ সেই ঘরে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. প্রেমের দ্যুতি, ২. বন্ধ হলে, ৩. স্রষ্টা।

৫

পার হবি ত্রিবেণীর দ্বারে
বসে থাক মন জ্যোতির ঘরে॥

জ্যোতির ঘরে রাখিলে মতি
উজানেতে ধায় তার রতি
তার হৃদয়ে বলে ভক্তির বাতি
বসে থাকে শক্তি ধরে॥

জ্যোতির ঘরে অটল মানুষ
বসে থাকে নাই তার বেহুঁশ[১]
অটলের[২] উপর বসে মানুষ
নিত্য লীলা প্রেচার[৩] করে॥

প্রেচার করে ঘরে ঘরে
নাম দিল সব সস্তা দরে
ফকির শাহ কয় এয়ার আলী
ডুব দিয়ে দ্যাক নবদ্বারে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. চৈতন্যহীন, অসীম রহস্য, ৩. প্রচার, ঘোষণা।

৬

মুল্লুকে[১] জাহেলি কারবার
মুল্লুকে জাহেলি কারবার
জাহেলে জালেমে কত করছে অত্যাচার॥

জন্মিয়াছ মানব কুলে
পিতা মাতা সকল ভুলে
ঘুরিয়াছ দ্যাশ বিদেশে
ছাড়িয়া সংসার॥

এনছাপ করিতে আসি
জাহেল ও জালেম বিনাশী
সুপথে চালাতে করছো তরিকা প্রেচার[২]॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দুনিয়াতে, ২. সবাইকে জানিয়ে দেয়া।

৭

জেকের করিলে কলব
হবে তোর আয়নার মতন
হবে তোর আয়নার মতন।
জেকের বিনি হইবে না
আম্মারা নফছ দমন॥

জেকরে জেলি করবে যত
নফচ্ছাম্মারা হবে নত
হইবে দেদার এলাহির
এক হবে জাহের বাতেন॥

জেকের কর জজবা[১] হালে
হালকা দিয়ে তালে তালে
রহম করিবে খোদা
নূরেতে হবে রৌশান[২]॥

সোলতানি জেকের ধনি
দীন দোনিয়ায় হইছে শুনি
আউলিয়া আম্বিয়া গণে
বিলাইছে[৩] পরশ রতন॥

আবু দাউদ বিনয় করে
আমির চান্দের চরণ ধরে
আকুল বিপাকে[৪] কেনে
না করিও বিসর্জন॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. জোর ঈমানে, ২. উজ্জ্বল, ৩. বিতরণ করেছে, ৪. ঘোরপ্যাচে।

৮

আয় কে যাবি শিক্ষা নিতে
জিন্দাপিরের খান্দানে
শিখাইবে এলমে ছিনা
যে শিক্ষা রয় বাতুনে॥

কোরান ও হাদিসের লিখা
জানলে হয় জাহেরান শিখা গো
হবে না বাতুনি শিখা
হাদিস ফেকা কোরানে॥

কোরান হাদিস এলমে সরা
এলমে বাতেন ছিনায় ভরা গো
মিশাইও ছিনায় ছিনায়
জিন্দাপির খান্দান চিনে॥

তৌহিদি এলেমের ধারা
ভুলায়ে দেয় এলমে সরা গো
এত্তেহাদে হবে দেখা
আশেক মাশুক মিলনে॥

পাগল আবু দাউদ বলে
এলমে ছিনা শিক্ষা নিলে গো
নওয়া পাড়া দরবারে হইছে
এলমে লাদ্দুনির মানে॥

৯
হইলাম দেওয়ানা
তোর পিরিতি সইতে পারি না
রূপ দেখিলে ব্যথা বাড়ে
ঘুসিয়া জ্বলে ছিনা[১]॥

ধনি মানি ঋষি মুচি
এক সনে দিয়াছ ঠাঁই
পশু পাখি কীট পতঙ্গ
এ সগলের হিসাব নাই
সবারে পালিয়ে রাখো
বুঝে মনের বেদনা॥

সকলে রে দান করি তা
যা কিছু যে চাহি
বঞ্চিত করো নাই কারে
সকলে সব পাইত
কত মায়া দয়া দিয়া
পুরাও সবার বাসনা॥

শুনাইতা ইসলামের কথা
নীরব হইলে ধরণি

আউলিয়ার সর্দার তোমায়
করিছেন কাদির গণি
দেখি নাই সেই রছুলে রে
এইতো নবির নমুনা॥

দীনহীন দাউদের আশা
কেনে রাখো অপূরণ
কতো রে জানাই মনের ব্যথা
মোর দুঃখ কর মোচন
শত অপরাদে[২] দুষি
কতই করছি গুনা[৩]॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বুক, ২.ভুল-ত্রুটি, ৩. অপরাধ।

১০
ভব ব্যাধি সারবি তো সৎ বৈদ্য ধর
হাতুড়ের হাতে পলি ব্যাধি হবে গুরুতর॥

দুষ্ট বুদ্ধির হইছে প্রেভাব
সৎ বৈদ্যের হইছে অভাব
কুবৈদ্যের বাড়িছে স্বভাব
ব্যাধি সারা দুষ্কর।
ভব রোগের কুবৈদ্যের দল
হইয়াছে সব ঘরে ঘর॥

মূল রোগে ঘুঁচিছে নিদান
উপসর্গের হইয়াছে বিধান
কুবৈদ্য হইয়াছে প্রেধান[১]
তারা যমের সহোদর।
হ্যামোন[২] দুর্লভ মানব জীবন
দিসনে কুবৈদ্যের উপর॥

সৎ বৈদ্যেরে দিতে অর্থ
রুগি হয় অসমর্থ
হাতুড়েকে দিয়ে অর্থ
শেষে করে হাহাকার।
কুবৈদ্য সব যমের দোসর
বলছি তোরে বারে বার॥

ব্যাধি নইয়া[৩] রইলি বসে
শয্যাগত হবে শেষে
দিনফুরাবে হাহুতাশে
আফসোসে বাচপিনা[৪] আর ।
পাচু শা বলে অবশেষে
যাবি রে সে যমের ঘর॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : প্রধান, ২. এমন, ৩. নিয়ে, ৪. বাঁচবি না ।

১১
মুর্শিদ নালিশ তোর দরবারে
তোর তালুকে বসত করে
সগল নিল চোরে॥

দুঃখের কথা বলব কারে
কিছুই না রাখল ঘরে
মাল গুজারি কেমন করে
পাঠাইব সদরে॥

ছ্যাচড়া চোর ছ'জনে[১] ছুটে
মালখানা নিলো লুটে
ভয় করে না ওঠে চোটে
কি জানি কি করে॥

কাল পাষণ্ড ডাকাত পোড়ে
ঘর শূন্যি করল মোরে
সর্বস্বান্ত করে মোরে
ভাসাইল পাথারে॥

জগৎ গুরু তুমি রছুল
ভেঙ্গে দাও অধীনের ভুল
অন্তে দিও অন্তরে কুল
হাজির তোমার হুজুরে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ষড়রিপু ।

১২
যদি গুরুর ধামে[১] যাবি
মহাপথে উঠে এবার
সোজা হাঁটা দিবি ।

দাঁড়াস না যা ধীরে ধীরে
পাছের দিকে চাস না ফিরে
তিনটে পার পথের পরে
সাবধানে পার হবি॥

সেথা নাই যমের বিচার
চন্দ্র সূর্যির নাই অধিকার
জন্ম মিত্যু হবে না আর
পরম সুখে রবি॥

গুরু গুরু গুরু বলে
দরুদে বিশ্বাসী হলে
ছোবে[২] না পাষণ্ড কালে
ঠিক ঠিক রাখিবি॥

ওরে মন বলি তোরে
জগৎ গুরু আছেন পারে
দাউদ বলে হাঁটো জোরে
গুরুর কিরপা[৩] পাবি॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আস্তানা, ২. স্পর্শ, ৩. কৃপা, দয়া।

১৩

গুরুর স্মরণ করলে ভবের
অভাব স্বভাব যায়।
না চাইতে ধন হৃদয় রতন
গুরু এনে সব জোগায়॥

কোঠি যোগ যুগান্তরে
কি হবে মহা মানান্তারে[১]
গুরু যদি দয়া করে
পলকে হয় বেরমাণ্ড[২] জয়।
যত ভেজাল জড়ায় তোমার
মনের কুবাসনায়॥

ভেবে দেখ মনে মনে
বাসনায় দুখ টেনে আনে
সুখ নাই রে গুরু বিনে॥
মনে কেবল দুঃখ চায়

বেরমাণ্ডের যত জীব
মনের দোষে দুঃখ পায়॥

কার আশায় থাকলি বসে
ভাবলি নে কি হবে শেষে
জ্ঞান বাতি জ্বেলে বসে
পড়ে থাকগে গুরুর পায়।
দাউদ বলে ভজলে গুরু
জন্ম মৃত্যু হবে জয়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. দুর্ভিক্ষে, অসময়ে, মন্বন্তরে, ২. ব্রহ্মাণ্ড।

১৪

এস্কের দেওয়ানা হয় যে জন
মাশুকের লাগিয়া তাহার
ঝরে সদায় দুই নয়ন।
প্রাণ সঁপিয়া ঐ রূপেতে
যা কিছু দ্যাখে নয়নে
দ্যাখে মাশুকের মতন॥

জোলেখা হইয়া দেওয়ানা
বানাইল হপ্তম খানা
তেমু[১] তাহার প্রেম ছোটে না
পাইয়া ইউছুপের মন॥

চণ্ডী দাস দেওয়ানা হইয়া
এক যুগ কাটায় বড়শি বাইয়া
রজকিনী শুধায়ে কয়
একটি ঠক[২] দিল এখন॥

কয়েস প্রেমে হয় দেওয়ানা
লাইলীর এস্কে[৩] হইল কানা
মজনু নামে খ্যাতি হইয়া
হারাইল জীবন যৈবন॥

মোস্তফা ভাবিয়া বলে
খোদ খোদাকে পাইতে হলে

এস্ক বিনা হইবে না ভাই
কোনই সাধন ভজন॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তবু, ২. প্রতারণা, ৩. খোদাপ্রেমে।

১৫

আমায় দেওয়ানা বানাইল আমির চান
রূপ দেখাইয়া নয়ন ঝরে
হরে নিল মন প্রাণ।

বন্ধুর প্রেমের এমনি গুণ
বিনি কাষ্ঠে জ্বাল আগুন
(আসিয়া) তৃষ্ণাতুরা মৃগীর মতন
করি কেবল তার সন্ধান॥

আমায় ক্ষণে কান্দায় ক্ষণে হাসায়
মারে কেবল প্রেমের খেলায়
কাছে থাকে দূরে দেখায়
বুঝে না মনের বেদন॥

জানতাম যদি এমনি হবে
নিঠুর হয়ে মুক ফেরাবে
করতাম না প্রেম তোমার সনে
ঐ রূপে দিয়া নয়ন॥

মোস্তফা কাতরে বলে
না ভোগাইও প্রেমের ছলে
ও আমির চান দয়া করে
দাও তোমার চরণ দুখান॥

১৬

শুভদিন জেনে করিস
প্রেমের হাটে দোকানদারি
পাবি হাটের বেলা দোকান খোলা
ছয় আনায় করিলে ফেরি॥
সে হাটের সোনা গয়না
রতি মাসায় ওজন হয় না

মন ছাড়া মন যায় না চেনা চল্লিশ সেরি
তুই দারি চিনে আনিস কিনে
বেরাশিতে আশির চুরি॥

ওজনে যে জেতে
বেশি তার হবে দিতে
কিনিয়া যায় বেচিতে লোভে পড়ি।
সেই ভুলের মূলে কর্ম ভুলে
ভাঙ্গবে রে তোর দেহতরি॥

কাম ক্রোধ লোভ ছাড়িয়া
সরলের পরশ দিয়া
গরলের মূল কাঠিয়া ধরিস পাড়ি।
ও তোর বারির[১] আঁখি বন্ধ হলি
সেই দিন হবে কলব জারি॥

মোর্শেদের সঙ্গ ধর
সেই রঙ্গে রঙ্গিন কর
মরিবার আগে মর ঐ কুল ছাড়ি
কাঙ্গাল দাউদ বলে ও আমির চাঁন্দ
আমি তোমার পায়ে পড়ি॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বাইরের।

১৭

সেদিন গুরু হবে কাণ্ডারি
আখেরের পাড়ি
সে ধন গুরু বিনে হয় না বেচা কেনা
বায়না কর না
কাঙ্গালের নাই কেহ হাপনা[১]॥

কর দেহ ফানাফিল্লা
নূরেতে নূর তাজেল্লা
বাকাবিল্লায় সকল যাবে চিনা।
রূপ নগরে ঘর করিয়া
বন্ধুকে সেই ঘরে নিয়া
ওরে অনুরাগে প্রেম খেলা খেলে না॥

নিরিকির নাই নিশানা
অনুমানে নিরিক হয় না
বরজখে দেখ তার নমুনা
সদগুরু সাধ্যি সতী
ঝিনুকে লুকানো মতি
সেই পানির ঝিনুক তুলিয়া দেখ না॥

কামিনী কাঞ্চনের গোলা
আছে প্রেম রসের তালা
প্রেম বিহনে সে তালা খোলে না।
তুই যদি সেই প্রেম করিবি
তালা খোলার সন্ধান পারি
ওরে সেই গোলায় দেখবি
আছে পাকা সোনা॥

গুরুকে কাণ্ডারি[৩] করি
ভাসাইলাম সাগরে তরি
ভবপারের নাই কিছু ভাব না॥
কাঙ্গাল দাউদ কেন্দে কয়
ধরি তোমার রাঙ্গা পায়
ওরে সাধন ভজন নাই
কিছু মোর জানা॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নিজের, ২. চিহ্নহীন, ৩. অবলম্বন।

১৮

যদি হাউস থাকে দেখতে মানুষ
বেহুঁশ হয়ে থাকিস নে
বেহুঁশ হওগে তার ভাবেতে
বেভাবেতে মজিস নে॥

দুটি মানুষ ভবে ফেরে
ক্ষরাক্ষর বলে তারে
পরম মানুষ তার উপরে
সন্ধান করে দেখ না॥

হাপন রূপে আলো করে
মানুষ আছে চিলে ঘরে

বার দরজা বন্ধ করে
মানুষ কেনে দেখিস নে॥

চেতন গুরুর কাছে যাবি
মানুষ ধরা শিখে নিবি
গুরুর ভাবে ভাব মিশাবি
কলির খেলা খেলিস নে॥

লালন বলে মহামায়া
ছেড়ে দে জগতের মায়া
যে মানুষের নাই রে কায়া
সেই মানুষ ক্যান ধরিস নে॥

১৯
বাইর দরজা বেবাক বন্ধ কর
উপর তালায় কে বসে দ্যাখ
রত্ন সিংহাসনের পর॥

সাত তালা কুটস্থ ঘরে
চিরকাল গেলি বাস করে
উপর তালায় বাসা কার
রঙ্গ-রসে দিন কাটালি
শেষে যাবি যমের ঘর॥

মনের মানুষ ঘরে থুয়ে
বাইরে কেনে ঘুরিস যেয়ে
দেখলিনে তুই নজর দিয়ে
মনের মানুষ কি প্রেকার
কণ্ঠ চেপে ধরবে যেদিন
ভেঙ্গে যাবে সাধের ঘর॥

মহামায়া বলি তোরে
উঠে দ্যাখ চিলে ঘরে
মনের মানুষ বিরাজ করে
ত্বরায় যেইয়ে তারে ধর
লালন বলে সেই মানুষে
লয়ে যাবে ভব পার॥

২০

দেখবি যদি মনের মানুষ
বাইরে কেনে খুঁজিস আর
ঘরের জানলা কপাট বন্ধ করে
উপর তালায় উঁকি মার॥

যারে বল হাপন হাপন[১]
তারা সর্বনাশের কারণ
তার মদ্যি ডাকাত ছয় জন
তাগের[২] ধরে শাসন কর॥

মন মহাশয় কর্তা জানি
শলাকলার নাজির তানি[৩]
সর্বনাশের শিরোমণি
তারে আগে বাধ্য কর॥

কূটস্থ কুঠিরের পরে
উঠে থাক কূটস্থ ধরে
জন্ম মিত্যু যাবে দূরে
পলাবে কাল দুরাচার[৪]॥

লালন বলে মহামায়া
ভালো না এ কলির[৫] হাওয়া
মাল খানায় তালা দিয়া
বার[৬] দরজা বন্ধ কর॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. নিজের, ২. তাদের, ৩. সে, তিনি, ৪. অলক্ষ্মীর, ৫. যুগের, বাইরের।

২১

বাইর দরজা মেরে বেবাক[১]
চিলে কোঠায় উঠে দ্যাখ
ভাবের ন্যাঠা ঘুঁচে যাবে
থাকবে না আর কোনো সখ॥

হাপন রূপে আলো করে
যে জন বসে চিলে ঘরে
ভক্তি করে ধরে তারে
যমের হাত এড়ায়ে যাক॥

কোনো মজা পাবি না রে
শেষে হবি ভব ঘুরে
আসল কাজে পড়বে ফাঁক॥

বিষয় সম্পদ ধন জন
মিথ্যা সব নিশির স্বপন[২]
শূন্য করে সুখের ভুবন
শেষে হবি তুই অবাক॥

মহামায়া দেখিস কি
এ সংসার ফাঁকি জুকি
মরুচিকার[৩] চিকি মিকি
লালন বলে কথা রাখ॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সকল, ২. রাতের স্বপ্ন, ৩. মিথ্যে-মায়া।

২২

মন পাষণ্ড জ্বলে মলাম
তোর জ্বালায়
আচ্ছা মত পাচ্ছি সাজা।
কেবল তোর কুমন্ত্রণায়॥

দশ ইন্দ্রিয় রিপুগণ
তারা দুষি তোমার কারণ
তারা ফেরে ষোল জন
তোমার কুমন্ত্রণায়।
দশ ইন্দ্রিয় রিপুগণে
তোমার দোষে দুষি হয়॥

তুমি যদি হতে বাধ্য
যম বেটার কিবা সাধ্য
রিপুগণ কি হয় অবাধ্য
সাধ্য সাধনার বেলায়।
তোমার জন্যি ব্রহ্মাণ্ডের জীব
দিশে হারা হইয়ে বেড়ায়॥

তুমি মূল বাসনার কারণ
যত জীবের জন্ম মরণ

তুমি দেহে রাজার মতন
যা কর তাই শোভা পায়।
এবার মহাযোগে বসে
দূর করিব এক তাড়ায়॥

শোন্ বলি মন বলি তোরে
মহাযোগে থাকগে পড়ে
মহাপাপ পালাবে দূরে
সিদ্ধি হবি সাধনায়।
পাগলা কানাই বলে জন্মের মত
মন তুমি যাও যমালয়॥

২৩
পরম ধরবি রে কূন বলে
ছলে বলে কল কৌশলে
যায় না ধরা কোনো কালে॥

মালা তিলাক গায় পরিয়ে
মৌলানা মৌলভি হইয়ে
তত্ত্বকথা বেড়াও কইয়ে
ফাঁকির রাস্তা খুলে।
যার চটকে চটক মারো
আসল কর্ম ভুলে
মহাভাবের ভাব ধরিয়ে
লোক ভুলাও বেভাবে ফেলে॥

পুরাতে মনের বাসনা
কুকর্মেতে ভয় কর না
কোরান, কেতাব, বেদ মানো না
বাসনায় যাও ভুলে।
যেমন কর্ম তেমন ফল
কর্ম গুণে ফলে
কর্ম ফল না ঘুঁচিলে
পরম কি আর কথায় মেলে॥

যার যার কর্মফলে
তারে সেই দিকে ঠেলে

আমি কি বুঝব বলে
আমি কর্মীর দলে।
কানাই বলে মহামায়া
কর্ম যায় না মরিলে।
তারে যায় না ধরা সে অধরা
জ্যান্ত থাকি ধরা তলে॥

২৪
মানুষ মনের দোষে মরে
দশ ইন্দ্রিয় ষড় রিপু
কি করিতে পারে ?
দশ ইন্দ্রিয় রিপু যারা
মনের কর্মচারি তারা
মনের দোষে দুষি তারা
মনের কথায় ফেরে।
মন যদি হতো বাধ্য
রিপুগণ কি হয় অবাধ্য
সাধ্য সাধন হতো সিদ্ধ
যমে ছুতো না রে॥

মন যদি সংকল্প ছাড়ে
জীবের দুঃখ যায় রে দূরে
যাতি পারে ভব পারে
ব্রহ্মরূপ ধরে।
কানাই বলে যারে যারে
মহামায়া বলি তোরে
মনের দোষে জন্মে মরে
মনেতে সব করে॥

২৫
ফুস ফুস ফুস সকল ফাঁকি জুঁকি
অনিত্য এ মর্তলোকে
সকলে অসুখী।
জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য
তুমি আমি সব অনিত্য
এক ব্রহ্ম বেদে উক্ত
দ্বিতীয় সব ফাঁকি॥

জন্ম মৃত্যু ধর্ম ধর্ম
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ধর্ম
কর্ম কাম বীজের ধর্ম
জগৎ ভোজের ভেল্কি॥

মন যদি সংকল্প ছাড়ে
কাম কর্ম থাকে না রে
জগৎ ভ্রম যায় রে দূরে
সমাধি তার সাক্ষি।
পুলিন বলে কি আশ্বাসে
ফকির রাজ্যে রইলি বসে
আফসোসে প্রাণ যাবে শেষে
আত্মানাত্ম ফাঁকি॥

২৬
তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলো
পারের খেয়ায় সাড়া পলো
পারে যাবার সাথি যারা
ডাকাডাকি করে গেলো।

হে দিলে কৈ গেলে না তো
দেরি কেনে কর বলো
কাজের জ্বালায় দিন কাটালে
কাজের ফল রাঙ্গা মূলো।
আমার কথায় রাগ করো না
যা বলি তা মন্দের ভালো॥

কাজে মত্ত হয়ে থাকলে
পারের খেয়া ঘাটে এলো
এখনও তোমার হুঁশ হল না
কেরমে কেরমে বেলা গেলো॥

পুলিন বলে ও মন মাঝি
আমার সঙ্গে যাও তো চলো
আমার কাজ কর্ম সারা কাটা
এখন হাঁটা দিলে হলো॥

২৭

মন মাঝি সুগোন পেইয়ে
নাও ছাড়লি না।
পাড়া দিয়ে ঘুম পড়িলি
যেমন গোন আর হবে না।

হালির শলা চেপে ধরে
জুৎ দিয়ে বাদামের পরে
কপিকলে নিরিখ করে
স্বদেশে তুই গেলি না॥

গোনে বাদাম তুলে দিয়ে
কি সুক তুই দেখলি না॥

সুগোন যাবে বেগোন হবে
দাঁড় মেরে জোর পড়ে যাবে
ঘুর্ণিপাকে ফেলে দিবে
কুল কিনেরা পাবি না॥

যেদিন প্রলয় মেঘে ঝড় ছাড়িবে
কাছি দড়ায় মানবে না।
ঘুম পড়িলি বিদেশে এসে
ভরা নায়ে কুন সাহসে বংশি
ভাটা হলে বুঝবি শেষে
বেলে চরে ঠেকবে না।
ঠেলাঠেলি করে শেষে
ভাঙ্গবে নাও আর উঠবে না॥

তোর এক বহরে যারা ছিল
দেশে যাতি ডেক্যা গেলো
ঘুম তোর এঁটে এলো
উহু করলি উঠলি না।
পুলিন বলে গোন ফুরালে
ভাটার টানে পারবি না॥

২৮

ভাবুক ভাবেতে কাম সারে
ভাব না জেনে কাজ করিলে
চোটে ফেটে পড়ে॥

মহাভাবের ভাবুক যারা
ভাবে মোজে আছে তারা
তাদের এবার করণ সারা
মানে না যমে রে॥

ভাবের মদ্যি আছে মধু
জানে যত ব্রজ বধূ
মধুর ভাবের যত সাধু
গোপীর ভাবে ফেরে॥

ভাবের মদ্যি প্রেমের জন্ম
গোপীগণে জানে জন্ম
সে বড় আজব কর্ম
বেদ বিধির উপরে ।

পুলিন বলে বেদে ব্যক্ত
এ জগৎ মিথ্যা অনিত্য
ভগবান জগৎকে সত্য
দেখান ভাবের পরে॥

২৯
যদি পরম ধামে যাবি
ঠিক ঘরে ঠিক রাখিয়া
ঠিকেতে ঠিক হবি॥

মান মোহ ত্যাগ করিয়ে
কুসঙ্গ সংসার ছাড়িয়ে
কামের মুখে আগুন দিয়ে
পরম কথায় রবি ।

থাকিস নে অজ্ঞান দ্বন্দ্বেতে
কাল কাটাবি কোন মতে
কাল বেটা পারবে না ছুঁতে
পাছে মজা পাবি॥

ধামের কথা বলিব কি আর
চন্দ্র সূর্যের নাই অধিকার
ধামে গেলে ফেরে না আর
সে বড় আজগবি॥

পুলিন বলে মোহমায়া
আমি থাকো তোর দরদের কায়া
বিষয় সম্পদের মায়ায়
সর্বশান্ত হবি॥

৩০
পরম মানুষ বাঁশি বাজায় দেখে আয়।
আত্মারাম সরকারের বাড়ি
ত্রিফলা গাছের গোড়ায়॥

কি বলিব গাছের কথা
চতুর্ব্বিংশতি ডাল গাথা
অধদিকে ডাল পাতা
উর্দ্ধগাছে ত্রিফল হয়॥

উর্দ্ধগাছে ভূতের বাসা
ভূতে সেই ত্রিফল খায়॥

তিনটি ফল ফলে গাছেতে
তার অধিক ফলে না তাতে
একটা মিঠে একটা তিতে
একটা অম্ল মধুর হয়।
সেই ফল যে না খায়
পরম মানুষ দেখা পায়॥

গাছের তত্ত্ব যেবা জানে
সকল মানুষ তারে মানে
ভয় করে কাল সমনে
ভবপারে ত্বরায় যায়।
গাছে চড়ে পরম মানুষ
ত্রিলোকে ঘুরে বেড়ায়॥

পুলিন বলে জন্ম মরণ
সেই মানুষের হয় না কখন
ব্রজেশ্বর বংশি বদন
রাধা কান্ত তারে কয়।
সে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত
সত্যানন্দ চৈতন্যময়॥

আধ্যাত্মিক গান

আধ্যাত্মিক গান

১

মন করিসনে মেথরগিরি[১]
ফিরে আয়
আর কতকাল থাকবি পড়ে
পায়খানায় আর নর্দমায়।
ধোয়া মাজা করলি কত
পাইখানা ড্রেন শত শত
সুসার সম্পাদ হলো না তো
ময়লা ঘেটে হলি ক্ষয়॥

গু-মুত তুই ঘেঁটে ঘুঁটে
সাধের জনম গেলো কেটে
বেড়াচ্ছ ও মন ছুটে ছুটে
শেষে করবি হায় রে হায়॥

শোনরে ও মন বলি তোরে
চল যাই লক্ষ্মী নগরে
সে পারে আজব শহরে
গেলে লোকে ধনি[২] হয়॥

ধনি হবি সুখে রবি
আজব কাণ্ড দেখতি পাবি
মহানন্দে কাল কাটাবি
এই বেলা আয় বেলা যায়॥

সে দেশে নাই আলো আধার
চন্দ্র সূর্যের নাই অধিকার
সদাই থাকে দীপ্তকার
হেরিলে মন হরে লয়॥

সে দেশে নাই জাতি বিচার
সর্ব বর্ণে একাকার
এমনি রাজার সূক্ষ্ম বিচার
গেলে রাজা করে দেয়॥

যাবার সোমা[৩] সাবধান হবি
লক্ষ্মী নগর ঘাটে যাবি
ঘাট মাঝিকে সঙ্গে নিবি
বসবি উঠে পার খেয়ায়[৪]॥

চণ্ডী বলে খুব সাহসে
হালির শলা ধরবি কষে
উর্দ্ধে বাদাম দিয়ে বসে
চল যাই চলে দু'জনায়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পরিচ্ছন্নকর্মী, ২. সম্পদশালী, ৩. বেলায়. ৪. নৌকায়, ৪. জোরে।

২
খাস মহলে যাবি যদি মন
নবচক্রে ষোড়ম অধর
তৈলক্ষ প্রেম পঞ্চ প্রকার
আছে কোথায় প্রেম সরোবর
কেরমে কেরমে[১] কর সাধন॥

তীর্থ নদী চৌদ্দ নাড়ি
চান কর যোগ সাধন করি
আছে আরো তিনটি নাড়ি
অতিশয় গোপন॥

তার মধ্য ভাগে বজ্র নামিনী উজলা বরণি
তার ভেতরে প্রণব রূপিনি
আছে চিত্রায়িণি।
তার মধ্যেতে ব্রহ্ম রূপিণি
সেই পথেতে কর গমন॥

ইড়া পিঙ্গলার পাছে
সুষুম্না গাথা আছে
পঁচিশের মূলে পাচে
এই দেহে রয় অবস্থান॥

পঞ্চ পঞ্চ বাধ্য আছে
পঞ্চ আত্মা পঞ্চ ক্রসে

পঞ্চ ব্রহ্মরূপে আছে
লীলা শক্তি বর্তমান॥

ইড়া পিঙ্গলা নাড়ি
ষটচক্র ভেদ করি
তিন চক্র গুপ্তপুরি
করো পরেতে অন্বেষণ॥

দ্বি-দলে গেলে পরে
জ্ঞানদাতা শিবের কোলে
শক্তিরূপে অর্দ্ধাংকারে
কর রে মেলন[২]

তার পরে ত্রিবীণা বসে ঊর্দ্ধ অধঃচন্দ্র
তারপরে তে বিন্দু রূপিণি
আছে শ্বেত বর্ণ
তার পরেতে অধ ঊর্দ্ধপাদ
আদিত্য কর আত্মজ্যোতি দরশন॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ক্রমে ক্রমে, ২. মিলন।

৩

মন সাপুড়ে বলি তোরে
খেলিস না সাপ বিষ না ধরে॥
ঘুমন্ত সাপ জাগাস নে রে
বেহুঁশে বিনা মন্ত্রে
ফণী বরে ফোঁস করিয়ে
ছোবল মেরে দিবে সেরে॥

বিষ ধরা গুণ শিখে যেয়ে
সাপ ধরে সে খেলতে পারে
সেই গুণিনের মন্ত্র শিখে
ফু দিগে সাপিণির ঘরে॥

শ্মশানের ভূজঙ্গী ধরে
যে সাপুড়ে খেলতে পারে
সর্ব লোকে মানে তারে
যমে মাথা হেট করে॥

আকার উকার মকারে বিষ
উজান চালায় সে সাপুড়ে
গোঁসাই পুলিন বলে হুঙ্কার দিয়ে
সাপ খেলে সে শূন্য ভরে॥

৪

জ্বালা তোর দেহ ঘরে আগে উল্টা বাতি
উল্টা কলে বাতি দিলে
দেখতে পাবি আধার রাতি॥

বাতি দাও গুপ্ত ঘরে
অন্ধকার যাবে গে দূরে
সুপ্ত ভাব থাকবি হেরে নয়ন রতি।
স্থির রতি আর অস্থির রতি
আর সহজ রতি
ও তোর সকল আশা পূর্ণ হবে
স্থির হইলে মনের মতি॥

সহজের কর্ম জেনে
মহৎ ব্রহ্ম যোনি স্থানে
হয় অজপার রমণে প্রেম পিরিতি
যাবে চঞ্চল হবি সরল আসিবে নিবৃত্তি।
যাবে অজ্ঞান আধার হবে দীপ্তকার
তখন হবে প্রেম ভক্তি॥

মূলের ঘাটে বাতি দিলে
দিল্লিতে যাবি চলে
পাবি তুই কল কৌশলে
এক উল্টা সাথি।
হবে কুণ্ডলিনী মাতা যিনি
সদায় তাহার প্রতি
শেষে মায়ে পোয়ে একই সাথে
পিতার সঙ্গে হবে বসতি॥

গোঁসাই তুরিতা নন্দ বলে
চৌদ্দ ভুবন একটি কলে
সেই মানুষ উল্টা কলে আছে স্থিতি।

যদি জ্বলে কল কৌশলে উল্টা ঘরে বাতি
পাবি সত্যের আনন্দ ও সে সচ্চিদা নন্দ
সেই দিন লাভ হবে অখণ্ড রতি॥

৫
তুই শোন অবোদ মন সাধন ভজন
কেমন করে করবি
তোকে বিষুদ করে[১] সব বুঝাব
যতগুলি তোর দাবি॥

আছে সাধন মার্গের চারটি ঘর
প্রথম স্থূলের ঘরে আশ্রয় নিবি।
ইড়া দ্বারা বাও[২] নাশায়
প্রাণ বায়ুকে আনবি তথায়
পিঙ্গলা দ্বারা দক্ষিণ নাশায়
হাপন বায়ু টানবি।
শেষে উভয় নাসিকা দ্বারা
সুষুম্নাতে যাবি।
আছে অন্তর্বায়ু বহির্বায়ু
তাদের গলদেশ দ্বারা হৃদয় নিবি॥

ওঁং বীজ মন্ত্র কর যাপন[৩]
বাও নাশায় প্রাণবায়ু পূরণ।
ইহা ষোল দ্বারা রক্ত বর্ণ
ব্রহ্মার সাক্ষাৎ পাবি।
শেষে ওঁং বীজ মন্ত্র চৌষট্টি দ্বারা
নীল বর্ণ বিষ্ণু দেখবি।
শেষে ওঁং বীজ মন্ত্র কুড়ি দ্বারা
শুক্ল বর্ণ শিবকে প্রাপ্ত হবি॥

নবদ্বার রূদ্ধ করিয়া
শীতলিতে জিহবী দিয়া
ষাট বার ব্যন বায়ু টানিয়া
উদর পূরণ করবি।
আছে নাসাগ্র হইতে দ্বাদশ আঙ্গুলে
বায়ুর গতি দেখবি।
অমনি সোহং দে ধরবি তারে
তাতের তুই স্বচ্ছ কুম্ভক প্রাপ্ত হবি॥

মেরুদণ্ডের দক্ষিণ বামে
ইড়া ও পিঙ্গলা নামে
আছে সূক্ষ্ম সুষুম্না নামে
সেই নাড়িকে জানবি।
আছে মূলাধারে অবস্থিত
সুপ্ত কুণ্ডলিনী।
ও সে অর্দ্ধ ওংকারের প্রকৃতি
তারে তুই ঋং বীজ দ্বারা জাগাইবি॥

প্রাণ, অপান, সমান উদান জানে
এদের ভাগে ভাগে আনো টেনে
শেষে প্রাণের গতির সংমিশ্রণে
প্রাণায়াম কি বুঝবি।
আর স্পন্দন শক্তি প্রাণ রূপেতে
ঊর্দ্ধে চালাইবি।
অধম বিনোদ বলে আমার পক্ষে
ঐ সব সাধন ভজন অসম্ভবি॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১.বিশেষ করে, ২. বাম, ৩. জপ।

৬
মন আমার তুই গুরু মন্ত্র দে ফেলে
প্রাণ অপান রুদ্ধ করে
অজপা জপার খালে॥

ত্রিধারা বয় দেখগে খালে
জল বিনে ঢেউ হাপনি খেলে
গুরু বলে হুঙ্কার দিলে
সে মন্ত্র উজান চলে।
সেই মন্ত্র চৈতন্য হইয়ে
যায় চলে আগা খালে॥

মন্ত্র গুরু মূর্তি ধরে
আগা খালের পদ্মের পরে
দেখা দিবে এবার তোরে
যদি মায়ায় না ধরে।
কপাল গুণে গোপাল মেলে
যদি ঘটে কপালে

গোঁসাই পুলিন ভেবে বলে
কি হবে মন্ত্র যঁপিলে
মন্ত্র না চৈতন্য হলে
কি হবে আঙুল ডলে ।
আভাসে ভাব বলিলাম তোরে
বুঝবিনে ভাব হলে॥

৭
মন কেনে তুই গুরু বলে ডাকিস নে ।
সর্বস্ব ভার তোর উপরে
সর্বনাশটা করিস নে॥

সদায় বল রে গুরু গুরু
অন্তরে বাহিরে গুরু
সর্ব কার্যে বল গুরু
ধ্যানে জ্ঞানে ছাড়িস নে ।
যেদিন আসবে শমন করবে দমন
তাকি একবার ভাবিস নে॥

জপে গুরু তপে গুরু
অন্তরে বাহিরে গুরু
সর্ব কার্যে বল গুরু
গুরু নাম আর ভুলিস নে ।
দমে দমে বল গুরু
রঙ্গ রসে থাকিস নে॥

গুরু মন্ত্রে দীক্ষা হয়ে
ব্রহ্মদ্বার খুলে লয়ে
শক্তিতে হুঙ্কার দিয়ে
গুরুধামে গেলি নে ।
গোঁসাই চণ্ডী বলে ডাক সকালে
পতন বেলায় পারবি নে॥

৮
মন আমার তুই সাঁই দরজি চিনলি নে ।
যারে চিন্তিলে যায় ভবের চিন্তা
তারে চিন্তা করলি নে॥

মিছে মিছি ভবে আলি
        বৃথা চিন্তা করে গেলি
অনিত্যকে নিত্য ভাবলি
        তারে খুঁজে দেখলি নে॥

তোর দিনে দিনে দিন ফুরালো
        চিন্তা করে দেখলি নে।
রেচক পূরক কুম্ভক করে
        খুঁজে যদি দেখতিস তারে
দেখা পাতিস মূলাধারে
সে খুঁজা তুই খুঁজলি নে।
যেদিন রবি শশী অস্ত যাবে
        সেদিন আর তুই পারবি নে॥

ভবে জন্ম তোর অনিত্য
বুঝাবো কিরে নিত্য নিত্য
        তোর দেহ পত্র পবিত্র করে
        সে চরণে দিলি নে।
লালন বলে ও বোকা মন
        এই বেলা তুই চিনে নে॥

৯
ও মন ঘুমে র'লি ঘোর আন্দা রে
        কেমন করে দেখবি তাহারে
একবার চেতন হইয়ে দেখনা চেইয়ে গো
        সে মানুষ আছে তোর হৃদয় পিঞ্জিরে॥

হাওয়া রূপে আছে মানুষ অতি গোপনে
অমপাতে আছে ব্যক্ত রে সাধুতে জানে।
        তারে ধরতে হয় সূক্ষ্ম সন্ধানে গো
        আছে সে নিগম ঘরে কপাট মেরে॥

সাত তালার পর আছেরে সে
        চিন্ময় অবস্থায়
করতাছে বাস সাঁই দরজি
        পূর্ণ জ্যোতির্ময়।
ও সে হংস বীজকে করে আশ্রয় গো
        বেষ্টিত আছে ওঁং অক্ষরে॥

সেই মানুষকে যে চিনেছে
তার কি ভবে কাজ
তুচ্ছ সগল ভুক্তি মুক্তি রে
তুচ্ছ এই সমাজ।
ও সে ধরিয়ে মানবেরই সাজ গো
আর আসবে না জননীর জঠরে॥

গোঁসাই কৃষ্ণানন্দ বলে ওরে অবোধ মন
জ্ঞানের বাতি জ্বেলে করবে সেই
মানুষের অন্বেষণ।
বিনোদ দিন থাকতে কয় গুরু সাধন গো
নইলে তুই শেষের দিন পড়বি ফ্যারে॥

১০
মনের দুয়ার খুলে আগে
কর গুরু সাধন
গুরু পদে মন সঁপিলে
হবে তোর অন্তরের আশা পূরণ॥

প্রাণ অপা ঐক্য করে
গুরুর বাক্যি অনুসারে
কর্ম করগে মন
কর্ম করলে সেই ফল ফলে
বিফল হবে না যখন॥

মূলাধার মণ্ডপ ঘরে
মন্ত্র জপিস উচ্চস্বরে
তবে মা হইবে চেতন
মূল শক্তি হৃদে ধরে
হুঙ্কারে দ্বিদলে করবি গমন॥

দ্বিদলেতে হংক্ষী ওর পরে
পুরুষ প্রকৃতি আকারে
রয়েছে দুজন।
তারে দেখিলে হয় প্রেমের উদয়
তারা যে যুগল রূপের মহাজন॥

গোঁসাই কৃষ্ণানন্দ বলে
গুরুপদে মতি থাকলে
মিলবে প্রেমধন।
অধম বিনোদ বন্দী মায়াজালে
কামিনীর কামরসে হলো পতন॥

১১
এ দুনিয়ার ঘরবাড়ি
কারে দিয়া যাও॥

ট্যাকা পইসা জমিদারি
চিনলু নারে মোন ব্যাপারী[১]
এ্যালা[২] কেনে সোনার দ্যাহো
ধুলাতে নুটাও
বাড়ি কারে দিয়া যাও॥

অই যে দেক তোর দলান কোটা
অই যে দ্যাকো তোর ট্যাকার তোড়া
এ্যালো কেনে মোন ব্যাপারী
শুদু হাতে যাও[৩]
বাড়ি কারে দিয়া যাও॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মন যাঁকে খুঁজে পায়নি তাঁকে বলা হচ্ছে, ২. এখন কেনো, ৩. খালি হাতে।

১২
আমায় একায় যাইতে
ভয় নাগে
চলো গুরু যাই
ভবো অই পারে॥

খেওয়ার কড়ি নাইগবে নারে[১]
গুরু যাইবে সঙ্গেতে
চলো গুরু যাই
ভাবো অই পারে॥

এ দ্যাহো আচিলো তোর
পাষাণের সোমান

গুরু আসি মোন্‌তোরো দিয়া
কল্লে ফুল বাগান॥

চলো গুরু যাই
ভবো অই পারে॥

আমি নিত ভিকেরি
নাইকো কড়ি।
দ্যাকনা ঝোলা ঝেড়ে
আমায় একায় যাইতে
ভয় নাগে
চলো গুরু যাই
ভবো অই পারে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. গুরু সঙ্গে থাকলে পরকালের জন্য চিন্তা করতে হয় না।

১৩
আমি আগে যদি
জাইন্‌তাম ভাইর
বুড়াকাল হইতো
আমি কার নাগি কল্লাম এতো[১]
দুনিয়াদারির পেমে মজি
আমার দুনিয়াদারি গেলো॥

নোহার[২] জন্নে ঘুরিয়া বেড়াই
কামারের কাচে
হামি শুনেচি নোকের মুকে[৩]
নউকা খেন গড়েয়া[৪] ছুতার
এ গাচের ওপোরে॥

সেই বাগানে ফুল ফুটিচে
আদাচাঁদ বিরেজ করে
চলো গুরু যাই
ভবো অই পারে॥

হরি বারে বারে
শোদ করে মা'য়ে
মায়ের কতা না শুনিয়া

বিপোদ হইলো কপালে ।
চলো গুরু যাই
ভবো অই পারে॥

যারা পাচে আইলো
আগে গেলো
আমরা অইনোঁ বসিয়ে[৫]
নউকা ক্যামনি ওনমান
এ কায় করে ভাবের কাম
নাগাইল পাইলে[৬] চিনিয়া নিতা॥

নউকার তক্তা হইলে
চউষোট্টি জোড়া
উয়ার তকতে নাই
ত্যা ফোড়া ।
বিনি ফোড়ায় সাইর মিলাইচে
উয়ার শরীল কালা॥

নউকা ওকানোত্ রে চলে
পানিতে নিলে পরে
মোন মাজি তার হাইল ধারে
উয়ার গুন ছয়জোনে টানে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আমি কার এতকিছু এক করলাম, ২. লোহার, ৩. লোকের মুখে শুনেছি, ৪. তৈরি করে, ৫. যারা পিছনে এলো তারা আগে গেলো আর আমরা বসে থাকলাম, ৬. দেখা পেলো ।

ধুয়াগান

ধুয়াগান

১

মনকে বলি ডাইনে যাতি[১]
মন চলে যায় বামে
পথ থুয়ে অপথে যেইয়ে কুপথে মরে॥
ওরে শোন বলি মন তোরে
ও তুই ছানা চিনি ত্যাজ্য করে[২]
তালতলায় বেড়াস ঘুরে॥

চিনলি না সার পদার্থ
মানলি না গুরুতত্ত্ব
নেশাতে হইয়ে মত্ত
যাস মদের ঘরে॥

ডালিম বলে মাহাল ফল[৩] তুই
করলিরে সুপান
প্যাড়া বলে কাসন[৪] খেইয়ে
ভুলে রলি জ্ঞান॥

ও মন শোন বলি অজ্ঞেয়ান[৫]
ও তুই নেশাতে ভোর
ও গ্যাজাখোর[৬]
গেলো রে তোর কুলোমান॥

সুকের[৭] পালঙ্ক থুইয়ে[৮]
সদা যাস মদের ঘরে
সেখানে মনের সুকে
করিলি শয়ন॥

হারে আমি অবোধ সবদল গাজী
হারায়েছি জ্ঞান
মাল খোপেতে সিঁদ কাটিয়ে
চোরে নিল ধন।
কর মন চোর ধরার অন্বেষণ
ও তুই মহাজনের ষোল আনা
দিলিরে কেন বিসর্জন।

সে বড় দারুণ চোরা
সহজে যায় না ধরা
সুচেতন থাকে যারা
চোর ধরে সে জন॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. যেতে, ২. ত্যাগ করে, ৩. মাকাল ফল, ৪. কাসুন্দি, ৫. অজ্ঞান, ৬. গাঁজাখোর, ৭. সুখের, ৮. রেখে।

২

শিষ্য পদে থাকি আমি করি জিজ্ঞাসন
শোন তুমি দয়াল গুরুধন
এবার কুন[১] ভাবেতে ডাকলে তুমায়
দিবা[২] দরশন॥

জানি না যোগ সাধনা গুরু ভজনা
তাতে বাদী রিপু ছয়জন
জানিনে সাধ্য সাধন গুরুধন
বিফলে যায় বুঝি জীবন॥

দেখ ভাইরে বিনা পুরুষে
গাছে ধরে ফল
বিধির কি অপূর্ব কৌশল
এবার সুর ধরেছে পাতি শিয়ালে
ব্যাঙে দিচ্ছে তাল॥

কলিতে আকাল হলো এই সংসারে
নোনায় ধরেছে মিষ্টতা ফল
নামটি আমার আমিনদ্দি
নাইকো বুদ্দি
(গুরুধন) কি বুঝব
সেই বিজ্ঞানীর কৌশল॥

চৌদ্দ পোয়া[৩] মানব দেহ গঠন হইয়াছে
দুঃখো কই দশের কাছে
এবার কুন প্রেকারে[৪] জলের তলে
মীন কুম্ভীর বাঁচে॥

বানরে কয় না কথা দুঃখের হেতা
মানুষের মত বুদ্দি[৫] আছে

গাছের নেই সঙ্গম শক্তি
কিসে উৎপত্তি
(গুরুধন) কি রূপে ফল ধরে গাছে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কোন্ ২. দেবে, ৩. সাড়ে তিন হাত, ৪. প্রকার, ৫. বুদ্ধি।

৩

নিশি প্রভাত কালে কুকিল বলে
ওরে ছখিনা
ঐ ভাবে আর ঘুমিয়ে থেকো না।
ওরে মাঝ দরিয়ায় ডুবল রে তোর
নাল ডিঙ্গাখানা॥

এবার ভালো করে ডাক রে তারে
পাস যদি পথের ঠিকানা।
ওরে দয়া করলে পরে করতে পারে
সেই যে একজনা
মিছামিছি কান্না কর না॥

ডালে বসে কালো কুকিল
আর ডাকিস না
আমি আর সইতে পারি না।
ওরে পতির বিরহ কি যন্ত্রণা
তুমি জান না॥

এবার ঘুমের ঘোরে দেখলাম তারে
সে যে চান বদন মুখখানা।
ও তোর ডাক শুনিয়ে ওরে কুকিল
প্রাণে সহে না
জীবনে আর সইতে পারি না॥

আর এই নিবেদন হে নিরাঞ্জন
এলাম তোমার দরবারে
ভালোবেসে দোস্ত কও যারে
তুমি কাওরে হাসাও কাওরে কান্দাও
কাওরে ভাসাও দুখ্ সাগরে॥

অধম কার্তিক বলে ধুয়ার ছলে
কি হবে মোর সংসারে
যদি দেখা দাও এসে এ সভায়
এ জীবন বিকাই তোমার চরণে॥

৪

ওরে কলির মেইয়ে উঠল ধেইয়ে
এ কি অবতার
ডেইলি খায় বিড়ি দশ আনায়।
মেইয়ে রোজ সকালে যায় ইস্‌কুলে
দিয়ে খুব বাহার॥

ফোরে[১] ছায়া বেলাউজ অষ্টালঙ্কার
ডেপুটি সে ফুল মাষ্টার।
ওরে জুতো পায়ে সুটকেচ হাতে
কত তার বাহার
লেখাপড়া যেমন তেমন গো
মেইয়ের বাবুগিরি সার॥

আহ্লাইদা মেইয়েকে যদি
মায় কিছু বলে
কান্দে আর চোক দুটো ডলে।
মেইয়ের দাদু এসে আহ্লাদ করে
ন্যায় কোলে তুলে॥

মেইয়ে সংসার ছেড়ে বেড়ায় ঘুরে
বেড়ায় সে দলে দলে
রোজ সকালে চিরুনি করে
পোডমেডিন[২] খুলে।
মেইয়ের ছোট ভাই-বুন কাছে এলে পরে
ও মেইয়ের শরীর যায় জ্বলে।

আহ্লাইদা মেইয়েকে যখন
দিতে হবে বিয়ে।
কানবে[৩] সে পর ঘরি হইয়ে
মেইয়ের শাশুড়ি ননদি কত
বলবে রেগে॥

মেইয়ের ভাশুর-শ্বশুর রাগ করিয়ে বলে
আনোগে মেইয়ের মাকে ধরে
পোড়া হাটকুড়ির মেইয়ের কেনে
দিয়েছিল বিয়ে।

যেমন পুষেছে এক টাট্টু ঘোড়া গো
সংসারের কাজ না শিখায়ে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. পরিধান করে, ২. সুটকেস, ৩. কাঁদবে।

৫

লা-ইলাহা ইল্লালাহু
হক্কেরি হাকিম।
সারা জাহানের মালেক তুমি
করিম রহিম॥

জিলা যশোহর মোমিন
ওরে নামটি আমার সবদল গাজী
হেটুরী[১] জনম জমিন।
লা-ইলাহা ইল্লালাহু
মহাম্মদ রসুল কহো
বেগাফিলে শুয়ে আছ সহস্র মোমিন॥

মানি মানি হাদিস মানি
হে বারি তালা
তবে কেনে রিপুর বসে
মন হয় উতলা
এডা তোমার লীলা খেলা॥

তুমি আদমকে কও গেহু খেতে
গেহু করলেন উতালা
যদি কও নামাজ রোজা।
এতে নাই কোন মজা
ইবলিসের মত সাজা
পায় কাঁচা খোলা॥

ইবলিস ছিল সেজদা দিল
সাত আসমান জুড়ে
তবে বলো কি ফল হবে
ঐ নামাজ পোড়ে
রেকাত হয় না ফতেহাল হোলে॥

ওহে গুরু কল্পতরু
এ সারা জাহান জুড়ে।
যদি কও রোজা নামাজ
এতে না হয় কোনো কাজ
হঠাৎ পড়িতে নামাজ
মন যায় নোড়ে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. গ্রামের নাম হেটুরী।

৬

দেহ পিঞ্জিরায় থেকে মন পাখি
আমরা বাস করি বড় সুখী
তেবু[১] আমার মনে বলে
চিরদিন থাকি॥

থাকি তব সনে মিলে
ঘিরে নিস লো কালে
আমার ঢুলু ঢুলু করে আঁখি
আঁখি মেলে চতুর দিকে
আমি সব শূন্য দেখি॥

আমার মালেকুল মউত বরাহক
জান না দারুন বিধির এই ঘটনা
আমার এই প্রাণের বন্ধু
কেউ দুষি কোরো না॥

ও যেদিন এসে দারুন যম
করিবে বন্ধন
আমার সহে না বন্ধন যাতনা
দধি দুগ্ধ ছানা চেনি খেইয়ে
ফূর্তি পালাম না॥

আর বিদায় দাও যাই হক্কেতে
ধড় পড়ে থাকে এই ধূলাতে
পোনোরায়[২] হবে দেখা
সন্দ[৩] নাই তাতে॥

ও ধড় আমি তোমাকে ছাড়তে চাইনে
আমায় ধরে নিস্‌লো সেই জুলমতে
আছমাতুল্লা বলে দেখা হবে সেই
রোজ কেয়ামতে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. তবু, ২. পুনরায়, ৩. সন্দেহ।

৭

ভবে যাত্রাকালে পাখি কেঁন্দে
দেহের প্রতি কয়
সোনার দেহ বলতাছি তোমায়
আমার বাজল রে নি কসের ঘড়ি
থাকবার নাই উপায়।
ঐ আলো তলপের চিঠি
দেহরে ছেড়ে চল্লাম এ সময়॥

ও ধড় তোমার মদ্যি[১] মান্যগণ্য
অনেকের ছিল
একে একে সব সরে পোলো
দেহের আক্কেল মাবুদ বোকা সেজে
বে আক্কেল হলো॥

দেহের কানাই বলাই ব্রজ ছেড়ে
আত্মারাম আহারামপুর গেলো
ও দেহের সুকলাল বাবু রঙ ভুলিয়ে
নীল বরণ হলো।
আমার দস্তরাম নড়বড়ে হলো
দেহের কিছু লাগে না ভালো॥

সময় বন্ধু অনেক মেলে
অসময়ে ক্যাও নাই[২]।
যখন আমার ছিল রে সময়
কত আতস[৩] গোলাপ জর্মান এনে
মাখাও আমার গায়॥

অধম বারিক বলে যায় না বলা
কি বাহার যৈবন কালে
যৈবন ফুরায়ে গেলে
দেখবে না চোখ মেলে।

দেখবার মালেক সাঁই রব্বানা
(দেহরে) যে জন দ্যাখে চোক[৪] মেলে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মধ্যে, ২. কেউ নেই, ৩. আতর, ৪. চোখ।

৮

আমি জারির ভাবে হলেম কুটীলে
বাস করি এই গোকুলে
জন্ম আমার গোয়ালার ঘরে
ও সে ঘরের বধূ রাই কিশোরি
কথা বলে না বদন তুলে॥

গুণের ভাই আয়ান দাদা
গুণের বৌ তুইলো রাধা
বলতে কি আছে বাধা
বলো প্রাণ খুলে॥

তাম্বুরার দাগ নাই তোদের ঠোঁটে
থেকে থেকে প্রাণ চুমকে ওঠে
চালের তলায় প্রাণ দাঁড়ায় না মোটে
হাওয়া ভরে বৌ কুম্ভীর[১] লয়ে
যায় যমুনার ঘাটে॥

দুই আঁখি ঢুল ঢুলা ঢুল
কাজ কর্ম সব গেলো ভুল
মাথায় তোর ঢেউ তোলা[২] চুল
বাঁধিস না মোটে॥

আমার সোনার বধূ
কোনায়[৩] করে বাস
আমার অন্তরে কি অভিলাষ
সদায় তুমি ছাড়ো দূরনিঃশ্বাস॥

ও সে মাছের ঝোলে তেঁতুল দিয়ে
অম্বলে[৪] দেয় ঝাল বেটে
তাতে দিয়ে লেবুর আঠা
বানাইছ আচ্ছা খাটা

নন্দ ঘোষের এমনি বোম্বাটো
নিছিলো সবটুকু চেটে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. কলসি, ২. কোঁকড়ানো, ৩. কোথায়, ৪. টক-তরকারি।

৯
এক বিক্ষের গাছে ফুল ফুট্যাছে
এলেম মলদার কয়
হায় হায় একশা' ফুলের রকসা করে
আজব সে বসে কথা কয়।
দিনে মানে মানুষ হয়
সন্ধ্যা হলে তলায় পড়ে
রাক্ষসে মানুষ ধরে খায়॥

আর এক যুবনারীর গর্ভ ভারি
এলেম মালদার কয়
হায় হায় নেংটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
সে অন্দমহলায়।
যেতে চায় সে কাননে
চারখান হস্ত আছে তার
অকস্মাৎ অগ্নি জ্বলতাছে॥

আরাক জনতি আছে গড়ে দিছে
এলেম মলদার কয়
হায় হায় মুখখানা তার শিয়ালের মুখ
আছে তার বিনা পরিষ্কার।
দুটি কর্ম আছে তার
কপালে তার অর্দ্ধ চন্দ্র
ল্যাজে তার মণিমুক্তা হার॥

১০
ফুল ফোটে সরোবর নদী
ও ফুল দিয়াছে দারুণ বিধি
জগৎ সেই ফুলের আশে
ফুল ফোটে মাসে মাসে।
ফুলে মধু থাকত যদি
খাইত সব দেবতা আদি
ফুল ছাড়া রয়েছে মধু
খাও পারো যদি॥

দুই জাগায় দুটি ফুল ফোটে
যুগল করে এক ঘাটে
এক ফুলের নাম ছবেদ রং
আরাক ফুলের নাম ছিয়াদ রং
তাহে দিয়ে ফল ফুটে
দিনের দিনে ভাবে ছোটে
অন্ধকারে বন্ধ রেখে
ঝলক দিয়ে ওঠে॥

কত ঝরা ফুল যাচ্ছে ঝরে
কত সাধু ন্যায় ধরে
শুনে তাজ্জব কিছু নাই
কেবল আশাতে ঘুরে বেড়াই
চাক ভাঙিলে মধু পাবে
এলেম মলদার কয়॥

১১
অদোম[১] দচিমউদ্দি কয়
ওহে পরোয়ার
তোমার ভাব বুজা তো মহাভার
সবায় আসি নাম করে পোচার[২]॥

কাল যায়া অকাল হইলো
ছোট নোক সউগ বড়ো হইলো[৩]
কলির বেবোহার
চমচিকায় বাশ্‌শাই করে
বসিয়া হাতের পর॥

ভেড়ি ব্যাঙ্[৪] হয় কালেক্টর
টুনি ব্যাঙ[৫] হয় ছোট নাট
শওনে বিচার করে
চাপরাস কইতর॥
গোদোম পাকী নেচপেক্টার
কানা পিকড়া দারোগা
হাড়গিলা হইলো পেচিডেন্ট[৬]
ফেইচকা[৭] হইলো মুক্তিয়ার

গবরি সারো কনেসটেবল
বিলাই[৮] হইলো বড়ো দাক্তার

চিকাটার ন্যায় পনচাতি
এঁদুরের পেয়াদাগিরি
চড়োই আর পাতি কাউয়া[৯]
হইচে চকিদার॥

মালপোকাটা[১০] শ্বশুরবাড়িত্ যায়
উচ্চুঙ্গা দিয়া দাড় টানায়
মানিক দোয়ারে পাচের হাইর খাটায়[১১]॥

বোজি করে মাস্তল খাড়া
ঘইড়ালে বাদাম খাটায়
গুইসাপ গেলো দাঁড় টানিতে
চামচিকায় নগ্নি ফ্যালায়[১২]॥

কানি বগে ছিপটানি যায়
মাচরাঙায় দাঁড়টি খাটায়
খাটাশে পান বানে দেয়
উদে তামুক খায়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. ভাগ্যহীন, অধম, ২. নাম প্রচার করে, ৩. নিচু জাতের লোকেরা সব বড় হলো, ৪. কোলা ব্যাঙ, ৫. 'ছোট ব্যাঙ' হয় ছোট সাহেব, ৬. 'হাড়গিলা' এক ধরনের পাখি সে প্রেসিডেন্ট হলো, ৭. এক জাতের পাখি, ৮. বিড়াল, ৯. ছোট কাক, ১০. তেলাপোকা, ১১. পিছনের হাল চষে, ১২. চামচিকা নৌকা ঠেলে।

১২
এবার ফুটিল কলি
জুটিল অলি
শোন সোমাচার
ঘোর কলিতে একি অবতার॥

শুন্নোতে[১] জাহাজ চলে দলে দলে
শব্দোতে ভাই ব্যাসুমার[২]
দিনে আইতে চইল্চে বরাবর॥[৩]

পাশ করা দোকান হইলো
গেরামে গেরামে
কন্টোল নাম হইলো তার
যতো চোর সউগে দোকানদার[৪]॥

দোকানে গেইলে পরে পুচ করে
শোন ভাই সবে
কতজোন নোক তোমার আচে॥

মাতাপিচু দিচে
নুন, চিনি, কেরাচিন
টিকিট নাগে তার
অ্যাশোন কাড নাম আকিচে তার[৫]॥

অ্যাশোন কাড যারার আচে[৬]
তামরাই পাইবে[৭]
অইন্য কেউ ভাই পাইবে না
তার বিচের ভাই কিচুই কল্লে না॥

কন্‌টোলের মালিক যে ভাই
বইলমোঁ কি ছাই
দয়া নাইরে তার
দয়া করে না এ দুক দেকি হায়॥

পরিবে চায় না কেরাচিন
চায় না চিনি
খালি চায় নবোন[৮]
নবোন ব্যাপোর[৯] বাঁচে না জেবোন॥

গরীবের কপাল মোন্দ
অপিস বন্‌দো
কাড তো পাইনো না
তার বিচের ভাই কিচুই কল্লে না॥

নবোন ভাই গাড়ি গাড়ি
চিনি কেরাচিন
চোরাই বিকরি হয়
ইংরেজিতে বেলাক মারকেট কয়॥

ডালিমে কয়
কাঙ্গাল ভাই রে
আইসো তোমরা মোর পাচে
বিচার দেমো এলাহির কাচে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. শূন্যে, ২. অসম্ভব শব্দ, ৩. দিনে-রাত্রে সমানভাবে চলছে, ৪. চোরেরা সব দোকানদার, ৫. রেশন কার্ড নাম, ৬. যাদের রেশন কার্ড আছে, ৭. তারাই পাবে, ৮. কেবল লবণ চায়, ৯. লবণ অভাবে।

১৩
অঙ্কের এক ধুয়া কই[১]
কই ভাই দশের হুজুরে
বারো মাসে ত্যারো চাঁদ ভাই
কও মুশ শিদের কাচে॥

আমাবইশ্যা যায় দিকে দিকে
কোন বা মাসের কোন দিনে রে
ও তার কয়া দেও দশের আগে
সে তো ফক্কিরে আচে॥

বেটি ছাওয়ার ইতু হয় মাসে মাসে[২]
ব্যাটা ছাওয়ার চাইরটা ইতু হয়
কোন বা মাসের কোন দিনে রে
বিজ্জের থিতি হয়[৩]।

সতি মা'র ব্যাটা হবু
এই ধুয়ার জওয়াব দিবু
তোমরা কেমন বয়াতী
সগ্গই কয়[৪] ও বয়াতী
ধুয়ার জওয়াব[৫] না দিলে মাইন্‌বো না
শেষে হইবে দুরগতি[৬]॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. বলি, ২. মাসে মাসে মেয়েলোকের ঋতু হয়, ৩. বীর্যের স্থিতি হয়, ৪. সকলে, বলে, ৫. উত্তর, ৬. দুর্দশা।

১৪
মোমিন চাঁদ মুকো তে
নেও রে আল্‌লার নাম।
অদোম ছোপানউদ্দি
সবাত্ আইলো
সবাত্ আসি কি বইলমো বল॥

কোন চিজে হয় হাওয়া পয়দা
কোন চিজে পানি পয়দা হয়
চাঁদ সুজ্জো[১] কন্‌টই আইচলো[২]
কার বেন ঘরে নবি মুরিদ হয়॥

আমার আর একটা কতা
হয় গেলো ভুল
মাতার মইদে আচে রে ভাই
কতোওটি[৩] চুল॥

মস্‌তোগোতে মনি পয়দা
বাপের নামটি কয়া যাও
না কবার পাও চলে যাও
বিন্দা বোনের চাম বাদুর হয়া
বাগানের মোদনা কলা চুষি খাও॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. সূর্য, ২. কোথায় ছিল, ৩. কতগুলি।

১৫
অদোম দচিমউদ্দি
আইলো রে সবায়
ছালাম আকি দশের পায়
আন্দারোতে পানি পয়দা হয়॥

খোদার নূরে নবি পয়দা
নবির নূরে সউগে হয়
যেমন সাদের ঘরে
নবি মুরিদ হয়॥

কম বক্তা বইতালীর ব্যাটা
আসোরে কোলোহ্ বাজায়
হামাক[১] বাদুর বুলি
গাইল পাড়িচো[২] ভাই
কয়া গেইনোঁ দশের ঠাঁই[৩]
বাদুর কওয়া মুকের কতা নয়[৪]॥

ওরে তোমার বাগানের
কলা দেইকলে[৫]
বাদুরের কি পানে সয়
ঢুকমো[৬] রে তোর বাগানের বাড়িত
সকালে দরোজা ঘুচাও[৬]॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. আমাকে, ২. গালি দিয়েছো, ৩. দশের কাছে বলে গেলাম, ৪. বাদুর বলা মুখের কথা না, ৫. কলা দেখলে, ৬. ঢুকবো, ৭. খোলো।

মুর্শিদি গান

মুর্শিদি গান

১

দেও দেও দেখা রে মুরশিদ দেখি
কও কও কথা রে মুরশিদ শুনি
তোরে দেখিলে জুড়াইত পরান রে
দয়াল আল্লা না দেখিলে মরি রে
প্রাণ আমার মুরশিদ রে হারে ওরে
জান আমার আল্লা রে॥

মুরশিদ ধনের বাড়ি রে যাইতে
দুসারি দেয় কাটা
সানাল চান্দের বাড়ি রে যাইতে
দুসারি দেয় কাটা
ওরে যে দিক হেলে সোনার তনু রে
দয়াল আল্লা সেই দিক ফোটে কাটা রে
প্রাণ আমার মুরশিদ রে হারে ওরে
জান আমার আল্লা রে॥

মুরশিদ ধনের বাড়ি রে যাইতে
মধ্যি পদ্মা নদী
সানার চান্দের বাড়ি রে যাইতে
মধ্যি পদ্মা নদী
ওরে উড়ে যাবার সাধ ও ছিল রে
দয়াল আল্লা পাখা না দেয় বিধি রে
প্রাণ আমার মুরশিদ রে হারে ওরে
জান আমার আল্লা রে॥

মুরশিদ ধনের বাড়ি রে যাইতে
মেঘ কইরেছে দেউয়া
সানাল চান্দের বাড়ি রে যাইতে
মেঘ কইরাছে দেউয়া
ওরে কেমনে হইব পার ওরে দয়াল আল্লা
পদ্মা নদীর খেয়া রে

প্রাণ আমার মুরশিদ রে হারে ওরে
জান আমার আল্লা রে॥

২
আগে না জানি পাছে না শুইনে
যে জনা প্রেম করে
ও তার হৃদয়ের মাঝে তুষিরও অনল
রইয়া রইয়া জ্বলে রে ।
আমি আগে না জানি
আগে জানি নারে দয়াল এমনও হবে রে
পাছে শুনে নারে সানাল পরানও যাবে রে॥

আঙ্গুল কাইটে কলমও বানাই
আঁখির জলে কালি
আমার কলেজা চিরে লিখনও লিখে
ও পাঠাই সানাল চান্দের বাড়ি রে ।
আমি আগে না জানি
আগে জানি নারে দয়াল এমনও হবে রে
পাছে শুনে নারে সানাল পরানও যাবে রে॥

পাতার[১]ও দেইখে সাঁতারও দিলাম
মানিক পাবার আশে
আবার পাতারও শুকাল মানিকও লুকাইল
ও আমার আপন করম[২] দোষে রে
আমি আগে জানি
আগে জানি নারে দয়াল এমনও হবে রে
পাছে শুনে নারে সানাল পরানও যাবে রে॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মাঠ, ২. কর্ম ।

৩
ও মন আল্লা বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায়
ও মন রাসুল বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায়॥

আমার মন পবনের বেগ হইয়েছে
ভক্তির বাদাম দেও নৌকায়
ও মন আল্লা বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায় ।
ও মন রাসুল বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায়॥

মাঝি ভাই তোর পায় ধরি
গহিন[১] চিনা বাইও গো তরি
পড়বা না গোলায়
আবার এক নিরিখি ধইরো রে পাড়ি
দেলের বাড়ি লাগবে না গায়
ও মন আল্লা বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায় ।
ও মন রাসুল বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায়॥

পাছের নাইয়ের মাঝি ভালো
তারা বাইয়া আগেরে গেল
ফিরা ফিরা চায় ।
আবার পাছের নাইয়া ডাকদে রে বলে
নাও ভিড়াইও প্রেমতলায়॥

ও মন আল্লা বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায়
ও মন রাসুল বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায় ।
নৌকায় ছিল ছয় জন দাঁড়ি
মাঝির সঙ্গে কইরে গো আড়ি[২]
বাদাম টানি দেয় ।
আবার অর্ধেক পথে বাইয়া রে নৌকা
পইলো পাকের গোলায়॥

ও মন আল্লা বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায় ।
ও মন রাসুল বল নৌকা রে খোলো
সাধের জোয়ার যায়॥

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. গভীর, ২. জেদ ।

৪

সাধন ভজন না হইলে
সাধন ভজন না হইলে
ও মন গুরুর চরণ পাবা না রে
ভাইবা দেখ রে মন তোর সঙ্গে কে আছে
ও তুই বুইঝা দেখ রে মন তোর সঙ্গে কে আছে।

আগে কানা[১] পাছে রে কানা
আরও কানা আছে
কানা হইয়ে পাবি রে কেনে এলাহি রব্বানা
মন ভাইবা দেখ রে মন তোর সঙ্গে কে আছে
ও তুই বুইঝা দেখ রে মন তোর সঙ্গে কে আছে।

দিন গুরুর তৈয়ারি রে নৌকা
নিশানও কইরা আছে
হালিয়া ঢালিয়া রে পড়ে
মেগনাল[২] বাতাসে
মন ভাইবা দেখ রে মন তোর সঙ্গে কে আছে
ও তুই বুইঝা দেখ রে মন তোর সঙ্গে কে আছে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. অন্ধ, ২. মেঘলা।

৫

মন তোর নিজেরে রতন কইরগা যতন
সেই যতনে রতন পাবি॥
ও তুই শেষে উল্টা ভাঙ্গা যাবি
আছে হৃদ মাঝারে সপ্ত তালা
খুঁজে নেও তার চাবি॥

এবার তালা খুলে চলে যাও
শেষে তুই মনের মানুষ দেখতে পাবি॥

মন তোর নিজের রতন কইরগা যতন
সেই যতনে রতন পাবি॥

নৌকা করো নিজ চালানি
সুখে কাল কাটাবি

শেষে মালের জোরের গুদাম ঘরের
মন তোর নিজের রতন কইরগা যতন
সেই যতনে রতন পাবি
উল্টা ভাঙ্গা যাবি॥

আছে দাঁড়ি ছয়জন
বেষম ঠেটা সৎপথে রাখবি
এবার ফটিক বলে অসৎ হইলে
তোর জ্ঞান খড়ট্টা
দিয়ে বলি দিবি।

মন তোর নিজের রতন কইরগা যতন
সেই যতনে রতন পাবি
উল্টা ভাঙ্গা যাবি॥

৬
আমি কারে ও ডাকবো রে দরদি আল্লা বুইলে
আল্লা বুইলে বান্দার জান, কেনে কর ক্যানা পানারে
শরিয়তে বলে নি-উদ্দেশ্যে
বান্দারে কেবল আল্লা বলে
আমি কারে ও ডাকবো রে দরদি আল্লা বুইলে।

যেবা নারীর এক সন্তান
মা বাপের পিয়ারি আরও জানের জান
সেই ছেলের মউতের[১] কালে
ও তার মা, বাপের কান্দোনে
আল্লা লুকাইল কোন খানে
আমি কারে ও ডাকবো রে দরদি আল্লা বুইলে।

আঞ্চলিক শব্দার্থ : ১. মৃত্যু।

৭
নাও আমার চলে
নাও ঠেকাইয়াছে বাইলা চরে
আহারে আতশি নাও আমার চলে না
ঠেকাইয়াছে বাইলা চরে॥

বনেরও শিয়ালে বলে আমি ঐ নৌকার ব্যাপারী রে।
নাও আমার চলে না
ঠেকাইয়াছে বাইলা চরে।
আহারে আতশি নাও আমার চলে না
ঠেকাইয়াছে বাইলা চরে॥

সাধু ভাই বাইনাজে যায় রে উড়ায়ে, ভাবল পানা
আমার ঘাটের ডিঙ্গি ঘাটে রইলো কেবল
আবে রত্ন সোনারে।
আমার নাও চলে না ঠেকাইয়াছে বাইলা চরে
আহারে আতশি নাও আমার চলে না
ঠেকাইয়াছে বাইলা চরে।

দাঁড় দিলাম, বৈঠা দিলাম ভাই রে
আরও দিলাম গুণ
জনম ভইরা টানলাম নৌকা
আমি তেউ না পাইলাম কূল ওরে।
নাও আমার চলে না, ঠেকাইয়াছে বাইলা চরে
আহারে আতশি নাও আমার চলে না
ঠেকাইয়াছে বাইলা চরে।

৮
উত্তরে মেঘ চুলুমুলু রে
সোনা দেওয়াল দিল ডাক
বাইয়াল বাতাসে আমার নৌকায় খাইলো পাক।
ওরে মুরশিদ রইলাম তোর আশে
আর কয়লাম ভরসা নাই দয়াল
তোমার চরণ বিনে রে
আমি রইলাম তোর আশে॥

পশ্চিমে মেঘ চুলুমুলু রে
দেওয়ায় দিল ডাক
বাইয়াল বাতাসে আমার নৌকায় খাইলো পাক।
আর কয়লাম ভরসা নাই দয়াল
তোমার চরণ বিনা রে
আমি রইলাম তোর আশে॥

দক্ষিণে মেঘ চুলুমুলু রে
আরে সোনা দেওয়ায় দিল ডাক
বাইয়াল বাতাসে আমার নৌকায় খাইলো পাক।
ওরে মুরশিদ রইলাম তোর আশে
আর কয়লাম ভরসা নাই দয়াল
তোমার চরণ বিনে
আমি রইলাম তোর আশে॥

পূর্বের মেঘ চুলুমুলু রে
দেওয়ায় দিল ডাক
বাইয়াল বাতাসে আমার নৌকায় খাইলো পাক।
ওরে মুরশিদ রইলাম তোর আশে
আর কয়লাম ভরসা নাই দয়াল
তোমার চরণ বিনে রে
আমি রইলাম তোর আশে॥

৯
আয়রে সবাই ও মোমিন
ভাই প্রিয় মুরশিদের দরবারে
প্রেমের সরাব পিয়াতে জনাব
এসেছে এ ভব সংসারে।
পুবের আলোকে ভরিয়া জাহান
কুলের খোওয়াবে সাজাল বাগান
উড়ায় আকাশে দীনের নিশান
নতুন প্রভাতে পূর্ব দ্বারে॥

পশ্চিমে মক্কা মদিনা শহর
পূর্বেতে আজম সোনার নগর
জাগিল সকলেই জানি না মক্কর
চমকে ধরণি অভিসারে।
তৌহিদ কালাম করিল প্রচার
বাতেনি এলেমে খুলিয়া ভাণ্ডার
ঘুঁচিয়া দিলেন কালিমা আধার
স্মরণে সালাম প্রতি বারে॥

মেমাও জিকিবে বিশাল ভুবন
কম্পিত হুংকারে ছুটিল তুফান

সন্তোষ সুধায় পুরানো বিধান
ফিরোজ সাহেব তারে তারে ।

১০

মুরশিদ ভজি পিরিতি মজি
সাঁই নিরঞ্জন পাব আশে
ও মন আমি কেমনে থাকি ।
এমনটি কেনা গৃহবাসে
এ দেশেতে যে জন করিবে বাস
আমলে তার ধ্বংস হবে, হবে সর্বনাশ
দুঃখের ভরা লইয়া মাথে
কানবে শান্তি অভিলাষে ।
সদা কুসঙ্গে মজাইয়া মন
হারাইবে সাধের জীবন অমূল্য রতন
সন্তোষ কয় ভুলিয়া সঙ্গ
ও তুই লুটাস না কলঙ্কের পাশে ।

১১

দাঁড়াও দাঁড়াও ও দয়াল চাঁদ, তোরে দেখব নয়ন ভইরে হে
আমি আর কার আশায় রই ঘরে
দয়াল যখন ঘরের মাঝে
আমি তখন গৃহ কাজে হায় রে ।
সাধন ভজন হইলো নারে, আমায় এই কপালের দোষে হে
আমি আর কার আশায় রই ঘরে
অধীন কাঙ্গাল বিনয় করে ফকির সানাল চাঁন্দের চরণ তরে
আমি ভুলি নাই অন্তরে, তোমার কথা মনে
পইলে বুক ভাসে নয়ন জলে
আমি আর কার আশায় রই ঘরে ।

১২

আমার দয়াল চাঁদরে আয়না দেখাও
ঐরূপ নয়ন ভইরে দেখি
সর্বাঙ্গ খাইও কাক রে, ও কাক না রাখিও বাকি
আমার চক্ষু দুইডা বাদ দিয়া খাইও
আমার দয়ালের রূপ দেখি॥

আমি বইলা গেছি
চইলাও গেলা আমায় দিয়া ফাঁকি
আমার দয়াল চাঁন রে কইও খবর
আমি তারে ডাকলে যেন দেখি॥

আঙ্গুলো কলম বানাইয়ে
ও দিলাম নয়নের জলে কালি
আমার কলেজায় কাগজ বানাই য়ে
আমার দয়ালের নাম লেখি ।
একখানা পত্র নেওরে কাক রে
ও নিও সানাল চাঁদের বাড়ি
তোমার সোনা দিয়ে ঠোঁট বান্দাব
তোমার রূপার দিব আঁখি॥

১৩
কালারে ধন, তুমি মায়া রসে বাইন্দা রাখছো
আজ আমার মন ।
কালারে তুমি প্রেমডোরেতে বাইন্দা রাখছো
আজ আমারে॥

বানাইয়া প্রেমের ওরে তরি
ধর্মে দিলাম খেওয়া
ও আমি যাব রে মুরশিদের বাড়ি
মেঘ করিল দেওয়া
কালারে তুমি মায়া রসে বাইন্দা রাখছো
আজ আমার মন॥

কালারে ধন, তুমি প্রেমডোরেতে বাইন্দা রাখছো
আজ আমার মন॥
চৌদ্দ পোয়া নৌকাখানি
গুরা সারি সারি
মাল খোঁপেতে রত্ন বোঝাই
মুরশিদ ধন কাণ্ডারি ।
কালারে তুমি মায়া রসে বাইন্দা রাখছো
আজ আমার মন॥
কালারে ধন তুমি প্রেমডোরেতে বাইন্দা রাখছো
আজ আমার মন ।

দুই খানি পাটের ওরে তরি
দুই দাঁড়ে বায়
পাপেতে ডুবাইশ না তরি সানাল ডেকে কয় ।
কালারে তুমি মায়া রসে বাইন্দা রাখছো আজ আমারে
কালারে ধন তুমি প্রেমডোরেতে বাইন্দা রাখছো
আজ আমার মন॥

আল্লা যার কাণ্ডারি আছে, তার কি ভরা ডোবে
আল্লার ও নামেতে ভরা উজান মাইরা চলে কালা রে
তুমি মায়া রসে বেন্দে রাখছো আজ আমারে
কালারে ধন তুমি প্রেমডোরেতে বাইন্দা রাখছো
আজ আমার মন ।

১৪
ওরে কালা তুই আমারে ঘরের বাহির করলি
ওরে কালা তুই আমারে কুলের বাহির করলি॥

এক কালা দোয়াতেরও কালি
যা দিয়া কোরানও লেখে
আর এক কালা চক্ষের মণি ।
যা দিয়া দইনা দেখি গো কালা
তুই আমারে ঘরের বাহির করলি
তুই আমারে কুলের বাহির করলি॥

তোমরা বলো কাল কাল
আমি বলি ভাল শ্যাম
অন্তরে বান্দিয়া রাখিব কালার নিজ নামও গো॥

কালারে তুই আমারে ঘরের বাহির করলি
তুই আমারে কুলের বাহির করলি॥

একটি গাছে দুইটি ফুল রে
একটি ফুল তার সাধা
একটি ফুলে আছে কৃষ্ণ
কোন ফুলে হয় রাধা গো
কালা তুই আমারে ঘরের বাহির করলি
তুই আমারে কুলের বাহির করলি॥

১৫
এমন অবুঝ কালার সাতে রে
এমন নিষ্ঠুর কালার সাতে রে
আমি না জাইনা পিরিতি করলাম রে॥
আগে যদি জানতাম দয়াল রে
ও তোর প্রেমের এত জ্বালা রে
আমি না জানিয়া পিরিতি করলাম ।
এমন অবুঝ কালার সাতে রে
এমন নিষ্ঠুর কালার সাতেরে
আমি না জাইনা পিরিতি করলাম রে
কালার সাতে কইরে প্রেম ওরে
হারে আমার কাঁনতে জনম গেল রে॥

আমি না জাইনা পিরিতি করলাম
আগে যদি জানতাম দয়াল রে
ও তোর প্রেমের এত জ্বালা রে
আমি না জাইনা পিরিতি করলাম রে ।
আমি ঘর করিতাম বৃক্ষতলে
হারে রহিতাম একেলা রে
আমি না জাইনা পিরিতি করলাম
এমন অবুঝ কালার সাতে রে
এমন নিষ্ঠুর কালার সাতে রে
আমি না জাইনা পিরিতি করলাম ।

১৬
আমার বন্ধু-বান্ধব নাইও রে আল্লা অসময়ের কালে
অসময়ের কাণ্ডারি তুমি রে হারে
আমার নিদানের গোঁসাই
ওরে আল্লা অসময়ের কালে ।
আমার বন্ধু-বান্ধব নাইও রে আল্লা অসময়ের কালে॥

অসময়ের কালে যে ডাল ধরিবে
হারে আমার ভাঙ্গে সেই ডাল
ওরে আমার অসময়ের কালে॥

আমার বন্ধু বান্ধব নাইও রে
আল্লা অসময়ের কালে

আর কয়লাম ভরসা নাই ওরে দয়াল
আল্লা তোমার চরণ বিনে রে
আমার অসময়ের কালে।
আমার বন্ধু-বান্ধব নাইও রে
আল্লা অসময়ের কালে।

১৭
হারে মুরশিদ মুরশিদ বল হারে তোমরা
আমার মুরশিদ কেমন রে জনা
ওযে আধার ঘরে জ্বলছে বাতি রে
আমার মুরশিদ কাঁচা সোনা রে
ওরে আমার মুরশিদ কাঁচা সোনা রে॥

তুমি আইসো রে দয়াল
দয়াল আমার মুরশিদ রে
ঐ আর সিন্দুরের বিন্দু হারে বিন্দু
কাজলে ওরে লেখা
ও যে কালিয়া মেগের আড়ে
আমার সানাল দিলো দেখারে
ঐ আমার সানাল দিলো দেখারে
তুমি আইসো রে দয়াল আমার মুরশিদ রে॥

আর ও যে, না দেশে গেছোরে আমার দয়াল
ঐ না দেশেরে যাব
ও তোর চরণের নেপুরও হইয়ে রে
আমি ঐ চরণ ভজিব রে
তুমি আইসোরে দয়াল আমার মুরশিদ রে॥

১৮
সোনার পিঞ্জিরায় থাকো না পাখি
ও পাখি রূপার পেয়ালায় আধার খাও
কোন দিন ছাড়ি যাবা রে মনুরায়
উত্তরের দিক দ্যাখ না চাইয়ে॥

মোনা ভাই তোর ভাটি লাগলো যমুনায়
কোন দিন ছাড়ি যাবা রে মনুরায়
পূবের দিক দ্যাখ না চাইয়া॥

মুনা ভাই তোর পুবের বেলা উদয় হয়
কোন দিন ছাড়ি যাবা রে মনুরায়
দক্ষিণের দিক দ্যাখ না চাইয়ে॥

এ তোর ভাটি লাগলো যমুনায়
কোন দিন ছাড়ি যাবা রে মনুরায়
পশ্চিমের দিক দ্যাখ না চাইয়া॥

আজ তোর পুবের বেলা ডুবে যায়
কোন দিন ছাড়ি যাবা রে মনুরায়
দন থাকতে কর ঘরের না বওন॥

ও ঘরে তুফান আইসা ফেলিয়া যায়
কোন দিন ছাইড়া যাবা রে মনুরায়
আজ তোর দেহের ভাবনা দ্যাখ ভাইবা
মোনা ভাই তোর ধড়ের মালিক ছাইড়া যায়
কোন দিন ছাইড়া যাবা রে মনুরায়॥

১৯
সানাল চাঁন্দের চরণের গুণ
এক মুখে বলিব কত।
কি কবো তার গুণের কথা মরা গাছে মেলছে পাতা॥
ও যে শুকনা লতায় ফুল ফুইটেছে
ফল ধরে রীতিমতো রে
এক মুখে বলিব কত।
সানাল চাঁন্দের প্রেমানলে॥

কোলের ছেলে সানাল বলে
দুই নয়নে বয়ে কত।
ওরে সতী নারীর পতি লয়ে
ঝাঁপ দিলো যমুনার জলে রে
এক মুখে বলিব কত॥

২০
ও গুরু, গুরুরে গুরু, উত্তরে বানাইলাম বাড়ি
আমি কলা রুইলাম সারি সারি॥
ঐ যে রুইয়া কেলা না কাটিলাম পত্ররে

তুমি শুন আমার দুস্কের কথা
তুমি শোন গুরু ও, মৃণাল রে॥

ও গুরুরে, বিল শুকাইল খাল শুকাইল
গুরু হইলো সরোবর
ঐ যে বগিলায় ধইরে মরিচা খায় ওরে
তুমি শোন, ও তুমি শোন গুরু, ও মৃণাল রে॥

২১
জানু বান্দার জনম কথা
মনেরে নাই মরণ কোন দিন
আক্কেলে আক্কেল বন্দী
শিকড়া বন্দীর লতা
নারীর হাতে পুরুষ বন্দীরে
আল্লা মাছের বন্দী পানি॥

নিশিরও স্বপন দেইখ্যা নৌকা দিলাম বিলি
ছুটিল হস্তের বেঠা আমার মাঝি রে নিল চিলে
আগে যদি জানতাম রে
আমার মাঝি রে নিবে রে চিলে
হীরা কাঞ্চন মণি মাণিক্য দিয়ে
মাঝি রে রাখতাম বাড়ি॥

মারফতি গান

মারফতি গান

১

দেও দরশন রে বন্ধু
দেও দরশন
অতি সুন্দর তনু তোমার
মধুরও বচন রে
বন্ধু দেও দরশন। *ধুয়া*

বন্ধু রে–
তুমি 'লায়লা' আমি 'মজনু'
তুমি দিলারাম
তুমি 'ফর্‌হাদ' তুমি 'খছরু'
তুমি 'শিরিজান' রে বন্ধু
দেও দরশন অতি সুন্দর তনু তোমার।
মধুরও বচন রে।

বন্ধু রে–
'রঙ্গো' তুমি 'রূপো' তুমি
ছুরতো জামাল
চন্দ্র সূর্য তারা তুমি
মিস্কো গোলে লাল রে বন্ধু
দেও দরশন অতি সুন্দর তনু তোমার।
মধুরও বচন রে।

বন্ধু রে–
তুমি 'ইছুপ' তুমি 'জলিকা'
'খালিক' আর 'মালিক'
'মোহাম্মদ' নবি তুমি
উম্মতের সহায় রে বন্ধু
দেও দরশন অতি সুন্দর তনু তোমার।
মধুরও বচন রে।

বন্ধু রে–
পূর্ণিমার চাঁন তুমি
দুপুরিয়া 'রদি'

অজ্ঞান ইয়াছিনে আশা
করে নিরবধি রে বন্ধু
দেও দরশন অতি সুন্দর তনু তোমার।
মধুরও বচন রে।

২
তুই বন্ধের পিরিতি
দুইপরি ডাকাতি রে বন্ধু
ঘটাইলে দুর্গতি
তুমি বন্ধের পিরিতি কেবল
দুইপরি ডাকাতি। *ধুয়া*

বন্ধু রে–
দেওয়ানা বানাইয়া মোরে
করিলে উদাসি
মন উদাসি পাগলিনী
কাঁন্দি দিবানিশি রে
বন্ধু ঘটাইলে দুর্গতি
তুই বন্ধের পিরিতি।

বন্ধু রে–
কই গেলো মোর খিদা নিদ্রা
কই গেলো মোর জাতি
কই গেলো মোর হাসিরসি
কই গেলো মোর জ্ঞাতি রে
বন্ধু ঘটাইলে দুর্গতি
তুই বন্ধের পিরিতি।

বন্ধু রে–
উচাটনে সর্বক্ষণে
থাকি দিবা রাতি
পাই না দেখা প্রাণসখা
দুক্ষো সঙ্গের সাথী রে
বন্ধু ঘটাইলে দুর্গতি
তুই বন্ধের পিরিতি।

বন্ধু রে–
ইয়াছিন বলে শুন গো বনি
হইয়া সুমতি
উজলি করো 'ক্বলব' ঘর
জ্বালাই প্রেমের বাতি রে ।
বন্ধু ঘটাইলে দুর্গতি
তুই বন্ধের পিরিতি ।

৩
আমায় পরাণে বধিলে রে বন্ধু
ঝলকও দেখাইয়া
ঝলক দেখাইয়া বন্ধু
চমকও দেখাইয়া । *ধুয়া*

বন্ধু রে–
আমি তোমার প্রেমের মরা
জনমো ভরিয়া রে বন্ধু
জনমো ভরিয়া
আমার মাইলে প্রাণে
আল্লায় জানে রে বন্ধু
পিরিতি বাড়াইয়া রে বন্ধু
চমকও দেখাইয়া
আমায় পরাণে বধিলে রে বন্ধু ।

বন্ধু রে–
তুমি আছো রসে রঙ্গে
আমায় পাশোরিয়া
আমি রাত্র দিনে ঝুরিয়া মরি রে বন্ধু
বন্ধু তোমায় না দেখিয়া রে বন্ধু
চমকও দেখাইয়া
আমায় পরাণে বধিলে রে বন্ধু ।

বন্ধু রে–
আমি তোমায় সদায় দেখি
শয়নে শুইয়া রে বন্ধু
শয়নে শুইয়া

জাগিয়া না দেখি বন্ধু
কোথায় লুকাও গিয়া রে বন্ধু
চমকও দেখাইয়া
আমায় পরাণে বধিলে রে বন্ধু ।

বন্ধু রে–
কুলমান জ্ঞাতি বৈরি
বৈরি ননদিয়া রে বন্ধু
বৈরী ননদিয়া
ইয়াছিন বলে মাইলায় মোরে রে বন্ধু
বিপাকে পালাইয়া রে বন্ধু
চমকও দেখাইয়া
আমায় পরাণে বধিলে রে বন্ধু ।

৪
আনিয়া দে মোর প্রাণবন্ধু
কিবা বন্ধের বাড়ি নে আমায় হায় রে হায়
যার লাগি প্রাণ যায়
তার বাড়ি নেও রে আমায় । *ধুয়া*

হায় রে হায়–
চাতক রইলো মেঘের আশে
জল বিনে মীন মারা যায়
মণিহারা কনি মরা রে
ফুল বিনে কান্দে ভমরায়
তার বাড়ি নেও রে আমায় ।

হায় রে হায়–
যার সনে যার প্রাণ বান্ধা
সে বিনে প্রাণে যায় গো যায়
দেখলে বাঁচি নইলে মরি রে
পাইলাম নারে হায় রে হায়
তার বাড়ি নেও রে আমায় ।

হায় রে হায়–
দিনযামিনি বিরহিনী
উদাসিনী চঞ্চলায়

ছাড়িয়া দিছি কুলমান
এখন আর কি আছে তায়
তার বাড়ি নেও রে আমায়।

হায় রে হায়–
যে যার আশি, সে তার পিয়াসি
জ্যান্ত প্রাণ যায় গো যায়
ক্ষুধা নিদ্রা নাই তার মনে
উদাসিনী প্রেম জ্বালায়
তার ব ড়ি নেও রে আমায়।

হায় রে হায়–
ইয়াছিন বলে শুন গো ধনি
মিলবে এক দিন বন্ধুয়ায়
ধৈর্য ধরি আশা করি রইলে
একদিন রাইত ফুরায়
তার বাড়ি নেও রে আমায়।

৫
ওরে কূল পাবে না অকূলে মন
ডুব দিলে কুম্ভিরে খাবে
হাসি রবে গোকুলে। *ধুয়া*

মনরে–
কতো শত ভক্ত জনের
মানা না শুনি সকালে
অকূলে ডুবাইয়া নষ্ট
হইয়াছি রে লাভে মূলে
মন কূল পাবে না অকূলে মন।

মনরে–
যমুনায় তরঙ্গো বড়ো
শক্ত মুইঠে হাইল ধরো
মুরশিদ মুরশিদ জপ্না করি
পাল উড়াই দে মস্তুলে
মন কূল পাবে না অকূলে মন।

মনরে–
অকূল দাড়ি তুফান ভারি
ঢেউ উঠে মাইঞ্জা ধরি
জল তরঙ্গে 'হু' 'হু' করে
মুরশিদ বিনে নাই কাণ্ডারি
মন কূল পাবে না অকূলে মন।

মনরে–
উজান দিশা নৌকা ছাড়ি
শক্ত মুইঠে হাইল ধরি
মুরশিদ বলি নৌকা ছাড়ো
নিবা মুরশিদ পার করি
মন কূল পাবে না অকূলে মন।

৬
আমি কান্দিতে কাঁন্দিতে
মইলাম রে বন্ধু
তোর লাগি রে
একবার শুনলায় না শুনিয়া রে বন্ধু
চাইলায় না ফিরিয়া রে
বন্ধু তোর লাগি রে। *ধুয়া*

বন্ধু রে–
তোর বিরহে মোর অন্তরে
জ্বলছে ধক্‌ধাকিয়া
ও আমি রাইতে দিনে উচাটনে রে
ও বন্ধু বাঁচি কি করিয়া রে
বন্ধু তোর লাগি রে
আমি কান্দিতে কান্দিতে
মইলাম রে বন্ধু।

বন্ধু রে–
রইলে দয়া পাইমু মায়া
বাঁচিমু মরিয়া রে বন্ধু
বাঁচিমু মরিয়া
আমায় শান্ত করো দয়া ধরো রে
ও বন্ধু কৃপা কর নিয়া রে

বন্ধু তোর লাগি রে
আমি কান্দিতে কান্দিতে
মইলাম রে বন্ধু ।

বন্ধু রে–
দরশনের পিয়াসী রে বন্ধু
তরাও দেখা দিয়া রে বন্ধু
তরাও দেখা দিয়া
অদর্শনে মরি প্রাণে রে
ও বন্ধু নিতি জ্বলে হিয়া রে
বন্ধু তোর লাগি রে
আমি কান্দিতে কান্দিতে
মইলাম রে বন্ধু ।

বন্ধু রে–
ইয়াছিন বলে মাই বতুলে
দুই চরণ ধরিয়া গো মাই
দুই চরণ ধরিয়া
আমায় দুক্ষ হরো কৃপা করো গো
ও মাই কৃপাবারি দিয়া গো ।

৭
অনেক দিবসে
মলিন আকাশে
উঠিলো হরষে ।
শশী লইয়া তারা রে বন্ধু
চিনোনি আমারে
আমি তোর পিরিতের । *ধুয়া*

বন্ধু রে–
যখন প্রেম করিলে
তিলেক না ছাড়িলে
করিলে আমারে ।
জানের পিয়ারা
আনন্দের সীমা নাই
পাশোরিলাম বাপ মাই
মনে লয় সঙ্গে যাই

দাসী জন্ম ভরা রে বন্ধু
আমি তোর পিরিতের ।

বন্ধু রে–
আমারি কপালে
কি লিখিলো দয়ালে
ষষ্ঠীহারা রাত্রি কালে
প্রভু আমার হারা
তাহারই কাননে
অনিলো তাড়নে ।
ভমরা বিহনে
ডালে পুষ্প মরা রে বন্ধু
আমি তোর পিরিতের ।

৮
শ্যামের পিরিতে আমায়
লাঞ্ছনা করিলো গো
সংসারেতে হইছি কলঙ্কিনী
লোকের নিন্দন পুষ্প চন্দন
অলঙ্কার পরিয়াছি আপনি । *ধুয়া*

সই গো সই–
শ্যামের সঙ্গে করিয়া পিরিতি
কুলগোলা কলঙ্ক রইলো
হাসে ভারতি
এগো বৃথা প্রেমে মজিয়া রইলাম
লোকের কাছে অসম্মানী
সংসারেতে হইছি কলঙ্কিনী
শ্যামের পিরিতে আমার
লাঞ্ছনা করিলো গো ।

সই গো সই–
শ্যাম কালিয়া বিষম ঠগের গুরু
পদ্মানদী পার করিয়া
মেঘ দেখায় হুরু গো
এগো অনর্থক লোকের নিন্দন
কর্ণপটে নিতুই শুনি

সংসারেতে হইছি কলঙ্কিনী
শ্যামের পিরিতে আমার
লাঞ্ছনা করিলো গো।

সই গো সই–
মন যদি রহিতো মোরে দিয়া
অবশ্য জিকাইতো আমারে ডাকিয়া
তুমি নাকি আমার প্রেমে
হইছো পাগলিনী
সংসারেতে হইছি কলঙ্কিনী
শ্যামের পিরিতে আমার
লাঞ্ছনা করিলো গো।

সই গো সই–
না জানি কি কপালে ছিল
বিপদে ঠেকাইয়া বন্ধে
ছাড়িয়া যে গেলো
হায় রে মনে লয় তার অন্বেষণে
হইয়া যাইতাম পাগলিনী
সংসারেতে হইছি কলঙ্কিনী
শ্যামের পিরিতে আমার
লাঞ্ছনা করিলো গো।

সই গো সই–
ইয়াছিনে কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া কয়
ধৈর্য ধরিলে পাইবায়
আমার মনে লয়
'লা তাকনাথ' আশা করি
বসিয়া থাকি দিন যামিনী
সংসারেতে অইছি কলঙ্কিনী
শ্যামের পিরিতে আমার
লাঞ্ছনা করিলো গো।

৯
শ্যামের চরণ ছায়া পাইবার আশে
বসিয়া থাকি গাছের তলে
আস্‌বে নি শ্যাম নিশাকালে। *ধুয়া*

সই গো সই–
প্রেমের বাতি জ্বালি হিয়ার কোণে
সে বাতিতে কাজল তুলি সজল নয়নে
বাতি জ্বালছি কৌশলে
দেখি এবার কর্মের লেখা
কি ফল ফলে
আস্‌বে নি শ্যাম নিশাকালে।

সই গো সই–
বৃক্ষের উপরে ধিয়ান ধরছি নিশা করি
পাইনি দেখা রূপেশ্বরি
আছেনি কপালে
আমার দেহা-প্রাণ সমর্পিব
পাইনি দেখি রূপদয়ালে
আস্‌বে নি শ্যাম নিশাকালে।

সই গো সই–
রূপের ঘরে নাচে কালা
হিয়ার কোঠে জ্বলে জ্বালা
ডালে মূলে 'গোলে লালা' চন্দ্র হিলালে
এগো রূপের মউরা, শ্যাম গৌরা
ধরছে ফেকোম তমাল ডালে
আস্‌বে নি শ্যাম নিশাকালে।

সই গো সই–
চন্দ্র বদন সূর্যের কিরণ
অমূল্য ধন সোনার বরণ
দূর্বাদলে স্বর্গ পাতালে
ও দৃষ্টি লাগলো যারে
মাইলো তারে
সে তো পড়িয়া রইলো 'হাল বেহালে'
আস্‌বে নি শ্যাম নিশাকালে।

সই গো সই–
অজ্ঞান ইয়াছিনে বলে
মাই ফাতিমার চরণ তলে
ও ধূলা লইমু মাখে, থইমু কপালে

আমার যাইবো যতো বিড়ম্বনা
দুখ্ রইবো না কুনু কালে
আস্‌বে নি শ্যাম নিশাকালে।

১০
ছাদিক যারা, যায় না মারা
জন্ম জীবনে
মইলো আশিক, ছিলো কাছিক
ধইলো শমনে। *ধুয়া*

আশিক ছাদিক যারা
যমের হাতে যায় না ধরা
ইচ্ছা মতো যায় সে মারা
আপনে আপনে।

দেশে যাওয়ার সময় হইলে
যায় নিজে কপাট খুইলে
উড়িয়া যায় তার ময়না পাখি
'হববুল অতনে'
ছাদিক যারা, যায় না মারা জন্ম জীবনে।

মাশুক যারা পুষ্প পারা
আশিক যে তার প্রাণভরা
ফুলে মজি নিরাধারা
মগ্ন মধুপানে।
ক্ষুধা নিদ্রা ত্যাজ্য করি
মাশুকের ইন্তেজারি
কেবল 'হা' 'হু' বিচে দমনি কুলে
ব্যগ্র নয়নে
ছাদিক যারা, যায় না মারা জন্ম জীবনে।

'জান' দিয়া মাশুকের হাতে
আশিক থাকে 'বে-জানে' তে
পায় না তারে আজরাইলে নিতে।
নিজের ধন অন্যত্র থইলে
পায় না চোরে সিন্ধুক খুইল
তেমনি মতো আশিক হইলে

মরবে কেমনে
ছাদিক যারা, যায় না মারা জন্ম জীবনে।

অজ্ঞান ইয়াছিন বলে
মাই জহুরার চরণতল
'জান' থইছে 'মা'র হৃদকমলে
পূর্ণ যতনে
মায়ের কৃপা চরণ পাইল যারা
জন্ম যুগে যায় না মারা
আমি ধরছি ধরা জন্মভরা
মরমু কেমনে
ছাদিক যারা, যায় না মারা জন্ম জীবনে।

১১

লাগাইয়া পিরিতের ছাট
বানাইলায় উদাসী রে বন্ধু
কানাইয়া বিদেশি।

বন্ধু রে—
আমি অতি সরল মতি
রইতাম ঘরে বসি
রূপ দেখাইয়া পাগল কইলায়
কুল মান নাশি রে বন্ধু
কানাইয়া বিদেশি, বানাইলায় উদাসী।

বন্ধু রে—
অবলা পাইয়া মোরে
লাগাইলে প্রেম ফাঁসি
উন্মাদিনী দিন যামিনী
চির উপবাসী রে বন্ধু
কানাইয়া বিদেশি, বানাইলায় উদাসী।

বন্ধু রে—
লাজ নিলায় লজ্জা নিলায়
বানাইলায় নিজ দাসী
ঘরে বারে কলঙ্ক রইলো

গোকুলে রইলো হাসি রে বন্ধু
কানাইয়া বিদেশি, বানাইলায় উদাসী ।

বন্ধু রে—
দেখা দিয়া প্রাণী রাখো
তোমায় ভালবাসি
জল বিনে চাতকী মইলো
দর্শনের পিয়াসী রে বন্ধু
কানাইয়া বিদেশি, বানাইলায় উদাসী ।

বন্ধু রে—
রূপেতে নয়নো ভুলে
মুখে মিষ্ট হাসি
কাজলা নয়নে মাইলো
মোরে ভালোবাসি রে বন্ধু
কানাইয়া বিদেশি, বানাইলায় উদাসী ।

বন্ধু রে—
অধীন ইয়াছিন বলে
ধৈর্য ধরো বসি
ধৈর্যগুণে সোনার তনে
দিবা দেখা আসি রে বন্ধু
কানাইয়া বিদেশি, বানাইলায় উদাসী ।

১২
আমারে জ্বালাইলায় বন্ধু
তুমি নি জ্বলিবায় রে কালিয়া ।
জ্বালালে জ্বলিয়া রে বন্ধু
প্রেমের আগুনে পুড়িয়া রে । *ধুয়া*

বন্ধু রে—
প্রেমের আগুন হৃদে জ্বালি
অঙ্গে জ্বালি কইলে ছালি রে
ও বন্ধু থাকবেনি তোর
'লালা'র লালি
নীরে নিবিয়া ।
একবার দয়াবারি দিলে পারি রে

ও বন্ধু উঠিতে বাঁচিয়া রে বন্ধু
জ্বালালে জ্বলিয়া
প্রেমের আগুন হৃদে জ্বালি
অঙ্গ জ্বালি কইলে ছালি রে ।

বন্ধু রে—
আমি বলি 'রাব্বি আরনি'
তুমি বলো 'লান তারানি' রে
ও বন্ধু 'কুহে তুরে' দেখতে চায় নি
দেখাও জ্বালাইয়া ।
ও তোমার কলিমউল্লায় নৈরাশ কইলায় রে
ও বন্ধু বেভুলে পালাইয়া রে বন্ধু
জ্বালালে জ্বলিয়া
প্রেমের আগুন হৃদে জ্বালি
অঙ্গ জ্বালি কইলে ছালিরে ।

বন্ধু রে—
চাতক রইলো জলপিপাসে
বৃষ্টি পড়ে অন্য দেশে রে
যে যারে ভালবাসে রে বন্ধু
সে থাকে ভুলিয়া;
ও তোমায় 'খিজরে' পিলাও
'আবে হায়াত' রে বন্ধু
সিকন্দর মরে ভুলিয়া রে
জ্বালালে জ্বলিয়া
প্রেমের আগুন হৃদে জ্বালি
অঙ্গ জ্বালি কইলে ছালি রে ।

বন্ধু রে—
তুমি বন্ধু চিন্তাহীন
নাই মরণ আর নাই কু'দিন
আমারে বানাইয়া পাগল রে বন্ধু
বুঝিয়া সুজিয়া !
আমি দাসী কৃপার আশি রে বন্ধু
ও বন্ধু চাও নি ফিরিয়া রে
জ্বালালে জ্বালালে
প্রেমের আগুন হৃদে জ্বালি
অঙ্গ জ্বালি কইলে ছালি রে ।

বন্ধু রে
অজ্ঞান ইয়াছিন বলে
মইলে নি আর তার মিলে
দেখি মিলে কি না মিলে রে বন্ধু
আশিক হইয়া
ও আমি আশ্রয় লইছি ফাতিমাতে।
ও আমার নবি মুদোদিয়া রে
জ্বালালে জ্বলিয়া
প্রেমের আগুন হৃদে জ্বালি
অঙ্গ জ্বালি কইলে ছালি রে।

১৩
পিরিতে কি রসনা রব্বানা
জানি না রে বন্ধু
পিরিতে কি মজা জানি না। *ধুয়া*

বন্ধু রে–
যে করিয়াছে পিরিতি
সে ধরিয়াছে সুরীতি
ও সে রাইতে দিনে মন উদাসী কানা
পিরিতে কি মজা জানি না।

বন্ধু রে–
প্রেমের খেলা যে খেলিয়াছে
নিত্য নতুন রং ধরিয়াছে রে
ও তার অঙ্গে বাতি জ্বলিতেছে
রে বন্ধু ও বন্ধু
জল দিলে সে নিবে না
পিরিতে কি মজা জানি না।

বন্ধু রে–
পিরিতি সাধনার ধন
যত্নে সাধে যেইজন রে
ও তার ফুল বাগানে ফুটে ফুল
রে বন্ধু ও বন্ধু
সুগন্ধেতে আটে না
পিরিতে কি মজা জানি না।

বন্ধু রে–
'ইয়া' 'আলিপ' 'ছিন' এর বাণী
মাই ফাতিমা পাঞ্জতনী রে
ও মায়ের দয়া রইলে
রে বন্ধু ও বন্ধু
পুরিবে মনের বাসনা
পিরিতে কি মজা জানি না।

১৪
প্রেমে ধইলো যারে
কইলো তারে পাগলা দেওয়ানা
দিন যামিনী বিরহিনী
'পানা' 'বেপানা'। *ধুয়া*

'খোদেজা' এক বিবি ছিলো
নবির ভাবে ভাবিক হইলো
কুলোমানো তেয়াগি লো
ছাড়িয়া এগানা।

নবিজির চরণে ধরি
দাসত্ব স্বীকার করিও
ধন যৈবনে সমর্পণে
হইলা 'জননা।
দিন যামিনী বিরহনী
পানা বেপানা
প্রেমে ধইলো যারে
কইলে তারে পাগলা দেওয়ানা।

'জলিকা' এক বিবি ছিলো
ইছুপ রে স্বপনে পাইলো
লাজ লজ্জা ছাড়ি হইলো
এস্কে দেওয়ানা।

আছিলো বাদশার বেটি
রূপে গুণে পরিপাটি
প্রেমে কইলো পাগলা বেটি
ভিখারি 'ফা-না'।

দিন যামিনী বিরহিনী
প্রেমে ধইলো যারে
কইলে তারে পাগলা দেওয়ানা।

'কয়ছর' নামে যুবক ছিলো
'লায়লা' রূপে আসিক হইলো
খাওয়া পরা ছাড়িয়া হইলো
আউলা নিশানা।

'লায়লা' নামে 'মজনু' হইলো
দেশ ছাড়িয়া জঙ্গল গেলো
'লায়লা' 'লায়লা' করিয়া মইলা
লায়লা পাইলা না।
দিন যামিনী বিরহিনী
পানা বেপানা
প্রেমে ধইলো যারে
কইলে তারে পাগলা দেওয়ানা।

ইয়াছিন বলে প্রেমের খেলা
যে খেলে সে রয় নিরালা
অন্যে তারে লাগাল পায় না
তাতে একলা সাধনা।

সাধন ভজন অমূল্য ধন
সাক্ষী আছে মদন মোহন
'মক্কা শরে' 'হেরাগারে'
নবি রববানা
দিন যামিনী বিরহিনী
পানা বেপানা
প্রেমে ধইলো যারে
কইলে তারে পাগলা দেওয়ানা।

১৫

ওহে আমার মন মোহিনী
বিরাজ করো কোথায় থাকি
কত নামিদামি পায় না তোমায়
কোন নামে তোমারে ডাকি। *ধুয়া*

ইউরোপ কি এশিয়াতে
আরবে কি আজমেতে
কি মদিনায় কই থাকো রে
কোন নামে তোমারে ডাকি
ওহে আমার মন মোহিনী।

'মক্কায়' পাইলা মক্কাবাসী
হিন্দুয়ে পাইলে 'গয়া' 'কাশি'
যোগীয়ে পাইলা যোগে বসি
ভিক্ষুকে পায় মাগি ডাকি
ওহে আমার মন মোহিনী।

কুকি ডাকে নাগা ডাকে
চামার চুত্তড়ে ডাকে
তাকে সন্তুষো তারে
করিম রহিম মায়া রাখি
ওহে আমার মন মোহিনী।

অজ্ঞান ইয়াছিন বলে
মাই ফাতিমার চরণ তলে
বলো আমায় ভাঙ্গিয়া কথা
কোন নামে তোমারে ডাকি
ওহে আমার মন মোহিনী।

১৬
ওরে তুমি নি অতো তা
জানো বা মৌলানা
তুমি নি অতো তা জানো
জিন্দা মারি মরা করি
জিন্দা করি আনো মৌলানা
তুমি নি অতো তা জানো। *ধুয়া*

মৌলানা–
তোমার কাজে তুমি কাজী
কুদরতির ধান্ধাবাজী
কে বুঝে তোর চক্ষর চালি
কোন তারেতে টানো বা মৌলানা
তুমি নি অতো জানো।

মৌলানা–
'আরবা-আনছিরা' দিয়া
সৃষ্টি যতো বানাইয়া
আসন দিলেতে দিয়া
পরচারিতে মানা বা মৌলানা
তুমি নি অতো জানো।

মৌলানা–
কুদরতির সীমা নাই
চৌদিকে দেখিতে পাই
"কুল্লি শাইয়িনা কাদির"
কোরানেতে বাখানা বা মৌলানা
তুমি নি অতো জানো।

মৌলানা–
তোমার কৃপা বরষিলে
জলে স্থলে বিলে ঝিলে
ফসল ফলে জংলা খালে
তুমি শূন্য যায় না জানা মৌলানা
তুমি নি অতো জানো।

মৌলানা–
অজ্ঞান ইয়াছিনে বলে
আল্লা নবির চরণে
পার করো গুণের পন্থে
জমি আসমানা না জানা মৌলানা
তুমি নি অতো জানো।

১৭
তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি জানো
রে 'আরশি নাথ'
হায় রে গুপ্তে থাকি
কলে রশি টানো
রে আরশি নাথ
তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি জানো। *ধুয়া*

হায় রে–
জলে মাটি বানাইয়া
জল রে শুকাও

দমকলেতে হাওয়া চালি
সংসারে নাচাও রে আরশি নাথ
তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি জানো।

হায় রে–
কোন কলেতে নিজ হাতে
বানাইয়া দুই কল
জীব কুণ্ডের পানি দিয়া
আব হায়াতের জল রে
আরশি নাথ
তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি জানো।

হায় রে–
প্রেমের সুধা মধু ভরা
দু; কলেতে দিয়া
প্রেমের জোরে চরকি ঘুরাও
দু' কলে মিলাইয়া রে
আরশি নাথ
তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি জানো।

হায় রে–
কাত্রা জলে কি কৌশলে
মূর্তি বানাইয়া
কি কলেতে পুত্‌লা গড়ো
আন্ধাইর ঘরে গিয়া রে
আরশি নাথ
তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি জানো।

হায় রে–
কি কলেতে সেই তনে
ভরো নিয়া 'জান'
কি কলেতে সেই কলে
আহার করো দান রে
আরশি নাথ
তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি জানো।

হায় রে–
দশ মাস দশ দিন
হইলে পূরণ

আন্ধারিয়া পন্থ দিয়া
করাও নির্গমন রে
আরশি নাথ
তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি জানো।

হায় রে-
'ইয়া' 'আলিপ' আর 'ছিনে' বলে
বুঝছি কলের ফাঁকি
প্রেমের কলে জগত ঘুরে
আরশি নাথের ফাঁকি রে
আরশি নাথ
তুমি নি অতো ভেল্কিবাজি জানো।

১৮
চরণ ধইলে কি আর ছাড়ে গো
চরণ ধইলে কি আর ছাড়ে
বিশ্বাসে যে ধরছে ধরা
তারে নি কেউ ছাড়ে। *ধুয়া*

বিশ্বাসের এক বৃক্ষ আছে
ঐ বৃক্ষ যে ধরিয়াছে
ফল ধরি তায় পাকিয়াছে
কাগায় কি আর পাড়ে গো
চরণ ধইলে কি আর ছাড়ে গো।

সেই ফলে যে রস ধরিয়াছে
সেই ফলে ঐ যে রস শুকাইছে
চুষিয়া খায় তার ফলের বীচে
ঐ রসে বীচ বাড়ে গো
চরণ ধইলে কি আর ছাড়ে গো।

ফল ফুটিয়া বীজ ঝরিল
ভূমি মাতা কোলে লইল
পিতার জলে যুক্ত হইয়া
দিনে দিনে দিন বাড়ে গো
চরণ ধইলে কি আর ছাড়ে গো।

রূ'কের ধরা বীচে বীচে
মা'নের মায়া বীচে
সেই বীচে রূপাস নাচে
মিলি হাতে হাতে গো
চরণ ধইলে কি আর ছাড়ে গো।

ইয়াছিন বলে চরণ ধরা
যে শিখিছে সে চাতুরা
ষোল্লআনা ফলের ধরা
সাধ রে ফুল বাড়ে গো
চরণ ধইলে কি আর ছাড়ে গো।

১৯
মুর্শিদ আইসো আমার বাড়ি
গো সোনার চাঁন রত্ন পরশমণি
ও আমি জন্মের মত অনুগত
তোমার ভক্ত উদাসিনী গো
সোনার চাঁন পরশমণি। *ধুয়া*

মুর্শিদ ও –
তুমি চাঁন পূর্ণিমার চাঁন
নিত্য পূর্ণমাসীর চাঁন
তোমার সর্ব অঙ্গে নিশি চন্দ্র
ঐ চন্দ্র বদনী গো
সোনার চাঁন
রত্ন পরশমণি
মুর্শিদ আইসো আমার বাড়ি।

মুর্শিদ ও–
তোমার দয়া তোমার মায়া
তুমি তোমার মায়ার দয়া
তুমি আমার ভাবিক জামা
তনে হে পরানি গো সোনার চাঁন
রত্ন পরশমণি
মুর্শিদ আইসো আমার বাড়ি।

মুর্শিদ ও–
তোমার মাঝে চন্দ্রের খেলা
তোমার মাঝে রূপের মেলা
তোমার মাঝে গুণের মেলা
তুমি গুণের গুনমণি গো সোনার চাঁন
রত্ন পরশমণি
মুর্শিদ আইসো আমার বাড়ি।

মুর্শিদ ও–
আল্লা নবি মুর্শিদ তিন
এক বানাইলে হয় মোমিন
'বরজক' ধরে বলে ইয়াছিন
নূরেতে নূরানি গো সোনার চাঁন
রত্ন পরশমণি।
মুর্শিদ আইসো আমার বাড়ি।

২০
মুর্শিদ করো মোরে পার
আমি জানি না সাঁতার
কুলেতে মইলাম ডুবি
পাই না কূল কিণার
মুর্শিদ করো মোরে পার। *ধুয়া*

মুর্শিদ ও–
পাইলে কৃপা চরণ তরি
পার হইয়া যাইতে পারি
দেও মুর্শিদ দয়া করি
তরি তরিবার
মুর্শিদ করো মোরে পার।

মুর্শিদ ও–
তুমি মুর্শিদ দয়াময়
পাইলে দয়া জিলাময়
রইলে দয়া কিসের ভয়
সংসারেতে আর
মুর্শিদ করো মোরে পার।

মুর্শিদ ও–
তোমার দয়া আছে যারে
সে কি আর ডুবিয়া মরে
মুর্শিদের কৃপা জোরে
শূন্যে করো পার
মুর্শিদ করো মোরে পার।

মুর্শিদ ও–
তুমি মুর্শিদ সর্বজ্ঞানী
তুমি মুর্শিদ সর্বগুণী
তুমি হে পরশমণি
মহালে মোখতার
মুর্শিদ করো মোরে পার।

মুর্শিদ ও–
মুর্শিদ জিন্দা ঢাকার শ'রে
বাবুর বাজার পুলের ধা'রে
আস্তাবলে বাসা করে
কুতুবুল এক্তিয়ার
মুর্শিদ করো মোরে পার।

মুর্শিদ ও–
মুর্শিদ আমার খোদার পিয়ারা
গৌছুল আজম দস্তোগিরা
হস্তে ধরো বাবা মেরা
ইয়াছিন তোমার
মুর্শিদ করো মোরে পার।

২১
মুর্শিদ ডাকি তোমারে
আমি ডুবছি সাঁতারে
তুমি বিনে আর কেহ নাই
কে তুলে পারে। *ধুয়া*

মুর্শিদ হে–
হইছি আমি দিশাহারা
জলে ডুবি খাইছি মারা

পাইনা নদীর কূল কিণারা
ধরো আমারে
মুর্শিদ ডাকি তোমারে।

মুর্শিদ হে–
তোমায় দয়া মায়া বিনে
কে তরাবে দীন হীনে
তুমি বিনে নাই দরদি
অকূল সাগরে
মুর্শিদ ডাকি তোমারে।

মুর্শিদ হে–
তুমি যদি হও দরদি
হাতে ধরি তুলো যদি
পার কর অকূল নদীর
কূল পারাবারে
মুর্শিদ ডাকি তোমারে।

মুর্শিদ হে–
তুমি মুর্শিদ গুণের গুণি
অন্তরবাসী পরশমণি
তোমার দাসে কান্দে শুনি
সন্তুষো তারে
মুর্শিদ ডাকি তোমারে।

মুর্শিদ হে–
ইয়াছিন তোমার দাওন ঘিরা
তুমি মুর্শিদ দস্তেগিরা
শহর কুতুব বাদশা মেরা
বাবুর বাজারে
মুর্শিদ ডাকি তোমারে।

২২
ও নবিজি–
তোমার দয়ার অতুল গুণেতে
পাপীরে তরাইয়া লইবায়নি
আমার মত এমন পাপী

ত্রিজগতে আছে নি
ও নবিজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে।

ও নবিজি –
পাপী আমার জমিন ভরা
হইয়া রইছি জিতে মরা
জন্মভরা এমনি নিবায় নি
ও তোমার দয়ার নয়ন প্রকাশিয়া
আমার পানে চাইবায় নি
ও নবিজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে।

ও নবিজি–
একবার যদি দয়া করো
পাপীরে ক্ষমিতায় পারো
গুণধর পাপীরে তরানি
ও নবিজি তোমার মত এমন দয়াল
ত্রিজগতে আছে নি
ও নবিজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে।

ও নবিজি–
ছকরাত মউতের কালে
বিষম সঙ্কটের কালে
চরণতলে পানা দিবায় নি
ও নবিজি করিম রহিম দয়াল তুমি
করিমানে বাচাইবায় নি
ও নবিজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে।

ও নবিজি –
কবরেতে অন্ধকারে
কি আন্দাজে ধরে মারে
গুনাগারের খবর লইবায় নি
ও নবিজি অন্ধকারে চন্দ্র হয়ে
আমায় দেখা দিবায় নি
ও নবিজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে।

ও নবিজি –
পুলছিরাতে পুলের পার
কেশের হাকোম পুলাদের ধার
অন্ধকার মোর সে রজনি
দয়া করি হাতে ধরি
ও নবিজি পার করিয়া নিবায় নি
ও নবিজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে ।

ও নবিজি–
হাশরের হুলুস্থুলে
নফছি নফছি গণ্ডগোলে
উম্মতি উম্মতি করি ফুকারিবায় নি
'শফিউল উম্মতি' হইয়া
ও নবিজি হইয়া উদ্ধারিয়া নিবায় নি
ও নবিজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে ।

ও নবিজি–
হুরী নূরী স্বর্গপুরে
তাতে তোমার অধিকারে
দয়া করি সঙ্গে নিবায় নি
ইয়াছিন তোমার ভক্ত দাস
ও নবিজি সঙ্গে করি নিবায় নি
ও নবিজি তোমার দয়ার অতুল গুণেতে ।

২৩
তুমি আমার
মাই জননী মাই গো সোনা মাই
তুমি আমার মাই জননী মাই । *ধুয়া*

মাই গো–
তোমার মায়ার পিতার জলে
গর্ভে মোরে ধারণ কইলে
দশ মাস দশ দিন গেলে
ভূমিষ্ঠ করিলে
ও তুমি দয়া ধরি মায়া করি গো

মাই জননী খাওয়াইলে 'মাই' গো
তুমি আমার মাই জননী মাই।

মাই গো–
'মাই' খাওয়াইয়া 'মায়' হইলে
'কান্তে' বেলা কোলে লইলে
শীতে ভাতে সহ্য কইলে
পাইয়া যন্ত্রণা
ও তাতে ক্ষুধার কালে খাইতে দিলে
গো মায় জননী
হইয়া ধেনু গাই গো
তুমি আমার মাই জননী মাই।

মাই গো মাই –
চাইরে চাইরে দশে মিলি
পূর্ণ করলে জন্মস্থলী
গড়লে গঠন ফুটলো কলি
সূর্য নমুনায়
ওগো চন্দ্র সূর্য তারা জুটি
গো মাই জননী
বর্ণ বইলো 'সাই' গো
তুমি আমার মাই জননী মাই।

মাই গো মাই –
তোমার দয়া তোমার মায়া
সর্ব সৃষ্টি তোমার জায়া
'তিন' খানেতে গড় রে কায়া
রকমে রকম
ওগো তুমি রত্ন প্রসবিনী গো
মাই জননী
তোমার সবে খাই গো
তুমি আমার মাই জননী মাই।

মাই গো মাই –
তোমার যে খেমোতা বড়
রাইতে দিনে গর্ভ ধরো
যতো ধরো ততো মারো

নাই তাতে বিরাম
ওগো সকলে রে পালো পুষো
গো মাই জননী
আমরা বুক চিরিয়া খাই
তুমি আমার মাই জননী মাই।

মাই গো মাই–
তোমার গর্ভে জন্ম লইয়া
পালিতেছে কোলে লইয়া
খেলিতেছি কোলে বইয়া
দিবস ও যামিনী
ওগো খেলার বেলা সাঙ্গো হইলে গো
গো মাই জননী
আবার কোলে দিছো ঠাঁই
তুমি আমার মাই জননী মাই।

মাই গো মাই–
ইয়াছিন তোমার পশ্যুপুতে
তেক্ত কইলো শুয়ে মুতে
খেমা মাঙ্গী হুজুরেতে
করছি যত পাপ
ওগো মারিও না আর অনাহারে
গো মাই জননী
আমি মইলে যেনো দানা পাই
তুমি আমার মাই জননী মাই।

২৪
দেওয়ানা বানাইয়া রে বন্ধু
তুই আমারে থই গেলে
লাহুলে ভাসাইয়া রে বন্ধু
তুই আমারে থই গেলে
দেওয়ানা বানাইয়া রে। *ধুয়া*

বন্ধু রে–
প্রেম করিলে আশা দিলে
জঞ্জালে ঠেকাইয়া গেলে
আসবে করি কই গেলে

কার বাসরে রই গেলে
তুই আমারে থই গেলে
দেওয়ানা বানাইয়া রে ।

বন্ধু রে–
তুমি আমার আমি তোমার
বারে বারে কই গেলে
অবলা রে গাছে তুলি
তলে তনে মই নিলে
তুই আমারে থই গেলে
দেওয়ানা বানাইয়া রে ।

বন্ধু রে–
লাগাইয়া পিরিতের রশি
গলে ফাঁসি থই গেলে
শূন্য কায়া পড়ে রইলো
প্রাণ পাখিটি লই গেলে
তুই আমারে থই গেলে
দেওয়ানা বানাইয়া রে ।

বন্ধু রে–
বিরহের অগ্নি আমার
অন্তরে তে জ্বালাইলে
তন জ্বলে আর মন জ্বলে
সর্ব অঙ্গ জ্বালাইলে
তুই আমারে থই গেলে
দেওয়ানা বানাইয়া রে ।

বন্ধু রে–
ইয়াছিন বলে মাইব তুলে
নবিজি নন্দন বইল
দেও তোমার যুগল চরণ
কপালে তে থই তুলে
দেওয়ানা বানাইয়া রে ।

২৫
মনের মানুষ সোনার চাঁন্দ
গেল যে আর আইলো গো না

তার বিরহে প্রাণ সজনি
প্রাণ বাঁচে না। *ধুয়া*

সজনি গো–
নছিবে আমার বিধাতায়
কি লেখলো গো বুঝা না যায়
ও আমার বাটের লেখা
যায় না দেখা গো
আমি ধইলাম তেও তো
মিটলো গো না
মনের মানুষ সোনার চান্দ
গেল যে আর আইলো না।

সজনি গো–
পরান বন্ধুর গো দায়
পরান আমার রাখা দায়
রাত্র দিনে সর্ব কালে
আমারে জ্বালায়
ভাটার আনল ভিতরে জ্বলে গো
বাইরেতে কেউ দেখে না
মনের মানুষ সোনার চাঁন্দ
গেল যে আর আইলো না।

সজনি গো–
আমার বেদন কেউ তো দেখে না
বলমু কারে শুনবে কে গো
এমন দেখি না
ও আমার মনের দুক্ষো
জ্বলছে বুকে গো
এগো ধাক ধাকানি গেলো গো না
মনের মানুষ সোনার চাঁন্দ
গেল যে আর আইলো না।

সজনি গো–
বন্ধুর হিয়া মনে লয়
পাষাণে বান্ধা শক্ত অতিশয় গো
শক্ত অতিশয়

এগো ডাকি তারে বিনয় করে গো
এগো একবার ফিরি চাইলো গো না
মনের মানুষ সোনার চাঁন্দ
গেল যে আর আইলো না।

সজনি গো–
অধম ইয়াছিন বলে মস্তকে তুলে
ফাতিমার চরণ কুতুহলে গো
এগো মায়ের দয়া গুণে
মায়া হলে গো
এগো নৈরাশ কেই হইও গো না।

২৬
গাড়ি কেমনে বানাইলো রে
গাড়ি এক দমে চলে।
এক দমে চলে রে গাড়ি
হেকমতির কলে রে
গাড়ি একদমে চলে। *ধুয়া*

আব আতস খাক বাদে
গড়ছে গাড়ি মনের সাধে
চলছে গাড়ি 'হু' 'হু' নাদে
চাকি ঘুরায় রেলে রে।
গাড়ি কেমন বানাইলো রে
গাড়ি এক দমে চলে।

বাইলটে তে ভরি কলে
ইঞ্জিনে তে অগ্নি জ্বলে
বাতাস টানে বায়ু নলে
জল ভরে দমকলে রে।
গাড়ি কেমন বানাইলো রে
গাড়ি এক দমে চলে।

ছিকলের জোড়া রেল গাড়ি
চাইর ক্লাসে মাল ভিখারি
চলছে গাড়ি পাছিঞ্জারি
কুদরতির কলে রে।

গাড়ি কেমন বানাইলো রে
গাড়ি এক দমে চলে।

শূদ্রে ভদ্রে পাছিঞ্জারি
বুড়া যুবা নর নারী
ঘাটিয়াল বাবু কলামস্তরি
চলছে কুতুহলে রে।
গাড়ি কেমন বানাইলো রে
গাড়ি এক দমে চলে।

ইষ্টিশনে লাইনের ধারে
সময় মতো ঘণ্টি মারে
টিষ্টে করে পাছিঞ্জারে
চলছে দলে দলে রে।
গাড়ি কেমন বানাইলো রে
গাড়ি এক দমে চলে।

ইয়াছিন বলে রেলের গাড়ি
গড়ছে হেকিম হেকমত করি
লোকে বলে পাছিঞ্জারি
গড়ছে প্রতি দরে রে।
গাড়ি কেমন বানাইলো রে
গাড়ি এক দমে চলে।

২৭

বন্ধু রে–
আমায় কি তোর
একটু দয়া নাই
তোমায় সকলে বলে
মালিক আল্লা সাঁই রে
কালিয়ার কানাই
আমায় কি তোর একটু দয়া নাই। *ধুয়া*

বন্ধু রে–
তুমি তো দয়াল বন্ধু
পার করিতে দুক্ষের সিন্ধু
তুমি বিনে আর কেহ নাই
খেয়ার কুলে যে জন ঠেকে

পার করিয়া নেও তাকে
তোমার নাম দয়াল প্রভু সাঁই রে
আমায় কি তোর একটু দয়া নাই।

বন্ধু রে–
কোরানে কিতাবে শুনি
তুমি মৌলা রব্ গনি
'লাতাক নাতু' দিয়াছো শুনাই
'গফুরুর রহিম' তুমি
নিশ্চয় জানিয়াছি আমি
আমার মনের আশা দিবায় পুরাই রে
আমায় কি তোর একটু দয়া নাই।

বন্ধু রে–
আশা যে করিয়াছি আমি
এক দিন পুরাইবা তুমি
না পুরিলে বলমু 'বাটে' নাই
ধরছি পদে ধরিয়া রইমু
ধরা রাখি মরিয়া যাইমু
এখন মনে লও পুরাও নইলে নাই রে
আমায় কি তোর একটু দয়া নাই।

বন্ধু রে–
আশায় আশায় জন্ম গেলো
দুক্ষ নিশি না পোষাইলো
অন্ধকারে জীবন কাটাই
যদি রইতো তোমার দয়া
উজ্জ্বল হইত কালো কায়া
আমার দুক্ষের নিশি
যাইতো পোয়াই রে
আমায় কি তোর একটু দয়া নাই।

বন্ধু রে–
যারে দি যার থাকে আশা
তারে করো নৈরাশা
কোরানে কিতাবে 'ছাবিত' নাই
অধম ইয়াছিন বলে
হাশরের ইনছাফের কালে

আমি বলমু দুক্ষ
রসুলুল্লার ঠাঁই রে
আমায় কি তোর একটু দয়া নাই।

২৮
দয়া সকলে পাইলা
যতো চাইলা
আমি পাইলাম না
কোন্ দোষেতে
অইলাম দোষি
জানতে পাইলাম না। *ধুয়া*

বন্ধু রে–
তবে একটি কথা আছে
বিন বাতাসে গাছ কি নাচে
বিন দোষে নয় কোন দোষে
এমন দেখি না
তবে যদি কোন দোষে
দোষি থাকি তোমার কাছে
তোমার দয়া বিনে
কেমনে পাই মার্জনা
দয়া সকলে পাইলা যতো চাইলা
আমি পাইলাম না।

বন্ধু রে–
তুমি মুনিব আমি দাস
নিজের দোষে অইছি নাশ
বিনা পাপে ছয়না সাপে
তাপে ধরে না
আমি দোষি তাপে তাপি
কর জোড়ে মাগি মাফি
আমায় দাস জানিয়া পাপ খেমিয়া
মাফ কর গুনা
দয়া সকলে পাইলা যতো চাইলা
আমি পাইলাম না।

বন্ধু রে–
'গফুরুর রহিম' তুমি
'মুজনিবিন আজিম' আমি

'রহমানুর রহিম' তুমি
কোরানে বর্ণনা
দাসের প্রতি দয়া ধরি
করছি পাপ ক্ষমা করি
তোমার মতো দয়া ধরি
আর তো দেখি না
দয়া সকলে পাইলা যতো চাইলা
আমি পাইলাম না।

বন্ধু রে–
অজ্ঞান ইয়াছিনে বলে
মাই জহুরার চরণ তলে
ঠেক্‌ছি গো মা ভব জঞ্জালে
মুক্তি পাইলাম না
একবার মনে দয়া ধরো
জ্বালায় অঙ্গ শীতল করো
'তুফয়লে পাঞ্জাতনে'
মাই জি খাতুনা
দয়া সকলে পাইলা যতো চাইলা
আমি পাইলাম না।

২৯
দুনিয়া খানা বেঠি কানা
মিছা লেনা দেনা
এক দিন চলিয়া জানা
চল মুছাফির বান গাঠুরি
খানা পিনা মানা রে
এক দিন চালিয়া যানা। *ধুয়া*

মনরে –
অনিত্য সংসারে মাঝে
অনিত্য কারখানা
ঔ দেখি ঔ নাই
কিসের বেগানা রে মন
এক দিন চলিয়া জানা।

মনরে –
কি ভরসা ভবের আশা
এগেনা বেগেনা মন রে

এগেনা বেগেনা
তুমড়ি বাজি ছায়া বাজি
দেউড়ি বালাখানা রে মন
এক দিন চলিয়া জানা ।

মনরে –
ছায়া বাজি বাইচ খেলাতে
খেলছো খেলো না রে মন
খেলছো খেলো না
সাগর নগর রেল তরণি
কেবল যুদ্ধের ঘোড় দৌড়ানা রে মন
এক দিন চলিয়া জানা ।

মনরে–
ভবের মেলা পুতুল খেলা
আজব কারখানা রে মন
আজব কারখানা
খিল কুদালে কিরান বেটা
বামে ধরি খানা রে মন
এক দিন চলিয়া জানা ।

মনরে–
মাছ শিকারি বাইছে বরি
মাছ খাইবে বাসনা রে মন
মাছ খাইবে বাসনা
জল কুম্ভিরে ধরে তারে
জলে লইয়া জানা রে মন
এক দিন চলিয়া জানা ।

মনরে –
ইয়াছিন বলে হুঁশে বলো
দুনিয়া খানা 'ফানা' রে মন
দুনিয়া খানা 'ফানা '
ভবের জনম বৃথা গেলে
ফিরিয়া পাইবায় না রে মন
এক দিন চলিয়া জানা ।

৩০
নবিজি তোমার চরণ ধলি লাগাইতে
আছে নি আমার কপালে গো
নবিজি আমার কপালে । *ধুয়া*

নবিজি–
'লাহুতে' 'আহাদ' ছিল
প্রেমের খেলায় মগ্ন হইল
মায়ার বিন্দু জড়িয়ে রইলো
'আহমদি' আকারে'
হায় গো 'মিম' এর ফাঁকি' গুপ্ত রাখি
বর্ণ ধইলো জলালে
নবিজি তোমার চরণ ধলি লাগাইতে
আছে নি আমার কপালে গো।

নবিজি–
'আহাদে' 'জবরুতে' আসি
প্রেম তরঙ্গে জলে ভাসি
'নাছুতে' ফুঁকিয়া বাঁশি
'মলকুতে' নাচায় গো
'মলকুতে' নাচায়
হায় গো 'মহাজিরান' চারি লইয়া
দীনের বাত্তি জ্বালাইলে
নবিজি তোমার চরণ ধলি লাগাইতে
আছে নি আমার কপালে গো।

নবিজি–
মক্কার শ' রে জন্ম লইয়া
নবুয়তি 'উদ্‌ধা' পাইয়া
শফিউল উম্মতি হইয়া
আইলায় মদিনায়
হায় গো 'মহাজিরান' চারি লইয়া
দীনের বাত্তি জ্বালাইলে
নবিজি তোমার চরণ ধলি লাগাইতে
আছে নি আমার কপালে গো।

নবিজি–
শফিউল উম্মতি তুমি
গান্ধা খাকি বন্দা আমি
রসুলুল্লা জগত স্বামী
উপাধি তোমার
হায় গো আমি পাপীর মনের আশা
পূরবো 'আব জলালে'
নবিজি তোমার চরণ ধলি লাগাইতে
আছে নি আমার কপালে গো।

নবিজি–
ইয়াছিন তোর ক্রীতদাসে
বন্দী হইয়া দাসের ফাঁসে
ভক্তিতে মত নাই
হায় গো তুমি বিনে নাই অন্যগতি
দুরন্ত সঙ্কটের কালে
নবিজি তোমার চরণ ধলি লাগাইতে
আছে নি আমার কপালে গো।

৩১
এখন পাইছি তোরে
সাধ মিটাইমু
ছাড়িয়া দিমু না রে বন্ধু
ছাড়িয়া দিমু না। *ধুয়া*

বন্ধু রে–
যাও ছাড়িয়া প্রেম করিয়া
খনে জ্বালাও দেখা দিয়া ও
ওরে দেখতে গেলে যাও লুকিয়া রে
ও আমি আশা ছাড়মু না
এখন পাইছি তোরে
সাধ মিটাইমু
ছাড়িয়া দিমু না রে বন্ধু।

বন্ধু রে–
যাবে যথা তথায় যাবো
রবে যথা তথায় রবো ও
ওরে এক আনন্দে দিন কাটাইবো রে
ও আমি জুদাই হইব না।
এখন পাইছি তোরে
সাধ মিটাইমু
ছাড়িয়া দিমু না রে বন্ধু।

বন্ধু রে–
মনে আশা পাবো পাবো
আজ পাবো না কাল পাবো রে
ওরে যথায় যাবে তথায় যাবো
দূরে রইবো না।

এখন পাইছি তোরে
সাধ মিটাইমু
ছাড়িয়া দিমু না রে বন্ধু ।

বন্ধু রে–
একদিন তোর দেখা হবে
আর কতদিন লুকিয়ে রবে রে
ওরে ধরমু পদে দেখমু যবে
আর তো হরিয়া রইমু না
এখন পাইছি তোরে
সাধ মিটাইমু
ছাড়িয়া দিমু না রে বন্ধু ।

বন্ধু রে–
তুমি দয়াল ময়না পাখি
আর যাইও না দিয়া ফাঁকি
ওরে ঐ বাসনা মনে রাখি
ভিন্ন হইমু না
এখন পাইছি তোরে
সাধ মিটাইমু
ছাড়িয়া দিমু না রে বন্ধু ।

বন্ধু রে–
অধম ইয়াছিন বলে
মাই ফাতিমার চরণ তলে রে
ওরে দিবায় কি মা হাশরকালে
বেপানা রে পানা
এখন পাইছি তোরে
সাধ মিটাইমু
ছাড়িয়া দিমু না রে বন্ধু ।

৩২
ওরে ঐ নি প্রেমের রীতি রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের ধারা
ওরে দয়ামায়া পরিহারে বন্ধু
আশিককে যে মারা রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের ধারা । *ধুয়া*

বন্ধু রে–
প্রেম করিয়া কুল হারিয়া
হইছি জিতে মরা রে বন্ধু
হইছি জিতে মরা
ওরে পাই না দেখা
কর্মের লেখা রে বন্ধু
ও বন্ধু আমার দুক্ষে জনম জারা রে
ঐ নি প্রেমের রীতি রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের ধারা।

বন্ধু রে–
শান্ত মনে আরাধনে
পিরিতি করিয়া রে বন্ধু
পিরিতি করিয়া
ওরে বিচ্ছেদের তীক্ষ্ণ তীরে
আমায় রাখিলায় গাথিয়া রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের রীতি রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের ধারা।

বন্ধু রে–
এত দয়া এত মায়া
কেমনে পাশরিলে রে
কেমনে পাশরিলে
ওরে তনু ঝর ঝর মরারে বন্ধু
আমায় বানাইলে রে
ঐ নি প্রেমের রীতি রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের ধারা।

বন্ধু রে–
প্রাণ কাঁন্দে সোনার চাঁন্দে
দেখিবার লাগিয়া রে বন্ধু
দেখিবার লাগিয়া
ওরে দয়া করো দুক্ষো হরো রে বন্ধু
দর্শন বারি দিয়া রে
ঐ নি প্রেমের রীতি রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের ধারা।

বন্ধু রে–
মরি প্রাণে দর্শন বিনে
বাঁচিমু না আর রে বন্ধু
বাঁচিমু না আর
ওরে ক্ষমা করো দয়া ধরো
দোহাই নবি মস্তফার রে
ঐ নি প্রেমের রীতি রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের ধারা।

বন্ধু রে–
প্রেম তাপিনী চাতকিনী
তোর বিরহে জ্বলিয়া রে বন্ধু
বিরহে জ্বলিয়া
ওরে দেও দরশন নির্ধনীর ধন
'আল্লা আল্লা' বলিয়া রে
ঐ নি প্রেমের রীতি রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের ধারা।

বন্ধু রে–
'ইয়া' 'আলিপ' আর 'ছিনেরী' বাণী
মাই পাঞ্জতনিয়া রে বন্ধু
মাই পাঞ্জতনিয়া
ওরে একবার দেও দরশন
জন্মের মতন রে
ও বন্ধু দেখলে যাই বাঁচিয়া রে
ঐ নি প্রেমের রীতি রে বন্ধু
ঐ নি প্রেমের ধারা।

পরিশিষ্ট
সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্য

গবেষক-পাঠকদের যথাযথ ব্যবহার উপযোগিতার কথা ভেবে এ-স্থলে বাংলা একাডেমী ফোকলোর আর্কাইভসে সংরক্ষিত হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত লোকসংগীত-এর সংগ্রহ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ প্রদত্ত হলো। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর নির্ধারিত প্রশ্নমালা, সংগ্রাহকদের উত্তরপত্র ও সংগ্রাহকদের প্রসঙ্গকথার ভাষারীতি অবিকৃত রেখে সম্পাদনার কাজ করা হয়েছে, যাতে করে গবেষকগণ একইসঙ্গে গত শতকের ষাট দশকে বাংলা একাডেমীর ফোকলোর সংগ্রহের প্রকৃতি-পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন এবং সংকলভুক্ত উপাদানসমূহ গবেষণাকর্মে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে সক্ষম হন।

বাউল গান

১ থেকে ৮ সংখ্যক গান

ভলিউম : ২৬৮। এলাকা : ফরিদপুর।

সংগ্রাহক : নাম : শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, পিতা : শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস; ঠিকানা—গ্রাম : গোলাবাড়িয়া, ডাকঘর : বেদগ্রাম, থানা ও মহকুমা : গোপালগঞ্জ, জেলা : ফরিদপুর; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : লোকসাহিত্য সংগ্রহ; বয়স : ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই.এ.ফেল; সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে দেখি নাই।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : শ্রীরামধন দত্ত, পিতা : শ্রীকুটীশ্বর দত্ত; ঠিকানা—গ্রাম : বৌলগ্রাম, ডাকঘর : খালিয়া, থানা : রাজৈর, মহকুমা : মাদারীপুর, জেলা : ফরিদপুর; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : কৃষিকাজ; বয়স : ৪২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই। সংগ্রহগুলি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে দেখি নাই। লোকমুখে শুনে শেখা যৌবন বয়সে।

সংগ্রহের তারিখ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৯ থেকে ৩৪ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৪০৩। এলাকা : সিলেট।

সংগ্রাহক : নাম : চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ; ঠিকানা—গ্রাম : দরগাহপুর, ডাকঘর : বৃন্দাবনপুর, মহকুমা : মৌলভীবাজার, জেলা : সিলেট।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : নাম : দরছ মিয়া, পিতা : মৃত ছমেদউল্লা; ঠিকানা— গ্রাম ও ডাকঘর : শাহারপাড়া (সাজিবাড়ি), থানা : জগন্নাথপুর, মহকুমা : সুনামগঞ্জ, জেলা : সিলেট; পৈতৃক নিবাস : ঐ; বয়স : ৩৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রাইমারি; সংগ্রহটি কোনো পুস্তক বা পাণ্ডুলিপিতে দেখি নাই; নানাজনের কাছে থেকে শুনে শিখেছি।

সংগ্রহের তারিখ : ২৫ আগস্ট, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ।

সারিগান

১ থেকে ৮ সংখ্যক গান

ভলিউম : ২৬৮ । এলাকা : ফরিদপুর ।

সংগ্রাহক : শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, পিতা : শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ঠিকানা—গ্রাম : গোলাবাড়িয়া, ডাকঘর : বেদগ্রাম, থানা ও মহকুমা গোপালগঞ্জ, জেলা : ফরিদপুর; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : লোকসাহিত্য সংগ্রহ; বয়স : ৩৫ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই.এ.ফেল; সংগ্রহগুলি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে দেখি নাই ।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : নাম : শ্রীরমেশচন্দ্র মোহান্ত, পিতা : মৃত কাশীনাথ মোহান্ত; ঠিকানা—গ্রাম : গোয়ালগ্রাম, ডাকঘর : জলিরপাড়, থানা : মুক্সুদপুর, মহকুমা : গোপালগঞ্জ, জেলা : ফরিদপুর; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : কৃষিকাজ; বয়স : ৩৮ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই; সংগ্রহগুলি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে দেখি নাই । গ্রাম্য প্রবীণদের মুখে শুনিয়া শেখা, কিশোর বয়সে ।

সায়ার গান

১ থেকে ৬ সংখ্যক গান

ভলিউম : ২১৬ । এলাকা : ফরিদপুর ।

সংগ্রাহক : শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, পিতা : শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস; ঠিকানা—গ্রাম : গোলাবাড়িয়া, ডাকঘর : বেদগ্রাম, থানা ও মহকুমা : গোপালগঞ্জ, জেলা : ফরিদপুর; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : লোকসাহিত্য সংগ্রহ; বয়স : ৩৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : আই.এ.ফেল; সংগ্রহটি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে দেখি নাই ।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : নাম : শ্রীযাদব চন্দ্র মণ্ডল; ঠিকানা—গ্রাম : পোলমাইর, ডাকঘর : মাচবাড়ি, থানা : কোটালীপাড়া, মহকুমা : গোপালগঞ্জ, জেলা : ফরিদপুর; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : কৃষি কাজ; বয়স : ৬৪ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই, সংগ্রহটি কোনো পুস্তক বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি? না, লোকমুখে শুনিয়া ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শেখা ।
সংগ্রহের তারিখ : সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ ।

দেহতত্ত্ব গান

১ থেকে ২০ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৪৩৫ । এলাকা : যশোর ।

সংগ্রাহক : শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস; গ্রাম : গোলাবাড়িয়া, ডাকঘর : বেদগ্রাম, জেলা : ফরিদপুর ।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : শ্রীনরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পিতা : মৃত বিশ্বম্ভর মণ্ডল, গ্রাম : নাউলি, ডাকঘর : ঢাকুরিয়া বাজার, থানা : মনিরামপুর, মহকুমা : যশোর সদর, জেলা : যশোর; পেশা : কৃষিকাজ; শিক্ষাগত যোগ্যতা : সামান্য; বয়স : ৪১ বছর । এসব গান লোকমুখে শুনিয়া শেখা, বাল্যকালে । গানগুলি কোন মুদ্রিত পুস্তকে দেখি নাই ।

সংগ্রহের তারিখ : জানুয়ারি, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ ।

ভাবগান

১ থেকে ৩০ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৪৩৫ । এলাকা : যশোর ।

সংগ্রাহক : শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস; গ্রাম : গোলাবাড়িয়া, ডাকঘর : বেদগ্রাম, জেলা : ফরিদপুর।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : নাম : শ্রীচন্দ্রকান্ত মণ্ডল, পিতা : মৃত মনোহর মণ্ডল; ঠিকানা—গ্রাম : প্রতাপকাঠি, ডাকঘর : ঢাকুরিয়া বাজার, থানা : মনিরামপুর, মহকুমা : যশোর সদর, জেলা : যশোর; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : কৃষিকাজ; বয়স : ৮৫ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : সামান্য; সংগৃহীত গানগুলি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে দেখি নাই, লোকমুখে শুনিয়া শেখা।

সংগ্রহের তারিখ : জানুয়ারি, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ।

আধ্যাত্মিক গান

১ থেকে ১০ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৪৩৫। এলাকা : যশোর।

সংগ্রাহক : শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস; ঠিকানা—গ্রাম : গোলাবাড়িয়া, ডাকঘর : বেদগ্রাম, জেলা : ফরিদপুর।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : বিশ্বনাথ মল্লিক, পিতা : ভগবান মল্লিক; ঠিকানা—গ্রাম : নাউলি, ডাকঘর : ঢাকুরিয়া বাজার, থানা : মনিরামপুর, মহকুমা : যশোর সদর, জেলা : যশোর; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : কৃষিকাজ; বয়স : ৭১ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণি। সংগ্রহগুলি কোনো মুদ্রিত গ্রন্থে দেখি নাই, লোকমুখে শুনিয়া শেখা যৌবন বয়সে।

১১ থেকে ১৩ সংখ্যক গান

ভলিউম : ১১৬। এলাকা : রংপুর।

সংগ্রাহক : এস এম সামীয়ূল ইসলাম; ঠিকানা—গ্রাম ও ডাকঘর : বেল্‌কা, জেলা : রংপুর।

সংগ্রহ-কথা : "চান্নিচর নিবাসী কাজিম উদ্দিনের নিকট হইতে গান তিনটি সংগ্রহ করিলাম। কাজিম উদ্দিন নিরক্ষর। তাঁর বয়স ৫৫ বছর। ঠিকানা—ডাকঘর : বজরা; জেলা : রংপুর।"

সংগ্রহের তারিখ : জুন, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ।

ধুয়াগান

১ থেকে ১০ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৪৩৫। এলাকা : যশোর।

সংগ্রাহক : শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস; ঠিকানা—গ্রাম : গোলাবাড়িয়া, ডাকঘর : বেদগ্রাম, জেলা : ফরিদপুর।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : এরশাদ আলী গাজী; পিতা : মৃত আছেরদ্দি গাজী; ঠিকানা—গ্রাম : কাটাখালি, ডাকঘর : হাজির হাট, থানা : মনিরামপুর, মহকুমা : যশোর সদর, জেলা : যশোর; পৈতৃক নিবাস : ঐ; পেশা : কৃষিকাজ; বয়স : ৪৮ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : সামান্য। গানগুলি কোনো মুদ্রিত পুস্তকে দেখি নাই, লোকমুখে শুনিয়া শেখা।

সংগ্রহের তারিখ : জানুয়ারি, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ।

১১ থেকে ১৫ সংখ্যক গান

ভলিউম : ১১৬। এলাকা : রংপুর।

সংগ্রাহক : এস. এম. সামীয়ূল ইসলাম; ঠিকানা—গ্রাম ও ডাকঘর : বেল্‌কা, জেলা : রংপুর।

সংগ্রহ-কথা: "বেল্‌কা নিবাসী আজগর উদ্দিনের নিকট হইতে ধুয়াগান ৫টি সংগ্রহ করিলাম। আজগর উদ্দিন একজন প্রাচীন লোক। তাঁর ঠিকানা—ডাকঘর : বেল্‌কা, জেলা : রংপুর।"

মুর্শিদি গান

১ থেকে ১০ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৮। এলাকা : ফরিদপুর।

সংগ্রাহক : নাম : মোঃ নূরুল হক মোল্লা; ঠিকানা—গ্রাম ও ডাকঘর : রাজপাট, জেলা : ফরিদপুর।

সংগ্রহ-কথা : নাম : মৃত আলাউদ্দিন মোল্লার পুত্র মোঃ ফিরোজ সাহেবের নিকট হইতে মুর্শিদি গানগুলি সংগৃহীত। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম : ভোমরাকান্দি, ডাকঘর : রাজপাট, জেলা : ফরিদপুর।

সংগ্রহের তারিখ : ২০ জুলাই, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

১১ থেকে ২১ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৮। এলাকা : ফরিদপুর ।

সংগ্রাহক : মোঃ নূরুল হক মোল্লা; ঠিকানা—গ্রাম ও ডাকঘর : রাজপাট, জেলা : ফরিদপুর।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : নাম : মৃত আদিলদ্দিন মুন্সীর পুত্র সামচেল হকের নিকট হইতে গানগুলি সংগৃহীত। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম ও ডাকঘর : রাজপাট, জেলা : ফরিদপুর।

সংগ্রহের তারিখ : ২৫ জুলাই, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ।

মারফতি গান

১ থেকে ৩২ সংখ্যক গান

ভলিউম : ৪০৩। এলাকা : সিলেট।

সংগ্রাহক : চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ; ঠিকানা—গ্রাম : দরগাহপুর, ডাকঘর : বৃন্দাবনপুর, মহকুমা : মৌলভীবাজার, জেলা : সিলেট।

যাঁহার নিকট হইতে সংগৃহীত : নাম : ধলইপীরানী; স্বামীর নাম : রহমউল্লা; ঠিকানা— গ্রাম : হরিণাকাঠি (নবাশা'র মোকাম), ডাকঘর : দোয়ারা বাজার, থানা : ছাতক; পৈতৃক নিবাস : ঐ; বয়স : ৩০ বছর; শিক্ষাগত যোগ্যতা : নাই; সংগ্রহটি কোনো পুস্তক বা পাণ্ডুলিপিতে দেখিয়াছেন কি? না; প্রথম কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন? মোঃ মশাররফ হোসেনের নিকট। তার ঠিকানা—গ্রাম : রহিমপুর, ডাকঘর : মুন্সিবাজার; কোন্ বয়সে? যুবাবয়সে।

সংগ্রহের তারিখ : ২৯ আগষ্ট, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ।